উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৫,৯৩৯.১৮ (-২৮.২১)
নিফটি : ২২,৯৩২.৯০ (-১২.৪০)

সংগমের জল পানের যোগ্য!
প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল পানেরও যোগ্য। » ৭

শংকরের কাছে আর্জি
ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রের কাছে দরবারের জন্য বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে আবেদন জানালেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেখা » ৭

৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 272

হুজুরের মেলার গোলাপে সম্প্রীতির গন্ধ

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত, তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় অন্য ছবি। মিলেমিশে প্রার্থনা সব ধর্মের মানুষের, যা দিশা দেখাচ্ছে অন্ধকারে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কপালে তিলকের মাঝে লাল রংয়ের ত্রিশূলের ছাপ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখাপলা, পরনে সাধারণ ছাপা শাড়ি। ডান হাতে মোমবাতি, ধূপকাঠি আর নকুলদানার প্যাকেট। বাঁ হাতে ধরা ছেলের হাত। ভিড় ঠেলে গৃহবধূ হাঁটু গেড়ে বসলেন মাজারের সামনে। মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দুই হাত মুখের সামনে এনে প্রার্থনা করলেন। তারপর মোমবাতির উপর হাত রেখে পরশমণি ছোঁয়ালেন শিশুটির মাথায়। মায়ের নির্দেশে শিশুটিও হাতে থাকা লাল গোলাপ দুটি মাজারের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় বুধবারের এই ছবি অন্ধকারে আলোর দিশা দেখাচ্ছে।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এই এক লাইনেই সেই কবে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বুঝিয়েছিলেন অন্ন নির্ভরতাই আসল সত্য। অন্ন ও মানুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই দেবত্বের সৃষ্টি। সেই দেব কোথাও রামচন্দ্র, কোথাও হুজুর সাহেব। মহাকুম্ভের সংগমে ডুব দিয়ে

হুজুর সাহেবের মাজারে প্রার্থনা হিন্দুদের। -সংবাদচিত্র

কেউ সন্তানের দুধভাতের নিশ্চয়তা খোঁজেন, কেউ তা খুঁজে পান হলদিবাড়ির মাজারে ধূপ জ্বালিয়ে। হুজুরের দরগায় প্রার্থনা শেষে সেই সুর শোনা গেল আলিপুরদুয়ারের বারবিশার মৌসুমি রায়ের গলায়। তাঁর কথা, 'ছেলেটার অসুখ লেগেই আছে। সে যেন সুস্থ থাকে তার জন্যই পিরবাবার কাছে প্রার্থনা করলাম।' হিন্দু হয়ে দরগায় মাথা ঠেকাতে মনে দ্বিধা হল না? মৌসুমির উত্তর, 'মনে পাপ না থাকলেই হল। আমাদের বাড়িতে কালীপুজোর প্রায় সব কাজই তো বাবার বন্ধু আমজাদ কাকা করেন। বাবা-মা তো কোনওদিন কিছু বলেননি। এখন ওইসব হিন্দু-মুসলিম কেউ মানে না।'

গত দু'দিনে হাজার হাজার মৌসুমিরা হুজুর সাহেবের দরগায় মাথা ঠেকিয়েছেন, মানত করেছেন। মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশ তোলপাড় চলছে। দরগা থেকে খানিক দূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত। কাঁটাতারের ওপারের ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে। বাইরের জাতপাতের লড়াইয়ে যে সাধারণ মানুষ নেই তা হুজুরের মেলায় ঘুরলেই স্পষ্ট হবে।

অযোধ্যা থেকে মেলায় এসেছেন ফকির মহম্মদ চাঁদ হুসেন। ভক্তদের আর্শীবাদ দেওয়ার পাশাপাশি

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির মিছিল। বুধবার।

মমতার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যের নিন্দা আদিত্যনাথের

লখনউ ও কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভ নিয়ে যেন মহারণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে 'মহাকুম্ভে মৃত্যুকুম্ভ' মন্তব্যকে রাতারাতি জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে এনেছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার বলেই দিয়েছিলেন, তাঁদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় এজন্য মমতাকে তুলোধোনা করা হল।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, এই এক মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন তৃণমূল নেত্রী। যোগী বলেন, 'গত কয়েকদিনে ৫৬ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন কুম্ভে। ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এই ৫৬ কোটি মানুষের আস্থার সঙ্গে ছেলেখেলা করা হচ্ছে।'

গঙ্গাসাগরমেলার সঙ্গে মহাকুম্ভের তুলনাও টেনেছিলেন মমতা। পালটা যোগী প্রশ্ন তোলেন, 'মৌনী অমাবস্যায় পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের এবং প্রয়াগরাজে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করা হচ্ছে কেন?' উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় মেরুকরণের এই চর্চার পাশাপাশি বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, চড়া সুরে বিরোধিতা চলবে বঙ্গেও।

মমতার নিন্দার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দালাল' বলে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে সুকান্ত বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। জনসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে রাজ্যে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে, এমন মন্তব্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী সহ জনপ্রতিনিধিদের বিরত থাকার জন্য রাজ্যপালকে পদক্ষেপ করার আর্জিও জানানো হয়েছে। বিজেপির এমন আক্রমণের জোড়া ফলার বিপরীতে মমতার স্বস্তি এনে দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডে জ্যোতিষপীঠের ৪৬তম শংকরাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। পদপিষ্ট হয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, প্রশ্ন তুলে যোগীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

শংকরাচার্য কুম্ভমেলাকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা ও সরকারি অপদার্থতার প্রবল নিন্দা করেন বুধবার। তিনি বলেন, 'মৃত্যুর খবর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যা সাংঘাতিক অপরাধ। মৃত মানুষের সংখ্যা লুকোনোর চেষ্টা করা হয়েছে।' প্রয়াগরাজে যানজট নিয়েও শংকরাচার্যের বক্তব্য, '৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট যদি ব্যর্থতা না হয় তাহলে কোনটা ব্যর্থতা? মালপত্র নিয়ে মানুষকে ২৫-৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ত্রিবেণির জলকে স্নানের অযোগ্য বলেছে। যাকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় যোগী

পদ্মের ফাঁদ

- মমতার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্য এখন বিজেপির অস্ত্র
- জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে আনা হয়েছে মন্তব্যটিকে
- যোগী আদিত্যনাথের বিধানসভার ভাষণে তারই ইঙ্গিত
- বাংলার আগামী ভোটে মেরুকরণে ব্যবহার করা হবে মন্তব্যটিকে
- শংকরাচার্যের নিন্দা সত্ত্বেও সাধুদের মতভেদকে কাজে লাগানো হচ্ছে

দাবি করেন, শুধু স্নান নয়, ওই জল আচমনের যোগ্য। কিন্তু শংকরাচার্যের বক্তব্য, নদীতে নিকাশিনালা মিশে ওই জল স্নানের অযোগ্য। অথচ যোগী সরকার কোটি কোটি মানুষকে নোংরা জলে স্নান করতে বাধ্য করেছে।'

তাঁর কথায়, 'আপনারা ১২ বছর আগেই জানতেন, মহাকুম্ভ হবে। তাহলে কেন আগাম পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রচার চালানো হলেও ভিড় সামলানো এবং আতিথেয়তার কোনও নীতিই পালন করা হয়নি।' মমতার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও। পালটা অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী জিতেন্দ্রনন্দ সরস্বতী

এরপর দশের পাতায়

ইতিহাস পরীক্ষা দিয়ে হাসপাতালে

মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

বাণীব্রত চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা আর দেওয়া হল না অভিজিতের। বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ জলপাইগুড়ি বজরাপাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিজিৎ রায়ের মৃত্যু হল। মৃত্যুর খবর তার বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালামাটি বৈষ্ণবপাড়ায় পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। রামশাই গ্রামের চ্যাংমারি হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল সে। তার পরীক্ষার ভেনু ছিল আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুল। গত সোমবার সে শেষ ইতিহাস পরীক্ষা দিয়েছে। ভূগোল পরীক্ষা থেকেই সে আর ভেনুতে যেতে পারেনি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার পর অভিজিতের পেটে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা রাত দশটা নাগাদ তাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সেখান থেকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অভিজিৎকে।

জলপাইগুড়ি বজরাপাড়ার ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কমলেশ বিশ্বাস বলেন, 'অভিজিৎ পেরিটোনাইটিস-এ আক্রান্ত ছিল। তার খাদ্যনালি ফুটো হয়ে গিয়েছিল দু'একদিন আগেই। আমাদের এখানে মঙ্গলবার বিকেলে তাকে নিয়ে আসা হয়। আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত কিছু জানিয়েই তাকে দ্রুত ওটিতে নিয়ে যাই। সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে তার অপারেশন হয়। এরপর তাকে আইসিইউ-তে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ভোর পাঁচটার পর থেকেই রোগীর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। সকাল ৭টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়।'

আমগুড়ি বাজার থেকে চোদ্দো কিলোমিটার দূরে বৈষ্ণবপাড়া গ্রামে অভিজিতের বাড়ি। এদিন দুপুরে সেখানে তার দেহ পৌঁছায়। বাড়িতে বাবা সদরু রায়, মা লিপিকাদেবী এবং দাদা পবিত রয়েছেন। দাদাই অভিজিৎকে মোটর সাইকেলে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যেতেন। পরীক্ষা শেষে ফের বাড়িতে নিয়ে আসতেন পবিত। অভিজিতের নিথর দেহ এদিন বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। প্রতিবেশীরাও ভিড় জমান। সদরু বলেন, 'আগে কখনও অসুস্থতার কথা জানায়নি ছেলে। ইতিহাস পরীক্ষার পর বাড়িতে এসেই অসহ্য পেটের যন্ত্রণা হয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না।' ছেলেকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ মা।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অভিজিতের মা ও আত্মীয়রা।

এরপর দশের পাতায়

জল্পেশমেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ সুপার।

জল্পেশে ভিড় সামলাতে পদক্ষেপ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্কাইওয়াক পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা, মন্দিরের মূল গেট বন্ধ রাখা, পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের ঘাট আলাদা করে দেওয়ার মতো একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হচ্ছে জল্পেশে শিবরাত্রির পুজো ও মেলায় ভিড় সামলাতে। বুধবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে জল্পেশ মন্দির, মন্দির সংলগ্ন সুবর্ণকুণ্ড, জল্পেশমেলার মাঠ পরিদর্শন করেন। সেখানে ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন ও জল্পেশ মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শিবচতুর্দশীর দিন সংগমে ডুব দিয়ে শেষ হচ্ছে প্রয়াগের কুম্ভস্নান পর্ব। আর ওই দিন থেকেই ময়নাগুড়ির জল্পেশে শুরু হচ্ছে শিবরাত্রি উৎসবের। কুম্ভের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভিড় সামলাতে আগে থেকেই একগুচ্ছ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর জল্পেশে শিবরাত্রির পুজো ও ১০ দিনের মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় অনেকটাই বেশি থাকবে বলে অনুমান প্রশাসনের কর্তাদের। বুধবার প্রশাসন ও পুলিশকর্তাদের পরিদর্শনের পর প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, প্রয়াগে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি যাতে জল্পেশে না তৈরি হয় সেজন্য মন্দির চত্বরে প্রবেশের মূল গেট বন্ধ রাখা হবে। পাশের নবনির্মিত গেট দিয়ে পুণ্যার্থীরা প্রবেশ করবেন। মন্দিরের সামনের খোলা অংশে এবার আর পুণ্যার্থীরা যেতে পারবেন না। দ্বিতীয় গেট দিয়ে ঢোকার পর তাঁদের স্কাইওয়াক দিয়ে মন্দিরের সামনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। পুজো দিয়ে পুণ্যার্থীরা স্কাইওয়াকের নীচের অংশে থাকা গেট দিয়ে বের হতে পারবেন। ভিড়ের চাপে যাতে ব্যারিকেড ভেঙে না পড়ে সেজন্য মন্দির চত্বরে বাঁশের ব্যারিকেড এবার রাখা হচ্ছে না। তার বদলে লোহার বড় ব্যারিকেড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্দির সংলগ্ন সুবর্ণকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যার্থীরা শিবের মাথায় জল ঢালেন। সুবর্ণকুণ্ডের পাঁচটি ঘাট এবার দুটি ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে। স্কাইওয়াকের পাশ দিয়ে সুবর্ণকুণ্ডে যাওয়ার রাস্তা করা হয়েছে। মন্দির চত্বরের ভিতরের টিকিট কাউন্টার এবার খোলা থাকবে না। তার বদলে বাইরের দিকে একাধিক কাউন্টার খোলা হচ্ছে। শিবরাত্রির দিন মন্দিরের প্রবেশপথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

জেলা পরিষদ পরিচালিত জল্পেশমেলা চত্বরে এবার রাস্তার ওপর কোনও দোকান বসতে দেওয়া হবে না। রাস্তার ওপর কোনও দোকানের ছাউনিও রাখতে দেওয়া হবে না। মূল রাস্তা, এমনকি পকেট রাস্তাগুলি ছেড়ে ব্যবসায়ীদের দোকান সাজানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

নয়া ব্যবস্থা

- মন্দিরের মূল গেট বন্ধ থাকবে
- পাশের নবনির্মিত গেট দিয়ে ঢুকে স্কাইওয়াক দিয়ে মন্দিরে পৌঁছাবেন পুণ্যার্থীরা
- পুজো দিয়ে স্কাইওয়াকের নীচের গেট দিয়ে বেরোতে হবে
- সুবর্ণকুণ্ডে পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের ঘাট আলাদা
- স্কাইওয়াকের পাশ দিয়ে সুবর্ণকুণ্ডে যাওয়ার রাস্তা
- মন্দিরের বাইরে একাধিক টিকিট কাউন্টার

ভাড়ায় 'সরকারি' অ্যাম্বুল্যান্স, তাতে গাঁজা পাচার

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সরকারি অনুদানে পাওয়া অ্যাম্বুল্যান্স চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজগঞ্জের মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার নামে যারা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া নিয়েছে তারা সেটিকে গাঁজা পাচারের কাজে লাগিয়েছে। সম্প্রতি প্রায় দেড় কুইন্টাল গাঁজা পাচারের সময় মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রাজগঞ্জের ভোলাপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির নামে নথিভুক্ত ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচার করা গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই ঘটনায় সামশেরগঞ্জ পুলিশ অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে আদিত্য দাস শিলিগুড়ির এবং অনুপ সূত্রধর আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।

আটক অ্যাম্বুল্যান্স এবং পাচার করা গাঁজা।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ২০১৭ সালে সরকারি একটি ফান্ডের টাকায় ভোলাপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতির হাতে অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হয়। কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি তথা সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইজরাইল হক বলেন, 'মাসিক ৭০০০ টাকা ভাড়ার চুক্তিতে শিলিগুড়ির এক তরুণ আদিত্য দাসকে অ্যাম্বুল্যান্সটি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে চুক্তি ছিল যে সে ভোলাপাড়া এবং রাজগঞ্জ এলাকার মানুষকে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেবে।'

বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ ওঠে, এলাকার মানুষ অ্যাম্বুল্যান্সটির পরিষেবা পান না। তার বদলে অ্যাম্বুল্যান্সটি ফুলবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে থেকে ভাড়া খাটে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে এলাকার কিছু মানুষ লিফলেট ছড়িয়ে নিখোঁজ অ্যাম্বুল্যান্সের খোঁজ চাই বলে রাজগঞ্জ থানার আইসি-র কাছে আবেদন করেন। এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ভালোবাসার রংয়ে ভালো ভাষার পাঠ

আ মরি মাতৃভাষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'গাছ চেনো তোমরা? এখানে বলা হয়েছে ছোট গাছের কথা। সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় লিটল প্ল্যান্ট।'

আলিপুরদুয়ার সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসে উঁকি মেরে দেখা গেল হোয়াইট বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এসব বলছেন শিক্ষক উৎপল রায়। কথা বলতে বলতে হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি গাছের কথা বলতে চাইছেন। শব্দ কানে না এলেও শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভঙ্গি, হাতের ইশারায় 'দ্য লিটল প্ল্যান্ট' ইংরেজি ছড়াটা বোঝার চেষ্টা করছিল রাজদীপ বর্মনরা। ক্লাসের সব পড়ুয়াই মূক ও বধির। বুঝিয়ে দেওয়ার পর চার লাইন সবাইকে মনে মনে পড়ে না দেখে লেখার পরামর্শ দিলেন উৎপল। পড়ুয়াদের কয়েকজন ইশারা বুঝে 'গুরুর আজ্ঞা' পালনে মন দিল।

চার লাইন পড়া বোঝাতেই অনেকটা সময় নেওয়ার পর ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী যখন লেখায় মন দিল, তখন শিক্ষক উৎপলের মুখে স্বস্তির ছাপ। ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানালেন, এই বাচ্চাদের ভাষার সঙ্গে পরিচয় করানো অনেকটা চ্যালেঞ্জের। তবে বাচ্চাদের সঙ্গে রাগ দেখানো যায় না। বকেঝকে কিছু করতে বললে ওরা আর সেটা করে না। কথা বলতে হয় নরমভাবে, ভালো ভাষায়। তাঁর কথায়, 'এই বাচ্চারা তো সাধারণ বাচ্চাদের মতন নয়। তাই ওদের অনেক সময় নিয়ে পড়াতে হয়। ধৈর্য ধরে বোঝাতে হয়।'

স্কুলে এসে ওরা যে ভাষা শেখে, সেই ভাষা দিয়েই কিন্তু মূক ও বধির পড়ুয়ারা বাবা-মায়ের সঙ্গেও ভাববিনিময় করে। জন্মের পর কথা বলতে শিখলে অন্য বাচ্চারা মা-বাবা বলে। আর মূক ও বধির এই বাচ্চারা ইশারায় কথা বলতে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাত ধরে। সেই স্কুলের স্পিচ থেরাপিস্ট স্বপনকুমার ঘোষের কথায়, 'বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে আসে তখন তাদের সঙ্গে ভাব করতে হয়। বন্ধুর মতো মেশা হয়। বাবা-মায়েরা কীভাবে মূক ও বধির বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, কীভাবে তাদের বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে পারবেন, সেজন্য অভিভাবকদেরও কাউন্সেলিং হয়। আমরা বাচ্চাদের যেমন শেখাই, তেমনই বাবা-মাকেও শেখাই।'

সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ক্লাসে বাচ্চাদের সঙ্গে শিক্ষক।

মূক ও বধির বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য জেসচার, পসচার, পিকচার চার্ট, রিয়েল অবজেক্ট, আর্টিফিশিয়াল অবজেক্ট, ফিঙ্গার স্পেলিং পদ্ধতির ব্যবহার করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

জেলারই আরেক স্কুল সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাষার পরিচয় করানো আবার অন্যরকম চ্যালেঞ্জ সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। চোখে দেখতে না পেলেও তারা তো ছোট থেকে বাড়ির পরিবেশে মাতৃভাষা বলা শিখে যায়। এখানে ব্রেইল পদ্ধতিতে তাদের পড়াশোনা শেখানো হয়। পদ্ধতি যাই হোক, আদর, ভালোবাসা আর ধৈর্য ধরার মূল বিষয়টা কিন্তু একই। বাচ্চাদের মুখে মুখেও বিভিন্ন পড়া শেখানো হয়। স্কুলের রিডার অজিত দাস বললেন, 'বাচ্চাদের পড়ে শোনানোর পর সেটা তারা মুখস্থ করে। যে নোটগুলো লেখানো হয়, সেগুলো মুখে বলে দিলে ওরা ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখে। খুব ধীরে ধীরে ওদের সেগুলো বলতে হয়।'

সমাজের পরিভাষায় তারা বিশেষভাবে সক্ষম। আর ক্লাসরুমে তাদের 'বিশেষ' চাহিদা হল, একটু বেশি ভালোবাসা আর স্নেহ। ভালোবাসা না থাকলে ভালো করে ভাষার পাঠ যে অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে, তা ভালোভাবেই জানেন ওই দুই স্কুলের শিক্ষকরা।

১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি। চা শ্রমিকরা সুনীলের ওই কবিতা পড়েছেন কি না জানা নেই, তবে তেত্রিশ না হলেও তারা এখন বলতেই পারেন, ১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি।

২০১৫ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। গঠিত হয় মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটি। দিনটা ২০ ফেব্রুয়ারি। উত্তরবঙ্গের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে লেখা হয়েছিল, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার জন্য ওই কমিটি কাজ করবে। মজুরি ঘোষণা হলেই এই চুক্তি অকার্যকর হবে। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আরও একটা ২০ ফেব্রুয়ারি। অথচ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়নি।

তাই এটাকে 'প্রতারণার ১০ বছর' আখ্যা দিয়ে এবার পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে কালো ব্যাজ পরে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কাজ করবেন শ্রমিকরা। বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের নেতারা।

তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা তথা সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'চা শ্রমিকদের অবস্থা দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ২০১৫ সালে মালিক, শ্রমিক এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে বলা হয়েছিল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু তা হল না। শ্রমিকরা এখন দিন প্রতি ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। পিএফ কেটে তাঁদের হাতে আসছে ২২০ টাকা মতো। আজকের দিনে এই টাকায় সংসার চালানো যায়!'

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে নতুন বছরে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি তথা শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ন্যূনতম মজুরি চালু করতে সরকার প্রস্তুত। ওরা (শ্রমিক ও মালিক পক্ষ) আগে সকলে মিলে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসুক। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই বিষয়ে এদিন সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দিক থেকে তারা পরিষ্কার।

২০১৫ সালে ওই চুক্তির পর একাধিকবার সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। আর এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

এবার ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার কালো ব্যাজ পরে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তুতির শুরু বলে মন্তব্য করেছেন হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা শমীক চক্রবর্তী।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনে ব্যবহারের কথা জানিয়েছে। তার বিরোধিতা করেছেন শমীক। তাঁর কথায়, '২৫০ টাকা মজুরি দিয়ে জীবন চলে না। তাই বাগানে অনেকে চাষবাস করেন। এভাবে জমি দখল করলে শ্রমিকদের জীবিকা, বসতি সব শেষ হয়ে যাবে।'

দুই পরীক্ষায় সফল পুলিশ

মেলা-মাধ্যমিক সামলানোয় লেটার মার্কস

অমিতকুমার রায়

হুজুরের মেলায় উপচে পড়া ভিড়। বুধবার হলদিবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াবের দিন পড়েছিল একসঙ্গে। একসঙ্গে দুটো 'বিগ ইভেন্ট' সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল হলদিবাড়ি পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে। বুধবার দুইদিনের মেলা শেষ হল। নির্বিঘ্নে মিটেছে এদিনের মাধ্যমিক পরীক্ষাও। পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সামলায় পুলিশ। কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর কথায়, 'এদিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা এবং মেলা শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও খারাপ কিছু ঘটেনি।'

হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলায় কোচবিহার তো বটেই, পাশের জেলা থেকেও অনেক পুণ্যার্থী ভিড় জমান। এবারও কয়েক লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল মেলায়। ইসালে সওয়াব কমিটির অবশ্য দাবি, মহাকুম্ভ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবছর অনেকটাই ফিকে ছিল হুজুর সাহেবের মেলা। বিগত বছরের মতো জনজোয়ার না হলেও এদিন সকাল থেকে প্রচুর মানুষ আসেন মেলায়।

এদিনও মাজার প্রাঙ্গণে ধূপকাঠি এবং মোমবাতি জ্বালান অনেকে। মেলার দু'দিনে ব্যবসায়ীদের ভালো বিক্রিবাটা হয়। ইসালে সওয়াব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনেই প্রায় ৮ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমানের দাবি, 'দু'দিনে ৮-১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। তবে গরম এবং মেলার ধুলোর কারণে কয়েকজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। অসুস্থদের হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।'

এবছর তিন হাজারেরও বেশি স্টল বসেছিল মেলায়। জামাকাপড়ের দোকান থেকে খাবার, হাতে তৈরি নানা জিনিস, ঘর সাজানোর সামগ্রী, গবাদিপশু, খেলনা সবই বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি ছিল নাগরদোলা সহ বিনোদনের নানা জিনিসও। হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেও এবছর মেলায় ভিড় ভালোই হয়েছে।

হলদিবাড়িতে এই মেলার উন্মাদনা বরাবরই বেশি। স্থানীয়রাও কম যান না। শহরের বাসিন্দা মনোজ রায় বলেন, 'হুজুরের মেলাকে ঘিরে আমরা ধর্মবর্ণনির্বিশেষে উৎসবে মেতে উঠি। সারাবছর এই মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। তাই শেষের দিন একটু মন খারাপ।'

এদিন বিকেলে দোয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ৮১তম এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিটির সভাপতি তথা বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হক।

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়। হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, মেলায় বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য দু'দিনে প্রায় ২২ জনকে আটক করা হয়েছিল।

স্বস্তি

- মঙ্গল এবং বুধবার ইসালে সওয়াবের মেলা বসেছিল
- একইসঙ্গে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষাও
- দুটো ইভেন্টই সুষ্ঠুভাবে সামলাল পুলিশ
- কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে পুলিশের দাবি

সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং কোর্স আনন্দচন্দ্রে

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে ভূগোল বিভাগের তরফে চালু হল অ্যাড অন সার্টিফিকেট কোর্স। 'সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং'-এর এই কোর্সটিতে ভূগোল বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের চতুর্থ এবং ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়ারাও অংশ নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে ৩৮ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৮-১০ জন ইতিহাস, ইংরেজি সহ অন্যান্য বিভাগের। বুধবার কলেজের সেমিনার হলে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে সার্ভে এবং ম্যাপিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ বিপুলচন্দ্র সরকার বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে এই কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউজিসি'র নির্দেশ রয়েছে ৩২ ঘণ্টার বেশি এবং ক্লাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই ধরনের কোর্স করার। সেইমতো আমরা ৩৮ ঘণ্টার শিডিউল তৈরি করেছি। বৃহস্পতি থেকে শনি, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হবে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় জানান, আগে ম্যাপিংয়ের কাজ অ্যানালগ পদ্ধতিতে হত। এখন তা ডিজিটাল মাধ্যম করে। তাঁর কথায়, 'আমার মনে এই ধরনের পদ্ধতি শিখলে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই ডেটা কালেকশন থেকে কীভাবে সার্ভে ব্যবহার হয়, সেটা শিখতে পারবে। অন্যদিকে, নির্ভুল ম্যাপিংও করতে পারবে।'

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান (ইওআই)
বেসরকারি হাসপাতাল / ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির তালিকাভুক্তিকরণ

নোটিশ নং. : এইচ/টাই-আপ/ পিভিটি. হসপিটাল/ডিআরএইচ/ এমএলডিটি/ ২০২৫ তারিখ : ১৮.০২.২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, যে সকল বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার (এনএবিএইচ এবং এনএবিএল) জরুরি পরিস্থিতিতে সুপারিশের ভিত্তিতে রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের নগদ অর্থ ব্যতিরেকে সিজিএইচএস/কলকাতার রেটের তালিকা অনুসারে চিকিৎসা এবং এমআরআই/সিটি স্ক্যান/পিইটি স্ক্যান ও হিমোডায়ালিসিস সহ প্যাথোলজিক্যাল/রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে আগ্রহী তাদের স্বত্বাধিকারীদের থেকে (১) **ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (২) হেলথ ইউনিট, সাহেবগঞ্জ/পূর্ব রেলওয়ে এবং (৩) হেলথ ইউনিট, ভাগলপুর/পূর্ব রেলওয়ে**-তে তালিকাভুক্তিকরণের জন্য **আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)** সাদরে **আহ্বান** করছেন। ভারতীয় **(পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহার)** সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের **২১ (একুশ) দিনের** মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী(গণ)কে এবিষয়ে আবেদন করতে হবে।

আগ্রহী বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি)/ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির এনএবিএইচ/এনএবিএল শংসাপত্র থাকতে হবে এবং যথাযথ সরঞ্জামযুক্ত ও পশ্চিমবঙ্গ অথবা ঝাড়খণ্ড অথবা বিহার সরকারের সাথে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। বাধ্যতামূলক বিশদ শর্তাবলির জন্য নীচের লিংকটি অনুসরণ করুন : **er.indianrailways.gov.in → Divisions → Malda → Departments → Medical → EOI (Expression of Interest)**

রেলওয়ে বোর্ডের সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশিকা অনুসারে বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি) নির্বাচন সাপেক্ষে **চুক্তিটি ০২ বছরের জন্য বৈধ থাকবে।**

রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতা, প্রতি পৃষ্ঠায় বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীর স্বাক্ষর প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র সমেত আগ্রহের প্রকাশটি সিল করা খামে ভারতীয় ডাক পরিষেবার মাধ্যমে **চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট -এর অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, ঝলঝলিয়া, মালদা, পিন-৭৩২১০২** -তে পাঠাতে হবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার (এনআইটি) আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ **টু প্যাকেট সিস্টেমে** ফুড অ্যান্ড কেটারিং পরিষেবাদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য মালদা ডিভিশনে নিম্নোক্ত অবস্থানগুলিতে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **ইউনিট নং :** সিএলজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১। **বিড নোটিশ নং :** সি.২৮-সিএলজি-জিএমইউ-বি-০১। **স্টেশন ও ক্যাটিগরি :** সিএলজি-বি। **সংরক্ষিত :** জিএমইউ/মহিলা-দের জন্য। **অবস্থান :** মালদা টাউন স্টেশন প্রান্তে ২০০ মিটারে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ। **ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/সংরক্ষিত বার্ষিক মূল্য :** ৩,২৯,৭২০ টাকা। **বায়না মূল্য :** ৩৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** ২,৩৬০ টাকা। (১) **বিড নথি :** আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নথি পাওয়া যাচ্ছে ও তা অফার জমার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যেতে পারে। টেন্ডার নথিতে এবং এনআইটি-তে উল্লিখিত টেন্ডার মূল্য অনুযায়ী টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথির মূল্য অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল - **www.ireps.gov.in**-তে জমা দিতে হবে। (২) **বিড নথি জমা :** বিড নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সহ আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বিড জমা দিতে হবে, নচেৎ অফারটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (৩) **বায়না মূল্য :** সংশ্লিষ্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই উল্লিখিত অনুযায়ী বিডের সঙ্গে বায়না মূল্য থাকতে হবে। টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত অনুযায়ী বিডদাতাকে আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বায়না মূল্য জমা দিতে হবে। (৪) **বিড জমা :** প্রতিটি বিডের বিজ্ঞপ্তির প্রথমে উল্লিখিত তারিখের **দুপুর ৩টার মধ্যেই** আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে অনলাইনে বিডারদের বিড জমা দিতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-তে একই তারিখের **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** বিডগুলি খোলা হবে। (৫) কোনও কারণ না দেখিয়েই একটি বা সবকটি বিড অনুমোদন/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে সংরক্ষিত রাখছে। (৬) এই বিড নথিতে উল্লিখিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিডারের যোগ্যতা পূরণের মান মূল্যায়ন করা হবে। (৭) এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা বাতিল হবে। (৮) **যোগাযোগের ঠিকানা :** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা-মালদা (পঃবঃ)।

(MLD-224/2024-25) **ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে কেটারিং (চা) স্টল-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে কেটারিং স্টল-এর চুক্তি প্রদান। **অকশন ক্যাটালগ নং :** সিএটিজি-এমএলডিটি-২৫-০২। **অকশন শুরু :** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটেগরি; অবস্থান :** **এএ/১;** সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **বেলা** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/২;** সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে **তালঝারী** রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশদ্বার ও স্টেশন বিল্ডিং (ফলের স্টল)-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৩;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **মুরারাই** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৪;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এএইচএ-জিএমইউ-১১৪-২৫-১; অসংরক্ষিত/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য **অভয়পুর** রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তের দিকে কমার্শিয়াল সুপারভাইজার রুমের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৫;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য সংরক্ষিত **নিমতিতা** রেলওয়ে স্টেশনে স্টোর-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। **এএ/৬;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিএমইউ-১২১-২৫-১; ০৫ বছরের জন্য **মির্জাচৌকি** স্টেশনে হাওড়া প্রান্তে ২০০ মিটারের দিকে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৭;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১; **মুরারাই** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৮;** সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইউপি-জিএমইউ-১২২-২৫-১; ০৫ বছর মেয়াদের জন্য **বারিয়ারপুর** স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/৯;** সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে **আকবরনগর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২/৩-এ কভার শেডের তলায় ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১০;** সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য **রাজমহল** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং কাউন্টারের প্রবেশদ্বারের কাছে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১১;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪; জেনারেল মাইনর ইউনিট/স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধ বিধবা, রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবাদের জন্য **নোনীহাট হল্ট** রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১২;** সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **কল্যাণপুর রোড** রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১৩;** সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের জন্য **খালতিপুর** রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছরের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি নিউ ফারাক্কা জংশন প্রান্তের দিকে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এএ/১৪;** সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ-জিএমইউ-১১৬-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির জন্য **ঘোঘা (জিজিএ)** রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ নিকটবর্তী পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট। **এবি/১;** সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, **খালতিপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ মালদা প্রান্তের দিকে ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি, ৫ বছরের জন্য কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। **এবি/২;** সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, **জগদীশপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং অফিসের কাছে ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৩;** সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএমইউ-১২০-২৫-১; এসএমইউ/তঃউঃজাঃ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে ০৫ বছরের জন্য **ভাগলপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ফুড প্লাজার পাশে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৪;** সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **পুনসিয়া হল্ট** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ বুকিং অফিসের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৫;** সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএমইউ-১০৯-২৫-১; এসএমইউ/সংখ্যালঘু/মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত **ভাগলপুর** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ মহিলাদের ১ম শ্রেণী ওয়েটিং হলের পাশে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। **এবি/৬;** সিএটিজি-এমএলডিটি-পিপিটি-এসএমইউ-৭৩-২৪-২; এসএমইউ/তঃজাঃ/মহিলাদের অধীনে **পীরপৈঁতি** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ এসএস অফিসের কাছে ০৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। **এবি/৭;** সিএটিজি-এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১; জেএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে **সকরীগলী** রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ২য় শ্রেণীর ওয়েটিং হলের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-222/2024-25) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.-26(e)/BDO/K-1 of 2024-2025 Dated-17.02.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev.Block,Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in /www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 25.02.2025 up to 15:00 hours.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev Block, Malda.

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No : 22/DEV/PHD/2024-25, Date.- 18/02/2025 and Last date for Submission of Bids - 25/02/2025 up to 5.30pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

E-Tender Notice

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER GAZOLE PANCHAYAT SAMITY GAZOLE : MALDA. email- gazole.bdo@gmail.com ABRIDGED E-TENDER NOTICE NIT No. EO/GPS/NIET-18(e) of 2024-25, Dated- 18.02.2025 EO, Gazole Panchayat Samity, Malda, invites E-tender for Supply & Installation of Automatic Organic Composter Machine SS under, 15th FC-2024-25, from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.

Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayat Samity
Gazole, Malda

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/026/BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-23) Work Sl No 01 to 07, Dated : 19-02-2025. Last date of submission of bid through online 26-02-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-02-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনের মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পে-ইউজ-২০২৫-০৩। **অকশন শুরু :** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। (১) **লট নং :** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৪-১। **স্টেশন :** মুঙ্গের। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-221/2024-25) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

e-tender vide NIT No.13/JFCD/Hiring of Earth moving machine and Hydra cranes for various field works under Jalpaiguri Forest Corporation Division

Sl. No.	Name of Project	NIT No.	Estimated Amount put to tender (RS)	Remarks
1. Hir	Hiring of earth moving machines and hydra cranes for various works under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	13/JFCD/ Hiring of earth moving machine and hydra cranes/ 2024-2025.	Rate quoted (As per BOQ)	Bid Submission start from 20.02.2025 at 11.00 A.M. onwards. Bid submission closing date 05.03.2025 upto 05.00 P.M.

For all details and online Tender submission visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager
Jalpaiguri Forest Corporation Division
Jalpaiguri

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজনে ঘোষণাপত্র

সেকশন ৮২ সিআর.পি.সি অনুসারে

যেখানে আমার উপস্থিতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত **নবজাত রায়, ললিত রায়ের পুত্র, আর/ও এইচ.এনও বুড়ির গ্রমা দারি পাট্টানি, পেরমেনখলিগঞ্জ, কোছ, বিহার-৭৩৫১২২**-এর অধিবাসী **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অপরাধ করেছে (বা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে), তাই **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তির উপর একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই হেতু, আমার সন্তুষ্টি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তিকে পলাতক (অথবা উল্লেখিত পরোয়ানার উদ্দেশ্যে পরিষেবা প্রদান করাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন) বলে ঘোষণা করছি।

ঘোষণাপত্রটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তি **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** এলাকায় অভিযুক্তকে ২৬.০৪.২০২৫-এর সকাল ১০:০০-এর আগে উল্লেখিত অভিযোগের উপর সদুত্তর দিতে কোর্টে উপস্থিতি হওয়া কাম্য।

আদেশক্রমে
শ্রীমতী শ্রেয়া সিং
বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণি-০৫
কেন্দ্রীয় জেলা, রুম নং-০২
টিস হাজারি কোর্টস, দিল্লি

DP/1944/CD/2025

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে বেতন ১২০০০ + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 90915 12583. (C/114869)

মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন - 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/114867)

Wanted P.C.M. (Pure S.C.) & History & Geography Teacher for Angela School, Siliguri, Call : 9434812168 / 7908490493. (C/114869)

আমার বাড়ি কোচবিহার। আমি কলকাতাতেও থাকি, সেখানেও আমার বাড়ি। আমার এখানে কাজের জন্য একজন মহিলা / মেয়ে চাই। মো : 9836206279. (C/114619)

Wanted a Female Assistant Teacher M.A. in Geography preferably B.Ed. unreserved in maternity leave vacancy upto 08-08-2025. Walk in interview on 05-03-2025 with bio data, original and xerox copies of all testimonials at 11.30 am at Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya. P.O. Khoribari, Dist - Darjeeling, Pin - 734427. Mob - 9434350411. (C/114868)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭/০২/২০২৫ ইং তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে খাগড়াবাড়িতে যে নান্দনিক ভবন রয়েছে তা শর্তসাপেক্ষে চুক্তি ভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে।

উক্ত ইজারায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে উপরি উল্লেখিত সময়ের পূর্বেই কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সাথে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের ফোটো কপি নিয়ে আসতে হইবে।

E-TENDER NOTICE

Tender ID : 2025_ZPHD_817665_1 & 2

NIT No: 30/NKT/24-25 Dated: 18/02/2025 fund: 15th FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 26/02/2025 upto 6.55 pm. The details of the NIT may be viewed & downloaded **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

বিক্রয়

শিলিগুড়ির রথখোলা বাজারের পাশে ফ্ল্যাট সহ দোকানঘর সত্বর বিক্রয় হইবে। দাম - 32 লাখ। Ph - 8609494472, 8927884957. (C/114866)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি শ্রী কমল বাসকে, পিতা চাঁমারু বাসকে, সাকিন : মথুরা ডিভিশন, পো : মথুরাবাগান, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট, (No 294-APD-I, Dt. 17.3.1999) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 7797947820. (C/113784)

I Nikhil Das residing at Bhareya Boxirhat Pin : 736159 within the limits of Dist. Coochbehar, West Bengal lost one deed of mine being number 4895/2001, if any one finds the deed kindly contact : 62944 63499. (C/115067)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Gauranga Roy আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/02/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) R.K. Roy থেকে Rajkumar Roy নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/115060)

আমার স্বামীর সার্ভিস বুক নং 10, Issued by West Bengal Government Press, কোচবিহার আমার নাম ভুল থাকায় গত 18.02.25, 3rd Court, Sadar, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Suniti Sarkar Mitra এবং Suniti Mitra, W/o. Bakul Ranjan Mitra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114620)

আমার D.L. No. WB63 2014 0943536, আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-10-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanatan Ghosh, S/o. Ranjit Ghosh এবং Sanatan Biswas, S/o. Ranjit Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খোলটা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114623)

আমি Kailash Kumar Mitruka, পিতা শ্রী Jagadish Prasad Mitruka, ঠিকানা - Mitruka House, 42 এম.জি. রোড, পোস্ট অফিস ও থানা - শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০৫, শিলিগুড়ি কোর্টের নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Date - 15.2.25 Kailash Kumar Mitruka ও Kailash Mitruka একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/114866)

আমার আধারকার্ড নং 7808 2490 9275 এবং প্যানকার্ড নং NCXPS11871 নাম এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 19-02-2025, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Shova Sarkar এবং Subharani Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম এবং আমার জন্ম তারিখ 22-09-1958 এর পরিবর্তে 01-01-1959 লেখা হয়েছে। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 22-09-1958, সিঙ্গিমারি পাঁচুনীর পাড়, পাতলাখাওয়া, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114624)

নবীকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩৩/২৪-২৫ তারিখঃ ১৫-০২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে কর্মরত ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন নিম্নলিখিত কাজের বিপরীতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেম নং. ১। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার জংশনের টিএল এণ্ড এসি ডিপোর পাওয়ার কার এবং এসি/নন এসি কোচসমূহের নবীকরণের কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৭,৮৪,২৭০.২৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৫,৭০০/-টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি/ আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.:** এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি, **কাজের নাম :** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে :- বিজি- I ও বিজি- II সেকশনে আরওবি, এফওবি, গার্ডার ব্রিজ ইত্যাদির মতো সমস্ত ওভার লাইন স্ট্রাকচারের (ওএলএস) অধীনে ক্যাটেনারি ওয়্যারের (৬৫ বর্গ এমএম) স্থানে কন্টাক্ট ওয়্যারের (১০৭ বর্গ এমএম) ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১১,৬৬,৪৫৪.০৬/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ২,০৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইলেক্ট/১৭৭, তারিখ : ১৫-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং :** এলডি/টি-১৪/টিএসকে/এলএসিও/০৩; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** ০২ (দুই) বছরের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের ক্রু বুকিং লবি, নিউ তিনসুকিয়ায় আরসিডি, পাওয়ার কন্ট্রোল এবং সিনিয়র ডিইই অফিসে সহায়তার পাশাপাশি ক্রু বুকিং লবিতে সিএমএস সিস্টেমে ডেটা এন্ট্রি। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৯৩,২৭,৫২৩.৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ২,৯৬,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত ই-টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** টায় এবং খোলা ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৩:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নির্মাণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/ ০৮ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ তিনসুকিয়াঃ ট্রানজিট ভবনের নির্মাণ (৪ ইউনিট)। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৭৩,৫০,৪৭৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৬,৮০০/-টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হুল্লোড়।। বুধবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

সাদায় গেরো, রমরমা কালোয়

দিন ও রাতের মতো সাদা এবং কালো বরাবরই একে অপরের পরিপূরক। তবে, পাচারের কালো দুনিয়ায় এই মুহূর্তে সাদার বদলে কালোরই দাপট। জাতীয় সড়কে মোষের চোরাকারবারের কাহিনী শোনালেন সপ্তর্ষি সরকার। আজ প্রথম কিস্তি

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে বিহার, বাংলা, অসম হয়ে চোরাপথে উত্তর-পূর্ব এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে 'কালো' পাচারকারীরা। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে টানাপোড়েনের জেরে সীমান্তে বিএসএফের পাহারা যত কড়া হয়েছে ততই 'সাদা' পারাপারে জটিলতা বেড়েছে। তার জেরে লাইনম্যান, সীমান্ত পারাপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট, শ্রমিক, কেয়ারটেকার, ধাবা মালিক, পরিবহণ ব্যবসায়ী, এমনকি লাইন থেকে কালেকশন পাওয়া পুলিশ সকলেরই ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা হতে বসেছিল কিছুদিন আগে। ঠিক সেই সময় সাদার কারবারের পরিপূরক হয়ে ওঠে কালোর কারবার। রাতের অন্ধকারে হাইওয়েতে এখন রমরমা কালো মোষের কালা কারবারের।

উত্তরপ্রদেশে ২৫-৩০ হাজার টাকায় কেনা প্রমাণ মাপের 'কালো' মোষ বিহার, বাংলা হয়ে অসমে পৌঁছালেই দাম হয়ে যাচ্ছে লাখ টাকার কাছাকাছি। এরপর মেঘালয়ের ঢালু সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে ওপার বাংলায় পৌঁছে গেলেই সেই মোষের দাম ছুঁয়ে যায় দেড় থেকে দুই লাখ। পুরো রুটে মোষবোঝাই কনটেনার বা লরির পাহারায় থাকে লাইনম্যান বা কেয়ারটেকাররা। কোনও বিপদ বুঝলেই তারা সেফসাইড করে দেয় মোষবোঝাই লরি। এরপর কোথাও দরকার পড়লে লাইন সেটিংয়ের দায়িত্বেও থাকেন লাইনম্যানরাই। নগদে চলে গোটা লাইনের সেটিং করার কাজ।

রুট সাফ

- উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, ফিরোজাবাদ এবং হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ বর্ডার থেকে মোষবোঝাই কনটেনার রওনা হয়ে প্রথম দাঁড়ায় বিহারের কাছাকাছি প্রথম স্টপ শেলটারে
- এরপর পূর্ণিয়া ও আরারিয়া জেলা হয়ে সেই গাড়ি পৌঁছায় পশ্চিমবঙ্গে
- সেখানে পাঞ্জিপাড়া, ইসলামপুরের আশেপাশে দ্বিতীয়বার শেলটারে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়

- এরপর রওনা হয়ে লরি পৌঁছায় অসম-বাংলা সীমানায় বা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝামাঝি শেলটারগুলোতে
- কোনওভাবে অসম সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে গেলেই সেখানে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মতো ফ্রি রুট পেয়ে যায় গাড়িগুলো

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, ফিরোজাবাদ, মাউ এবং হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশ বর্ডার থেকে মোষবোঝাই কনটেনার রওনা হয়ে প্রথম দাঁড়ায় বিহারের কাছাকাছি প্রথম স্টপ শেলটারে। এরপর পূর্ণিয়া ও আরারিয়া হয়ে সেই গাড়ি পৌঁছায় পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে ডালখোলা, পাঞ্জিপাড়া, ইসলামপুরের আশপাশে দ্বিতীয়বার শেলটারে দাঁড়িয়ে বিশ্রামের পর ফের রওনা হয়ে মোষবোঝাই লরি বা কনটেনার পৌঁছায় অসম-বাংলা সীমানায় বা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝামাঝি শেলটারগুলোতে। অসম সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে গেলেই সেখানে ফের উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মতো ফ্রি রুট পেয়ে যায় মোষবোঝাই গাড়িগুলো।

এই কারবারে যুক্ত বিহারের এক লাইনম্যানের কথায়, পুরো রুটে সবথেকে বেশি সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে সবাই টাকাও নেয় আবার অত্যাচারও করে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার কিংবা অসমে একবার লাইন সেটিং হয়ে গেলে আর কেউ পথে ট্যাঁ-ফোঁ করে না। লাইনের বেশিরভাগ খরচ হয়ে যায় বেঙ্গল পার করতেই।

ছোট থেকে মাঝারি লরি বা বড় কনটেনারে ২৫ থেকে ৬০টি পর্যন্ত মোষ নিয়ে যাওয়া যায়। মোটা অঙ্কের লেনদেনে রাজ্য পুলিশের যেমন পোয়াবারো হয় তেমনই পকেট ভরে একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সির। কেনাবেচার মোটা টাকার পুরোটাই লেনদেন হয় রুক্কা ও হুন্ডির মাধ্যমে। উত্তরপ্রদেশে বসে সেই কাজ সামলায় হাজি আসলাম নামে কালোর কারবারের অন্যতম কিংপিন। বাকি পুরো রুটকে সেফ অ্যান্ড সিকিওর করতেও উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম সীমান্ত হয়ে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত রয়েছে অন্তত আটজন মাস্টারমাইন্ড। তাদের প্রশিক্ষিত, সশস্ত্র বাহিনী চার চাকায় দাপিয়ে বেড়ায় হাইওয়েতে। এদের পকেটে থাকে রাজনৈতিক নেতা থেকে নিরাপত্তাবাহিনী ও এজেন্সি। একাজে এদের সক্রিয় সহায়তা করে স্টপ শেলটার মালিকরা। তাদের রয়েছে নিজস্ব কাটাই পার্টি। পথে কোনও মোষ মরণাপন্ন হয়ে গেলে দ্রুত তাকে নিশ্চিহ্ন করতে লেগে যায় তারা। এজন্যে আলাদা করে খরচ ধরা থাকে লাইনে। লাইন চালু রাখতে প্রথম ও প্রধান অস্ত্র নগদ টাকার জোগান। সেটায় কেউ না বশ হলে তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় কেয়ারটেকারদের। বর্ণময় সেই চরিত্রদের শুধু নাম শোনা যায়। চেহারা বা ঠিকানা জানা যায় না।

রাজ্য স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় দীপাঞ্জনা

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে স্কুল ক্রীড়ার রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে চলেছে ময়নাগুড়ির মেয়ে দীপাঞ্জনা দে। দীপাঞ্জনা ময়নাগুড়ি শহিদগর ২ নম্বর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি অরবিন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে আন্তঃপ্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ৪০তম রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশ নেবে দীপাঞ্জনা।

ময়নাগুড়ি স্কুল শহিদগড়পাড়ায় বাড়ি দীপাঞ্জনার। এবছর প্রথমে ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পরে জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগে প্রথম স্থান অর্জন করায় রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকে যোগ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে।

পরিবারে আর্থিক প্রতিকূলতা রয়েছে যথেষ্ট। দীপাঞ্জনার বাবা রানা দে গাড়িচালক। মা অপর্ণা দে গৃহবধূ। গত বছরও ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়ে জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল দীপাঞ্জনা। শুধু স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই নয়, যোগের বিভিন্ন প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছে এই ছাত্রী। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুরের উদ্দেশে রওনা দেবে সে।

দীপাঞ্জনা বলেন, 'রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়াই এখন মূল লক্ষ্য।' দীপাঞ্জনার বাবা রানা দে-র বক্তব্য, 'ছোট থেকে যোগের প্রতি মেয়ের আগ্রহ রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু বাইরে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে যোগের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই।'

পুলিশের সহযোগিতায় বাড়ি ফেরত

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন দীপঙ্কর সরকার এবং তাঁর স্ত্রী মিতালি সরকার সহ দেড় বছরের শিশু। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধান মেলেনি। অবেশেষে পুলিশের সহযোগিতায় বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন তাঁরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন পরিবারের সদস্যরা। দীপঙ্কর আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডাবুরিপাড়ার বাসিন্দা। গত ২ ফেব্রুয়ারি দীপঙ্কর তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন শ্যালিকা প্রিয়লতার বিয়ে উপলক্ষ্যে। অনুষ্ঠান শেষে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাড়ি ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান তিনজন। ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধের পর বাড়িতে ফিরলেন দীপঙ্কর সহ তার স্ত্রী ও কন্যা। দীপঙ্করের বাবা বিজয় সরকার বলেন, 'ছেলে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাঁর মামার বাড়ি শিলিগুড়িতে ছিল। আমরা খবর পাওয়ার পর ঘটনার কথা পুলিশকেও জানাই। পরে পুলিশের সহযোগিতায় বুধবার শিলিগুড়ি থেকে দীপঙ্কর সহ বৌমা ও নাতনিকে নিয়ে আসি বাড়িতে।'

রক্তদান

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ডিওয়াইএফআই-এর ময়নাগুড়ি-২ লোকাল কমিটির তরফে শহিদ দিলীপ রায়ের স্মরণে ২৫তম রক্তদান শিবির হল ময়নাগুড়ি সাপ্টিবাড়ি বাজারে। জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে একজন মহিলা সহ মোট ৩৭ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে।

দাপুটে শুক্রা বিজেপিতে ফ্লপ

গাঠিয়া চা বাগানের বাবু স্টাফ পদে কর্মরত শুক্রা মুন্ডা নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক। ২০২১ সালে পদ্ম শিবিরে যোগদান করলেও সে বছর বিধানসভায় টিকিট পাননি। তারপরেও বিজেপি তাঁকে কার্যত ব্যবহার করেনি বলেই মত সকলের। খোঁজ নিলেন শুভজিৎ দত্ত।

দলবদলু নেতা

নাগরাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এক সময়ের ডুয়ার্সের আদিবাসী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নাগরাকাটার বিধায়কও হন ২০১৬ সালে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই শুক্রা মুন্ডাই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে জার্সি বদলে নাম লেখান গেরুয়া শিবিরে। যদিও সে যাত্রায় শিকে ছেঁড়েনি। বিধানসভায় বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেনি। বর্তমানে তিনি শুধু দলের রাজ্য কমিটির এগজিকিউটিভ মেম্বার। আশ্চর্যজনকভাবে যে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে উল্কার গতিতে উত্থান সেই চা শ্রমিক সংগঠনের কোনও পদেই তাঁকে বিজেপি রাখেনি। এমনকি দলীয় সাংগঠনিক কাজেও বিজেপিও তাঁকে সেভাবে ব্যবহার করছে না বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। শুক্রা অবশ্য বলছেন, 'দল যেটা ভালো মনে করবে তার ওপর আমার বলার কিছু নেই। যখন যে দায়িত্ব দেবে তা পালন করব।'

তবে শুক্রা যতই রেখেঢেকে মন্তব্য করুন। বিজেপিতে এসে যে তাঁর ঝাঁঝ কমেছে, একথা মনে করছে খোদ এলাকার মানুষই। অথচ তৃণমূলের বিধায়ক থাকাকালীন নাগরাকাটায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনে এই শুক্রারই ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। এজন্য বহু দৌড়ঝাঁপও করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জমিজট কাটাতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেইসঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন নাগরাকাটায় একটি দমকলকেন্দ্র চালুর। এছাড়া উত্তরবঙ্গে এইমস ও সৈনিক স্কুল চালু করা নিয়েও সরব হয়েছিলেন বহুবার। ওই দাবি থেকে অবশ্য এখনও সরে আসেননি বলেই দাবি তাঁর। গাঠিয়া চা বাগানের বাবু স্টাফ পদে কর্মরত শুক্রার কথায়, 'আমাদের দলের এমপি ও এমএলএদের কাছে বিষয়টি নিয়ে দরবার চালিয়ে যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়। উত্তরবঙ্গ যে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই।'

২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া আদিবাসী আন্দোলনের মাধ্যমে একইসঙ্গে উত্থান জন বারলা এবং শুক্রা মুন্ডার। সেসময় তাঁরা অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ব্যানারে বিমল গুরুংদের ডুয়ার্স, তরাই সহ পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের তুমুল বিরোধিতায় নামেন। সেসময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ তাঁদের ডাকে পথে নেমে এসেছিলেন। বিকাশ পরিষদ প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ)-এর চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর ২০১৩-তে শুক্রা তৃণমূলে যোগ দেন। সেসময়ে ঘাসফুল শিবিরের

শুক্রা মুন্ডা।

চা শ্রমিক সংগঠন তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (টিডিপিডব্লিউইউ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন। পরে মোহন শর্মার নেতৃত্বে তৃণমূলের যে আরেকটি চা শ্রমিক সংগঠন হয় সেটির সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব পালন করেন।

বিজেপিতে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে চা বাগান ও শ্রমিকদের জন্য কোনও প্যাকেজ আদায় করতে ব্যর্থ কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সোজাসাপ্টা জবাব, 'চা বাগান নিয়ে টি বোর্ডের অতিসক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার স্টাইপেন্ড, অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসায় সহযোগিতা কিংবা চা বাগানগুলিকে ভরতুকি প্রদানের যে ব্যবস্থা আগে চালু ছিল সেটা কী কারণে বন্ধ হয়েছে জানা নেই। হতে পারে কেন্দ্র সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত।'

ডাকাতির ছক বানচাল

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির আগেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মূলত ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়কে চলাচলকারী লরির ওপর টার্গেট করেছিল তারা। তবে পুলিশ আগাম সতর্ক থাকায় ডাকাতির ছক বানচাল হয়। ধূপগুড়ি ব্লকের নতুন শালবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার রাতে একটি ছোট গাড়িকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হতে তাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গাড়িতে থাকা ওই তিনজনের কথায় অসংগতি পেয়েই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জোর দেয়। তিনজনকে আটক করে ওই গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। গাড়ি থেকে একাধিক ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে লোহার রড,

> পুলিশ সতর্ক থাকায় ডাকাতির ছক বানচাল করা গিয়েছে। নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। অবৈধ কাজে জড়িতদের রেহাই দেওয়া হবে না।
>
> **গেইলসেন লেপচা**
> *পুলিশ আধিকারিক*

ছুরি, হাতুড়ি ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রহিদার আলি, জাকির হোসেন, সানি মহম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা মূলত রাজগঞ্জ ও শিলিগুড়ির এনজেপি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে খবর, সাদা পোশাকে পুলিশ টহল দেওয়ার সময় গাড়িটিকে দেখে সন্দেহ হয়।

এরপরই পিসি (প্লেইন ক্লথ) পার্টি নজরদারি শুরু করে। শালবাড়ি এলাকায় গাড়িটিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পিসি পার্টির পুলিশকর্মীরা। একইসঙ্গে টহলদারিতে থাকা অন্যান্য পুলিশবাহিনীও ঘটনাস্থলে যায়। ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসেন লেপচা বলেন, পুলিশ সতর্ক থাকায় ডাকাতির ছক বানচাল করা গিয়েছে। নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। অবৈধ কাজে জড়িতদের রেহাই দেওয়া হবে না।

ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাসের মদের ঠেক বসার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরই পুলিশ বাড়তি নিরাপত্তা জারি করেছে। তারপরই শালবাড়ির অভিযানটি পুলিশের আগাম নজরে এসেছে। ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। তার নির্দেশেই পুলিশ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, এদিন ধৃত তিনজনের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা নিয়েও খোঁজখবর শুরু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজে ঢিলেমি

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলায় জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজে তেমন সাড়া মিলছে না। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় জলপাইগুড়ি এসে প্রকল্পের কাজ গত ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০ শতাংশ পূরণ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিন মাস কেটে গিয়েছে, এখন প্রকল্পের কাজ জেলায় ৫০.৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুধবার কাজের গতি নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'জেলায় কাজে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে জমি পেতে সমস্যার কারণে প্রকল্পের কাজ এগোচ্ছে না বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি বনাঞ্চল এলাকাতেও জমির এনওসি পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জানিয়েছে।

এছাড়াও বেশ কয়েকটি বরাত পাওয়া এজেন্সি বিভিন্ন সময়ে কাজের ঢিলেমির কারণে কাজ এগোয়নি। বেশ কিছু এজেন্সিকে কাজ করতে ঢিলেমি দেখানোয় কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটিকে শোকজ করা হয়েছে। আবার কয়েকটিকে জরিমানা করেছে দপ্তর। মার্চ, জুন ও জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলিকে নিজ নিজ কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জলস্বপ্ন প্রকল্পে এই মুহূর্তে সরঞ্জাম কিনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, 'কেন্দ্র এই প্রকল্পে প্রাপ্য অর্থ রাজ্যকে দিচ্ছে না। ফলে কাজে সমস্যা হচ্ছে। শুধুমাত্র রাজ্যের অর্থে প্রকল্পের কাজ করতে হচ্ছে।'

সামনেই বর্ষার মরশুমে ফের কাজে সমস্যা হবে বলে দপ্তরের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী জানান। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজে জেলায় দেড়শো ভালভ অপারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। ভিলেজ লেভেল ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে থেকে আরও ভালভ অপারেটরের নাম প্রস্তাব নিয়ে নিয়োগ করা হবে।

প্রকৃতি পাঠ শিবির

চালসা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এই পৃথিবীর রূপ, রং, সৌন্দর্য ওঁরা কেউই দেখতে পারে না। তবে চোখে দেখতে না পারলেও পিছিয়ে নেই তাঁরা। মঙ্গলবার রাতে গান, কবিতা পাঠ করে প্রকৃতি পাঠ শিবিরে সকলকে মুগ্ধ করলেন তাঁরা।

রবিবার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরায় শুরু হয়েছে ৪ দিনের প্রকৃতি পাঠ শিবির। মঙ্গলবার শিবিরের তৃতীয় দিনে রাতে ক্যাম্পফায়ার হয়। সেখানেই দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েরা তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা তুলে ধরেন। একের পর এক গান, কবিতা পরিবেশন করেন। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় একটি নাটকও পরিবেশন করেন তাঁরা। শিবিরে গরুমারার মাহুত ও পাতাওয়ালারাও গান করেন। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও লাটাগুড়ি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, গয়েরকাটা আরণ্যক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সহযোগিতায় ওই প্রকৃতি পাঠ শিবির হয়। বুধবার সকালে শংসাপত্র বিতরণের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি হয়।

ভালো ফলের আশায়।। হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মাজারে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চাল-আটা সাবাড় করল হাতি

নাগরাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফের বামনডাঙ্গা চা বাগানের র‍্যাশন দোকানে হামলা চালিয়ে চাল ও আটা সাবাড় করে গেল দলছুট হাতি। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে। এই নিয়ে র‍্যাশন দোকানটি ৬৭ বার হাতির হামলার শিকার হল। ওই র‍্যাশন দোকানের পাশাপাশি স্থানীয় আরেক ব্যক্তির মুদিখানার দোকানেও হামলা চালায় হাতিটি। স্থানীয় সূত্রের খবর, গরুমারার জঙ্গল থেকে হাতিটি বেড়িয়ে বামনডাঙ্গা চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে চলে আসে। প্রথমে হামলা চালায় এলাকার সুবে এক্কা নামে এক ব্যক্তির দোকানে। এরপর পাশের র‍্যাশন দোকানে গিয়ে শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আধ বস্তা আটা ও ১২ বস্তা চাল খেয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফের হাতিটি জঙ্গলে ফিরে যায়। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'হাতির গতিবিধির উপর নজর রাখছি আমরা।' ক্ষতিগ্রস্ত র‍্যাশন ডিলার বলেন, 'এভাবে কতদিন র‍্যাশন দোকান চালাব জানি না। নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই হামলা আটকানো সম্ভব হচ্ছে না।

মৃত্যুর কারণে ধন্দ

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমপাড়ায়। ঘটনার চারদিন পরেও এলাকায় শোকের ছায়া।

এদিকে, নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। যদিও পরিবারের তরফে এখনও নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

কী ঘটেছিল রবিবার? পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তেরো বছর বয়সি ওই নাবালিকা থাকত ওদলাবাড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আত্মীয়রা মেয়েটিকে তার ধুমপাড়ার বাড়িতে দিয়ে যান। বাড়িতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে সেদিনই সন্ধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। সেদিন সেখানে ময়নাতদন্ত হয়নি। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত হওয়ার পর বিকেলে নাবালিকার দেহ এলাকায় নিয়ে এসে শেষকৃত্য করা হয়। এলাকায় হঠাৎ নাবালিকার মৃত্যুতে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

নাবালিকার মৃত্যুতে শোকের ছায়া।

> পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।
>
> **বিরাজ মুখোপাধ্যায়**
> *আইসি, বানারহাট থানা*

কেন আচমকা নাবালিকার মৃত্যু হল, সেটা তদন্ত করে দেখুক প্রশাসন। নাবালিকার বাবার কথায়, 'আমার বড় মেয়ে বাইরে থাকে। ও বাড়িতে ফিরলে কী করব, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

ধূমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

নদী থেকে বালি তুলে পাচার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এই মুহূর্তে রাজগঞ্জ ব্লকের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনও নদী থেকেই বালি তোলার অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও বালি পাচার চলছে। সক্রিয় রয়েছে একাধিক চক্র। এতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ যে একেবারেই ভিত্তিহীন নয়, সেটা মঙ্গলবার গভীর রাতে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড থেকে চারটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করার ঘটনায় স্পষ্ট। যদিও এনজেপি থানার পুলিশ দাবি করেছে, অভিযানের আগাম খবর পেয়ে ডাম্পার ফেলে চালক, খালাসিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রাতেই ডাম্পারগুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এরপর নম্বর দেখে ডাম্পারগুলির মালিকদের শনাক্ত করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ডাম্পারে এভাবে চলছে বালি পাচার।

এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'রাতে এলাকায় টহলদারির সময় বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। এরপর নথি চাইতে যাওয়ার আগেই ডাম্পার ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক ও খালাসিরা।' পুলিশের সন্দেহ, করতোয়া অথবা সাহু নদী থেকে বালি তুলে ডাম্পারে করে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। সন্দেহ আরও একটা জায়গায় রয়েছে। চারটে ডাম্পার থেকে চালক এবং খালাসিরা একসঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল কীভাবে? একজনকেও ধরা গেল না কেন? এর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি পুলিশের থেকে।

প্রতিক্রিয়া জানতে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এদিকে, ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মণ্ডল জোর দিয়ে বলেছেন, নিয়মিত পদক্ষেপ করা হয়।

তাঁর কথায়, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাই। এর মাঝে রাজগঞ্জ থানায় বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।' তিনি জোর দিয়ে পদক্ষেপের কথা বললেও বালি তোলার কারবারে এখনও যে লাগাম কষা যায়নি, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে রাজগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বালি তোলা হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না সাহু সহ ছোট নদীগুলো। ঘটনায় সরাসরি প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল। তাঁর প্রশ্ন, 'সামান্য ইনসুরেন্সের কাগজ ঠিক না থাকলে বাইক নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। সেখানে প্রশাসনের মদত ছাড়া এত বড় চক্র চলতে পারে কি?'

রাজগঞ্জের মেহেন্দিগছ, করতোয়া বাজার, কালীনগর, ভোলাগঞ্জ, পালপাড়ার মতো এলাকাগুলিতে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। একইভাবে ফাঁড়াবাড়ি, সাহুডাঙ্গি থেকেও বালি তুলছে কারবারিরা।

ছোট্ট তারা

মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির টিয়া মণ্ডল নাচতে ভালোবাসে। আসাম মোড়ে আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে এই খুদে।

টোটোর যন্ত্রণা শহরে

অনীক চৌধুরী ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ঠাসা যাত্রী তুলে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটছে তিনচাকার গাড়ি। টোটোর হ্যান্ডেল থাকছে কখনও আবার 'খুদে' চালকের হাতে। ভারসাম্য হারালেই দুর্ঘটনা একদম নিশ্চিত। বুধবার নেতাজিপাড়ায় ঠিক সেটাই ঘটল। রোড স্টেশন থেকে টোটোয় বাড়ি ফিরছিলেন মানু দাসরা। টোটোটিতে ছিলেন সাতজন যাত্রী। রাস্তায় টোটোর সকার ভেঙে বিপত্তি!

টোটোচালক মন্টু রায় নানা বাহানায় নিজেকে 'ডিফেন্ড' করার চেষ্টা করলেও সমস্যার গোড়ায় সেই অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ। এদিন ওভারলোডেড টোটো করে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মনু দাস বলেন, 'ভালোমতোই আসছিলাম। এর আগেও অনেকবার এতজন মিলেই কচুয়া বোয়ালমারি গিয়েছি। এদিনই এমন হল।'

এর দোসর ওভারটেক, মাল বহন। বিভিন্ন সময়ে ট্রাফিক পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাল পরিবহণ কিংবা ওভারলোডেড টোটো আটক করতে দেখা যায়। কয়েকদিন পর ছাড়া পেয়ে যে-কে-সেই!

সবচেয়ে সমস্যা হয় নাবালক টোটোচালকদের নিয়ে। কিশোর এই চালকদের অনেকে আবার নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও টোটো চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নাবালক টোটোচালকদের দৌরাত্ম্য দেখা গেলেও এদের বিরুদ্ধে তেমন পদক্ষেপ করা হয়নি। শহরবাসীকে একপ্রকার প্রাণ হাতে করে টোটোয় উঠতে হচ্ছে। যে কোনওদিন বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা শহরবাসীর।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'আমরা বৈঠক করে টোটোচালক এবং সংগঠনগুলিকে সতর্ক করেছি। নাবালকদের টোটো চালানো আইনত নিষিদ্ধ। সচেতনতার পাশাপাশি ফের অভিযান হবে।' প্রতিদিন শহরে ছোটখাটো টোটোর দুর্ঘটনা ঘটছেই।

শহরের বাসিন্দা পর্ণা দে'র কথায়, 'আমার মনে হয়, একশ্রেণির মালিক অনেকগুলি টোটো কিনে ভাড়া খাটাচ্ছেন। দূরবর্তী এলাকার টোটোচালকরা পরিচয়পত্র ছাড়া টোটো নিয়ে শহরে ঢুকছেন। এদের মধ্যে অনেকে নেশাগ্রস্ত থাকছেন। এগুলো একদম ঠিক নয়। পুলিশের এগুলো দেখা উচিত।'

শহরের পাঁচ হাজার চালককে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অনেক নাবালকই টোটো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। তাদের আটকানোও যাচ্ছে না। আদরপাড়ার রাজু সাহার বক্তব্য, 'নাবালক এবং কমবয়সিরা টোটো চালানোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেকে বড়দের না জানিয়ে বাড়ির টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।'

এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল জানালেন, তাঁরা আগেই টোটো সংগঠন, পুলিশ এবং প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাঁর কথয়, 'আগামী সপ্তাহে আবারও আমরা এই বিষয়ে বৈঠক করব। নাবালক এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় টোটো চালালে পুলিশকে আইনত ব্যবস্থা নিতে বলা হবে। আর পুরসভা কর্তৃক নম্বর প্লেট দেওয়া টোটো ছাড়া অন্য কোনও টোটো শহরে চলবে না।'

এভাবেই জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তাজুড়ে চলে টোটোর দাপট।

নাবালক চালক

- শহরে নাবালকরা বেরিয়ে পড়ছে টোটো নিয়ে
- কখনও-কখনও তাদের নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও মিলছে
- টোটোয় বাড়তি যাত্রী তোলা একরকম নিয়মে দাঁড়িয়েছে
- এর সঙ্গে টোটোয় পণ্য পরিবহণও চলছে

"আমার মনে হয়, একশ্রেণির মালিক অনেকগুলি টোটো কিনে ভাড়া খাটাচ্ছেন। দূরবর্তী এলাকার টোটোচালকরা পরিচয়পত্র ছাড়া টোটো নিয়ে শহরে ঢুকছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে নেশাগ্রস্ত থাকছেন। এগুলো একদম ঠিক নয়। পুলিশের এগুলো দেখা উচিত।

-পর্ণা দে *পরিচালক, শহরের বাসিন্দা*

ওরা কাজ করে।।

দিন শেষে ঘরে ফেরা। বুধবার দোমোহনিতে। ছবি : শুভদীপ শর্মা

'পুলিনকে চাই' দাবি আরও জোরালো

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শ্রমিক সংগঠনের ব্লক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি শুধু বিষোদ্গারই নয়, 'নেতৃত্বে ফের একবার পুলিনকেই চাই' দাবিতে সরব হল মানাবাড়ি চা বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা কমিটির নেতৃত্ব। এদিকে, সেই বাগানে ক্রমশ জটিল হতে চলা পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই নাগালের বাইরে চলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে দ্রুত হাল ধরতে চলেছেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার। আগামী দু'একদিনের মধ্যেই সাংগঠনিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসতে চলেছেন নকুল সহ শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

গত সোমবার মানাবাড়ি চা বাগানের কাঁটাঘর কমিউনিটি হলে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বাগানের বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের পুত্র অশোক চিকবড়াইকের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা দেখানো হয়। সেইসঙ্গে বাগানের হাল শোধরাতে ও শ্রমিকদের আন্দোলনের দিশা দেখাতে 'পুলিনকে চাই' দাবিতে সরব হয়েছিলেন মানাবাড়ি ইউনিট কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিক প্রজা, রমেশ মিঞ্জ সহ বাগানের শ্রমিকদের একটা বড় অংশ। একসময় তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলানো পুলিন গোলদার গত ২০২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করেছেন। এরপর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে ডুয়ার্সের পশ্চিম প্রান্তের চা বাগানগুলো দেখভাল করছেন মন্ত্রী-পুত্র অশোক। মঙ্গলবার মানাবাড়ি চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের একাংশকে নিয়ে সভাও করেছেন অশোক। সেই সভাতেই 'পুলিনকেই চাই' দাবি তোলা ইউনিট নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তাও দিয়েছেন অশোক। তারপর ২৪ ঘণ্টাও পেরোয়নি। অশোকের সেই কড়া বার্তার তোয়াক্কা না করে বুধবার বাগানের গেট মিটিং থেকে সেই একই দাবি তুলেছেন মানাবাড়ি ইউনিট কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিক প্রজা, রমেশ কুর্মি, সকিলা মাঝি প্রমুখ। তাঁদের দাবি, প্রয়োজনের সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অশোক চিকবড়াইক, মাল ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অর্জুন ছেত্রীদের পাশে পাওয়া যায়নি।

নেতৃত্বের ওপর শ্রমিকদের এমন অনাস্থার কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল। তিনি বলেন, 'এবিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। পুলিন সংগঠন থেকে আগেই পদত্যাগ করেছেন। তিনি যদি সংগঠনে থাকতেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি মানাবাড়ির শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' আর ফোন না ধরায় এদিন চেষ্টা করেও অশোকের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বুধবার দুপুরে মানাবাড়ি চা বাগানে গেট মিটিংয়ে শ্রমিকরা।

"এবিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। পুলিন সংগঠন থেকে আগেই পদত্যাগ করেছেন। যদি সংগঠনে থাকতেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি মানাবাড়ির শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাংগঠনিক স্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

-নকুল সোনার *চেয়ারম্যান, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন*

নির্বিঘ্নেই জীবনবিজ্ঞান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলায় বুধবার নির্বিঘ্নেই শেষ হল মাধ্যমিকের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র নিয়েও পরীক্ষার্থীদের কোনও অভিযোগ ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, খুব সহজ বা কঠিন নয় বরং বেশ ভালো মানের প্রশ্ন হয়েছে। শিক্ষকরাও জানিয়েছেন, সময়োপযোগী প্রশ্নই করা হয়েছে। পাঠ্যবই ভালো করে পড়া থাকলে উত্তর লিখতে কারও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আগের পাঁচটি বিষয়ের মতো জীবনবিজ্ঞানেও বাস্তবিক প্রয়োগধর্মী কয়েকটি মাল্টিপল চয়েস টাইপ ও ছোট প্রশ্ন এসেছে।

জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষা কমিটি জানিয়েছে, জেলার কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। তবে, এদিন জেলায় মোট সাতজন পরীক্ষার্থী হাসপাতালের বেডে থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ থেকে, দুজন ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পরীক্ষা দিয়েছে। অন্যদিকে, আরও একজন মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও একজন হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এদিনের পরীক্ষা দেয়। প্রত্যেকের পরীক্ষাই মসৃণভাবে শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা রয়েছে। এই বিষয়টি হয়ে গেলেই মূল সাতটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

ওদলাবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বাগ্রাকোটে বৈঠকে বসলেন আদিবাসী গোর্খা যৌথ কমিটির (আগোসাস) সাগন মোক্তান, আদিবাসী সমাজের পরিচিত মুখ রাজেশ লাকড়া, চন্দন লোহার প্রমুখ। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান, দাবি আদায় সহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতিতে এই বৈঠক।

বৈঠকে চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টা প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ জমির মালিকানার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ফ্রি হোল্ড করে পর্যটনের প্রসারে ব্যবহারের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

আগামীদিনে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে চা বাগান ও বাগানবাসীদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সাগন জানিয়েছেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম নান্টু ছেত্রী। তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহানি রেল কলোনি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধ্যায় নান্টুর ছেলে খেলাধুলো করে এসে বারান্দায় লাইট জ্বালাতে গিয়ে দেখতে পায় কলের পাড়ে টিনের শেডের কাঠের বাটামে তার বাবার ঝুলন্ত দেহ। তার চিৎকারে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশেও। পুলিশ নান্টুকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাগুড়ি থানা সূত্রে খবর, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পোনা বিলি

মালবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার মাল ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবীদের মাছের পোনা বিতরণ হল। এদিন মাল পঞ্চায়েত সমিতির তরফে মাল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রায় তিন কুইন্টাল মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে মৎস্যজীবীদের। উপস্থিত ছিলেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলম প্রমুখ।

সব কাজই হচ্ছে হবে...

বানারহাট ব্লক ঘোষণার তিন বছর পার হয়ে গেলেও উন্নয়নের ছোঁয়া নেই এলাকায়। পথবাতি হোক কিংবা ডাম্পিং গ্রাউন্ড সব নিয়েই অভিযোগ রয়েছে। সমস্যা সমাধানে কী করেছেন বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি গোপাল মণ্ডল

জনতার চার্জশিট

বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রবিকা বিশ্বকর্মা
প্রধান, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : বানারহাটে প্রধান সমস্যা যত্রতত্র আবর্জনা। দুর্গন্ধে রাস্তাঘাটে নাক ঢেকে যেতে হয়। এখনও এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হল না কেন?

প্রধান : আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে তোতাপাড়া চা বাগানে। কিছু সমস্যার জন্য কাজটি বন্ধ রয়েছে। কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : বানারহাটে জলস্বপ্ন প্রকল্পে পানীয় জলের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় বাসিন্দারা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। পাশাপাশি চা বাগানগুলিতে জলসংকট রয়েছে। কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : পানীয় জলের কাজ চলছে। কিছু এলাকায় কাজ শেষের পথে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

জনতা : এলাকার ৫টি চা বাগানের রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই মুশকিল। এনিয়ে কী ভেবেছেন?

প্রধান : রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিছু রাস্তা হয়েছে। আরও কিছু কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা হবে। টেন্ডার হয়ে গেলে অনেকটা সমস্যা মিটবে।

জনতা : বানারহাটের কলোনি এলাকায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। বাধ্য হয়ে সকলকে ঘুরপথে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে হয়। এতে টাকাও লাগে অনেকে। কেন এখনও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরিতে পদক্ষেপ করা হল না?

প্রধান : এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রয়েছে। সমস্যা সমাধানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিঠি করব।

জনতা : বানারহাটের চা বাগানগুলিতে হাতির করিডর রয়েছে। সন্ধ্যার পর বাগানের শ্রমিক মহল্লায় হাতির হানা লেগেই আছে। কিন্তু রাস্তাগুলিতে পর্যাপ্ত পথবাতির ব্যবস্থা নেই। সমস্যা সমাধানে কী করেছেন?

প্রধান : আমরা বানারহাট এলাকা সহ বাগানের কিছু লাইনে পথবাতি লাগিয়েছি। তবে আরও লাইটের প্রয়োজন। সেগুলির ব্যবস্থা হলেই ফের কিছু লাইট লাগানো হবে।

জনতা : এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। বর্ষাকালে নালার জল ঘরে ঢোকে। অপরিকল্পিতভাবে নিকাশিনালা তৈরি করাতেই সমস্যা। এই নিয়ে ভবিষ্যতে কী পরিকল্পনা রয়েছে?

প্রধান : কিছু নালা আগের থেকে তৈরি থাকায় সেগুলি ভাঙা সম্ভব নয়। তবে সেগুলো কাজে লাগাতে কিছু মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। সেটার কাজ হলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে।

জনতা : বানারহাটে টোটোর দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। তার ওপর নেই স্থায়ী পার্কিং জোন। পার্কিং জোন তৈরিতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

প্রধান : টোটো নিয়ন্ত্রণে টোটোর ইউনিয়নকে নিয়ে আলোচনায় বসব। স্থায়ী পার্কিং জোন তৈরিতে পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে। পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তবু চেষ্টা করা হবে।

একনজরে

ব্লক : বানারহাট
পঞ্চায়েত সদস্য : ৩০
জনসংখ্যা : ১৫,৭৪২ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)

কণ্ঠস্বর চুরি করে প্রতারণা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : একদল গবেষকের মতে, মাতৃগর্ভে থাকার সময়ই ভ্রূণ শিখে যায় তার বাবা-মায়ের স্বরভঙ্গি। এক-এক ভাষায় যে এক-একরকম টান আছে, নবজাতকের কান্নার মধ্য দিয়েও নাকি তার প্রকাশ ঘটে। মাতৃগর্ভ থেকেই যে কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি তা চুরি করে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। বুধবার সিআইআই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজি ডিফেন্ড ২০২৫' সংক্রান্ত আলোচনায় সাইবার অপরাধীদের কণ্ঠস্বর চুরি নিয়ে বিপদের কথা শুনে প্রমাদ গুনছেন অনেকেই।

'শমিতাভ' সিনেমায় লাইভ ভয়েস ট্রান্সফার টেকনলজি ব্যবহার করে অমিতাভের কণ্ঠস্বরে কথা বলেছিলেন বোবা দানিশ। অনেকটা সেই কায়দাতেই চুরি হচ্ছে আমজনতা থেকে ভিআইপি সকলের কণ্ঠস্বর। টাকাপয়সা বা গয়না চুরির কথা সকলেরই জানা। সুকুমার রায়ের দৌলতে গোঁফ চুরির কথাও শুনেছেন বাঙালিরা। কিন্তু কণ্ঠস্বর চুরির ব্যাপারটা ঠিক কী?

অসরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ অ্যান্টি হ্যাকিং-এর কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, প্রতিদিন নানা আঙ্গিকে রিলস বানাতে গিয়ে ভিডিওর সঙ্গে প্রসঙ্গ বর্ণনা করে দেওয়া হয় কণ্ঠস্বর বা ভয়েসওভার। সেই কণ্ঠস্বরই চুরি করছেন অপরাধীরা। চুরির পর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতারণার কাজে। ডিজিটাল অ্যারেস্ট, বিপদে টাকা চেয়ে পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের ফোন কল ইত্যাদি নানাভাবে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে চুরি করা কণ্ঠস্বর। তাই যখন-তখন সামাজিক মাধ্যমে কণ্ঠস্বর ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন সন্দীপ। তাঁর কথা, 'চুরির কণ্ঠস্বর হুবহু এক হওয়ায় তা আসল ধরে নিয়ে সহজেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন বহু মানুষ।'

নকল কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বড় ব্যবসায়ীদেরও টার্গেট করছে সাইবার অপরাধীরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিলিগুড়িকে ঘাঁটি করেই প্রতারণার ফাঁদ পাতছে জামতারা গ্যাং। নকল কণ্ঠস্বর ছাড়াও বড় সংস্থার ওয়েবসাইট হ্যাক রুখতেও নানা পরামর্শ দেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

চাকরির নামে টাকা তোলার অভিযোগ

মালবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মাল ব্লকের তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। অভিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী স্থানীয় একটি সুসংহত শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের কর্মী। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আশপাশের বহু মহিলা ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের থেকে বিভিন্ন অছিলায় অর্থ সংগ্রহ করেছেন অভিযুক্ত। এমনই অভিযোগ তুলেছেন বিউটি খাতুন, আইনুল হক, মোমিনা খাতুন, রেজিনা হাসানরা।

তেশিমলার বাসিন্দা আমজার আলি বলেন, 'সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অর্পিতা ভৌমিক এবং তাঁর স্বামী প্রদীপ ভৌমিক। আর এই কাজে বাবা-মায়ের যোগ্য সঙ্গ দিয়েছে পুত্র সৌম্যদীপ ভৌমিকও।'

বেশ কয়েকদিন ধরে মালবাজার শহর থেকে বেপাত্তা ভৌমিক দম্পতি। সম্প্রতি ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অভিযুক্ত পরিবারের ছবি সহ বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়ে পোস্ট করা শুরু করেছেন অনেকেই। তবে এখনও এবিষয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানিয়েছেন মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ। তিনি বলেন, 'অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আইসিডিএস দপ্তর সূত্রে খবর, বেশ কিছু মাস যাবৎ কাজে অনুপস্থিত সেই অভিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাই তাঁর বেতনও বন্ধ করা হয়েছে। অভিযুক্ত সেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

নজরদারি বাড়াল প্রশাসন

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'দালালদের দাপটে অতিষ্ঠ রোগীরা' শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। আর তারপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এসডিপিও গিলসেন লেপচা নিজেই হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদারকি শুরু করেন। এসডিপিও বলেন, 'পুলিশ সতর্ক রয়েছে। কোনও দালালচক্রকে বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যে হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। তাঁরা নজরদারি শুরু করেছেন। বুধবার ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে সমস্ত ওষুধের দোকানদারদের ডেকে সতর্ক করা হয়েছে।'

ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে দালালচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি রোগীর আত্মীয়দের হাত থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে নিজের দোকানে নিয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশ হয়। তাতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। হাসপাতাল চত্বরে বাড়তি নজরদারি শুরু করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। মূলত পুরো বিষয়টি এসডিপিও তদারকি করছেন বলে খবর।

ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য

ক্রান্তি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আগুনে বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সাহায্য পেল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। মঙ্গলবার বিধ্বংসী আগুনে কোদালকাটি গ্রামের সোফিয়ার রহমানের বাড়িটি পুড়ে যায়। কয়েকদিন পরেই তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের সমস্ত গয়নাও আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে এবং বুধবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব রায় এবং ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়। আগামীদিনেও তাঁরা দুজনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।

জাতীয় সড়কে পরপর দুর্ঘটনায় বাড়ছে শঙ্কা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মাঝে রাজগঞ্জ ব্লকের ৩১ডি জাতীয় সড়কে গত দুই মাসে ছোট-বড় ৩০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে চার তরুণের। সেইসঙ্গে গুরুতর চোটও পেয়েছেন বেশ কয়েকজন।

কিন্তু প্রায় একই জায়গায় পরপর এতগুলো দুর্ঘটনা ঘটার কারণ কী? জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি। শীতকালে ঘন কুয়াশায় জাতীয় সড়কের ধারে থাকা মোটর গ্যারাজ এবং হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি দেখতে পাননি চালকরা। ফল, মৃত্যু কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হওয়া। এভাবেই ওই জায়গায় মৃত্যু হয়েছে রাজগঞ্জের বাসিন্দা বিকাশ সোনার, ভোলাপাড়ার বাসিন্দা দিলওয়ার হোসেন, ফাটাপুকুরের বাসিন্দা মৃন্ময় বর্মন এবং ঋষিকেশ বর্মনের। এই বিষয়ে পুলিশ 'আমরা দেখছি' বলে বিষয়টি সাফাই দিলেও এলাকার মানুষ পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতির কথা বলেছেন।

রবিবার ছুটির দিনেও বন্ধুনগরে ৩১ডি জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল বড় বড় কনটেনার। বন্ধুনগরের সীতাগুলির বাসিন্দা নুরুল ইসলাম বলেন, 'মাসখানেক আগে বন্ধুনগরে এক তরুণ কর্মস্থলে যাওয়ার সময় একটি গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারেন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। রাস্তার ওপর এই গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত, জাতীয় সড়ক থেকে গাড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়া।'

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অহিদার রহমানের অভিযোগ, ফোর লেনের জাতীয় সড়ক হয়েইছে দুর্ঘটনা রোখার জন্য। সেখানে রোজই কোনও না কোনও ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে একের পর এক বড় গাড়ি, কনটেনার। শীতের সময় কুয়াশার কারণে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোকে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন না গাড়ি এবং বাইকের চালকরা। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে পুলিশের আরও তৎপর হওয়া উচিত বলে দাবি তাঁর।

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত অবশ্য আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোকে নিয়ে পুলিশ মাঝেমধ্যেই পদক্ষেপ করে। এই পদক্ষেপ যেন লাগাতার করা হয়, সেটা দেখা হবে।'

বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, আমাদের এলাকায় আমরা বিষয়টির ওপর নজর রেখেছি।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কের ধারে একটি গ্যারাজ।

নেপথ্যের কারণ

- জাতীয় সড়কের ধার ঘেঁষে রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্যারাজ এবং হোটেল
- সেগুলোর সামনে দাঁড় করানো থাকে গাড়ি, কনটেনার
- কুয়াশায় সেসব ঠাহর করতে না পেরে গাড়িচালকরা সেখানে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনা ঘটে
- গত দুই মাসে চার তরুণের মৃত্যু হয়েছে ওই এলাকায়

ধুন্ধুমার

মহাকুম্ভের অপমান, মাদ্রাসা বাজেট ও সরস্বতীপুজো নিয়ে রাজ্য সরকারের বাধার প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভার গেটে আচমকা বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি।

দময়ন্তীকে ছাড়

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে সিপিএম নেতা দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রীর খুনের মামলা থেকে আইপিএস আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

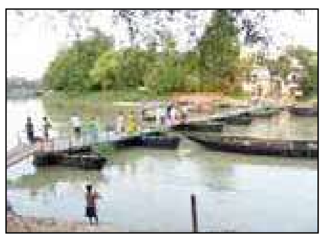

ঘাটালে বিপত্তি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে দাসপুরকে ডোবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সেখানকার চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে সর্বত্র তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে।

পরিবারের তিনজনের শিরাকাটা দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সকালে ট্যাংরায় হাতের শিরাকাটা অবস্থায় এক পরিবারের দুই মহিলা এবং এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। আবার এদিনই ওই পরিবারের তিন তরুণ ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে মেট্রোর পিলারে গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারায় জখম হন। যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ দমন) রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তাঁরা ৬ জনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। মৃত মহিলাদের নাম রোমি দে ও সুদেষ্ণা দে। একজনের নাম জানা যায়নি। আহত দুই ভাইয়ের নাম প্রণয় দে ও প্রসূন দে। ইতিমধ্যেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছেন। জখমরা সুস্থ হওয়ার পর পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

বাকি ৩ সদস্য দুর্ঘটনায় জখম

যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বলেন, 'আর্থিক সমস্যার কারণেই পরিবারের সবাই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে মনে হলেও সেই দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, পাওনাদার তাঁদের বাড়িতে এসে টাকার জন্য চাপ দেন। এই নিয়ে তাঁরা মানসিক চাপে ছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, 'ওই পরিবারকে আমি চিনতাম। তাঁদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। অত্যন্ত ভদ্র পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করেন। তাঁদের কোনও আর্থিক সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই।' পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের দুই মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। সেই কারণে তাঁরাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুলিশ প্রাথমিকভাবে জেনেছে, গাড়িতে তাঁদের সিট বেল্ট বাঁধা ছিল। কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তিনি সিট বেল্ট বাঁধবেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জীবিকার খোঁজে সন্তান ফেলে সুন্দরবন ত্যাগ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ভাঙাচোরা বাড়িটার দরজা খুলে সভয়ে বেরিয়ে এল শ্যামলী বাগদি। অচেনা লোক দেখে মলিন ছেঁড়া পোশাকের ওপর গামছাটা চাপিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে করতেই ওই কিশোরী প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বলুন?' বাড়িতে বড়রা কেউ নেই? করুণ মুখে শ্যামলী বাগদি (নাম পরিবর্তিত) জানাল, 'বড়রা তো কেউ এখানে থাকে না। সবাই থাকে দিল্লিতে। সেই যে ঝড়টা এল, তাতে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। জমিতে আর ফসল হয় না। তাই ভাইকে নিয়ে বাবা-মা চলে গেল দিল্লিতে।' করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্যামলী বলে চলে, 'বাড়িতে আমি একাই থাকি। বছরে একবার সবাই আসে। মাসখানেক থাকে। তারপর আবার ফিরে যায়। আমি কত করে বলি, আমাকে নিয়ে যায় না।'

শ্যামলীর বাড়ি গোসাবায়। তবে শ্যামলীর কাহিনী কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোসাবা, পাথরপ্রতিমা সহ গোটা সুন্দরবনের 'কহানী ঘর ঘর কি'। সম্প্রতি সুন্দরবনের গোসাবা ও পাথরপ্রতিমায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু সুরক্ষার ওপর তার প্রভাব' নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'তেরে দে হোমস'। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক করুণ ছবি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনে একের পর এক আছড়ে পড়েছে 'সিডার', 'আয়লা', 'ফাইলিন', 'হুদহুদ', 'ফণী', 'বুলবুল', 'আমপান', 'ইয়াস'-এর মতো সুপার সাইক্লোন। ভয়ংকর ধ্বংসলীলার জেরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ভেঙেচুরে গিয়েছে সেখানকার অর্থনীতি-রুটিরুজি। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এই ধ্বংসলীলার জেরে শয়ে-শয়ে মানুষ গত এক দশকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র

চলে গিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, মাত্র সাত শতাংশ পরিযায়ী মানুষ তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। বাকিরা গিয়েছেন তাদের ফেলে রেখেই। ৯০ শতাংশ বাসিন্দাই জানিয়েছেন, রুটিরুজির সন্ধানে সুন্দরবন ছেড়ে মানুষজন অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। বুধবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনাচক্রে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এভাবে বহু বাবা-মা সুন্দরবনে ছেলেমেয়েদের রেখে ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র গিয়েছেন। সেই ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারা। ওই আলোচনাচক্রে পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ও সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ নেন। শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানান। কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক আলোচনায় অংশ নেন।

শংকরকে আর্জি মানসের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে দিল্লিতে দরবার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ভুটান থেকে আসা নদীই মূলত দায়ী। সেই কারণেই ভারত-ভুটান নদী কমিশন গড়া প্রয়োজন। বুধবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার জন্য এদিন বিজেপি বিধায়কদেরও আবেদন জানান মানসবাবু। দ্রুত যাতে এই কমিশন গঠনের পদক্ষেপ শুরু হয়, সেই কারণে খুব শীঘ্রই বিধানসভার একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল যাতে দিল্লিতে যায়, সেই অনুরোধও করেন তিনি। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করায় প্রতিনিধিদল পাঠানো যাচ্ছে না বলে সেচমন্ত্রী জানিয়েছেন। যদিও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ তার বিরোধিতা করে বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে যিনি বিজেপির তরফে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অনৈতিকভাবে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হলে তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারেন।'

> সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

যদিও শংকরবাবুর সাসপেনশন সংক্রান্ত বক্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণীতে না রাখার নির্দেশ দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শংকর ঘোষের উদ্দেশে বিমানবাবু বলেন, 'সাসপেনশন প্রত্যাহারের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করতে বলুন।' এদিন বিধানসভায় রাজ্যের নদীভাঙন নিয়ে বিধায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ফালাকাটা ব্লকের গোয়াবরনগর পঞ্চায়েতের প্রমোদনগর এলাকায় ডুডুয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চান। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠন নিয়ে বিধানসভায় সিদ্ধান্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এখনও দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো গেল না।' মানসবাবু বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন খুবই প্রয়োজন। তাহলে উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হবে। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করব।'

বিধানসভায় তখন শোভনদেববাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।' তখন শংকরবাবু বলেন, 'এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই নিতে পারেন।' শোভনদেববাবু এর বিরোধিতা করে বলেন, 'আপনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া দুই দেশের মধ্যে এই কমিশন গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা সহযোগিতা করছেন না। আপনারা এগিয়ে আসুন।' তবে প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি শংকর ঘোষ। শোভনদেববাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বিজেপি বিধায়করা কক্ষত্যাগ করেন।

দক্ষ সংগঠক খুঁজছে সিপিএম

তরুণ মুখ আনার ভাবনা নয়া কমিটিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন। সেখানেই নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা নিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখছে আলিমুদ্দিন। সিপিএমের সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টি দলের অন্দরেই চর্চিত। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নিজস্ব সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের জায়গা দেওয়ার বিষয়েই চিন্তাভাবনা করছেন শীর্ষ নেতারা। রাজ্য কমিটিতে নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধন, অভিজ্ঞতা ও দক্ষ সংগঠকের নিরিখে সদস্যদের ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনবরত কাজ করে চলেছেন, অথচ রাজ্য কমিটিতে নেই, তেমন একাধিক তরুণ মুখ যুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে আলিমুদ্দিন।

সিপিএমের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য কমিটিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৭২ বছর। ন্যূনতম ২৫ বছর হলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। সেই স্থানে নতুন সদস্যদের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমঘ্নরাজ ভট্টাচার্য, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-কে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আগের তুলনায় এবছর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই দলের অন্দরে চর্চা চলছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন এই রাজ্য কমিটির ভিতই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তাই যাঁদের সংগঠনে জোর রয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারবেন, তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। আগেই রাজ্য কমিটিতে সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীকউর রহমান, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সায়নদীপ মিত্রর মতো তরুণ মুখেদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। দলের শীর্ষনেতাদের গুডবুকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নির্ধারণ করেই জায়গা দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

> **লক্ষ্য ভোট**
>
> - এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন
> - যাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে
> - দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত প্রমুখকে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা

সিপিএমের বিভিন্ন খসড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে তারা নির্বাচনি সমঝোতায় যেতে আর রাজি নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের দিক থেকেও সেই সদিচ্ছা নেই। ফলে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হলে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে একক শক্তিতে লড়তে হবে সিপিএমকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লড়াই চতুর্মুখী হতে পারে। তাই অন্তত কয়েকটি স্থানে তাদের ভোট শতাংশ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন সাংগঠনিক শক্তির। তাই দলীয় নেতারা মনে করছেন, যে নেতা জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত থাকবেন এবং কোন স্থানে মূল প্রতিপক্ষ কে তা চিহ্নিত করে সংগঠন শক্তিশালী করতে জোর দিতে পারবেন, এমন সদস্যদেরই বেছে নেওয়া হবে। সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে লড়াই করার সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। তাই দক্ষ সংগঠক প্রয়োজন। তরুণদের এগিয়ে আনলেই তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

আজ টিভিতে

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৫.৫৫ রমেডি নাউ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ যুদ্ধ, ১.০০ স্বপ্নের দিন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.০০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ১০.০০ স্বপ্ন, ১২.৩০ পাকা দেখা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ লভ এক্সপ্রেস, ১০.৫৫ ঘাতক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, দুপুর ২.০২ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৩ দ্য রিটার্ন অফ রাজু, সন্ধে ৭.৩০ তুম্বাড়, রাত ৯.২৭ স্পাইডার

জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৭ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ পিণ্ডম, রাত ৮.৫৫ হিম্মতওর, ১১.৫১ মধুরা রাজা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৯ চলো দিল্লি, দুপুর ১.১১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ২.৫৫ লভ হস্টেল, বিকেল ৪.৩২ মিলি, সন্ধে ৬.৪০ উরি- দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ৯.০০ বস্তর-দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ হোটেল মুম্বই

লভ এক্সপ্রেস রাত ৮.০০ জলসা মুভিজ

গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি দুপুর ২.৪৭ জি সিনেমা

শুভ মঙ্গল সাবধান দুপুর ১.১১ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

রমেডি নাউ : সকাল ৯.৪০ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, বিকেল ৪.২৫ পেনেলোপ, ৫.৫৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, সন্ধে ৭.৪০ ব্রেকিং আপ, রাত ৯.০০ সিক্স ডেজ, সেভেন নাইটস

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.১০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, বিকেল ৩.৫৫ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ৫.২০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৬.৫০ রকি-ফোর, রাত ৮.৪৫ ডাই অ্যানাদার ডে, ১০.৫০ রেসিডেন্ট ইভিল

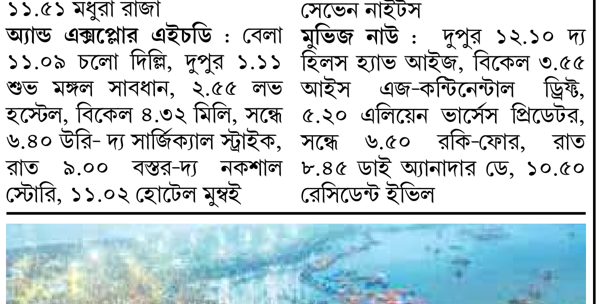

ইনসাইড : দ্য মহাকুম্ভ বিকেল ৫.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলোধোনা আদালতের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যের পর শিক্ষা। এবার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এভাবে কড়া পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করেছিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। তিনি বলেন, 'কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের এবার কিছু করা দরকার'।

বহু বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিকভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলের ওপর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা হতে পারে না। রাজ্য অর্থ বরাদ্দ করে না বলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।' বিচারপতি বলেন, 'সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না। কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? সেখানকার পুরো মেকানিজম দেখা উচিত। কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? রাজ্য বিল এনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' অযথা ফি বৃদ্ধি নিয়ে বিচারপতি বলেন, 'ঘোড়া বা উটের দৌড় শেখানো হলেও একটা সাধারণ ফি রাখা উচিত। অনেক স্কুলে এটা বাড়তি আয়ের জায়গা। রাজ্য চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।'

আজকের দিনে শিকাগো ধর্মমহাসভা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার উদযাপনে শিয়ালদা থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত র‍্যালির আয়োজনে রামকৃষ্ণ মিশন। ছবি : আবির চৌধুরী

ইমারতি দ্রব্যে নজরদারির নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে বলেও এবারের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে উপভোক্তারা যাতে ইমারতি দ্রব্য কেনার সময় সমস্যায় না পড়েন, সেদিকে নজর রাখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে প্রায় সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ইমারতি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে পারেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের এই উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয়, সেদিকে প্রশাসনের কর্তাদের এখন থেকেই নজর রাখতে হবে। ব্লক স্তরে বিডিওরা মনিটরিং করবেন। সার্বিকভাবে জেলা শাসকরা পুরো বিষয়টি দেখবেন।'

সহপাঠীর ঘুসিতে মৃত্যু ছাত্রের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ছয় মাস আগে মেয়েকে হারিয়েছিলেন। এবার ছেলের মৃত্যুতে কোল খালি হল বাবা-মায়ের। সহপাঠীর মারে হুগলির চাপদানি আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিনব জালানের মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুর ১টায় স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয়। শেষে তা হাতাহাতিতে পৌঁছোলে অভিনবকে বুকে ঘুসি মারে আর এক সহপাঠী। তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অভিনব। তাকে শিক্ষক ও স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুল চত্বরে ঘটনার পর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। অভিযুক্ত সহপাঠীকে আটক করেছে পুলিশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তিনি অন্য স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান। মৃতের বাবার প্রশ্ন, শিক্ষকরা ওইসময় কোথায় ছিলেন?

ক্লাস নিতে দায়িত্ব শোভনদেবকে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় নব্য বিধায়করা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে পারেন, তার জন্য বাজেট অধিবেশন শেষে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পরিষদীয় বৈঠকে নতুন বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি প্রশ্ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সরকারপক্ষ বিব্রত হবে এমন প্রশ্ন যাতে বিধায়করা না করেন, সেই সতর্কতাও দিয়েছেন মমতা। এই ব্যাপারে বিধায়কদের রীতিমতো ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

ইতিমধ্যেই দলের নতুন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ টোপ্পো, মোশারফ হোসেন, সুকান্ত পাল সহ কয়েকজন বিধায়ক রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তব্য রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগে এই বিধায়কদের আরও পরিষদীয় রাজনীতি নিয়ে শিক্ষা দিতে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধায়করা তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা পরিষদীয় রাজনীতিতে নতুন এসেছেন, তাঁরা সব শিখে এসেছেন, এটা বলা যায় না। এই কারণে পরিষদীয় রাজনীতির খুঁটিনাটি তাঁদের শেখানো হবে যাতে আগামীদিনে তাঁরা তাঁদের এলাকার সমস্যা আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন।'

তবে অদিতি মুন্সি, লাভলি মৈত্রর মতো কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভায় নিয়মিত হাজির হলেও তাঁরা সেভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন না। তাঁরা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তাঁদের কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে শোভনদেবের পাশাপাশি সিনিয়ার বিধায়কদের থেকে পরামর্শ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। প্রেমে শুভ। বৃষ : দিনের শুরুতে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। মিথুন : অপরিচিত কোনও লোকের মিষ্টি কথায় ভুলে টাকাপয়সা দেবেন না। বাড়ি, কেনাবেচা নিয়ে মিমাংসা হতে পারে। কর্কট : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। সিংহ : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। জটিল কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হবেন। আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুলা : কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পড়ুয়াদের বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : আর্থিক কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। মকর : ব্যবসাক্ষেত্রে আজ অভূতপূর্ব সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : স্ত্রীর সহযোগিতায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পারেন। তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মীন : বাড়ির কোনও বিষয় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৭ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি অধিক, ২১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১২, অঃ ৫।৩১। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৪৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১০।৫৪। ধ্রুবযোগ দিবা ৯।২৮। ববকরণ প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৩৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৫৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪১ গতে ৫।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৫৪ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে পুনঃ দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ বৃক্ষাধিরোপণ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।৩১ গতে রাত্রি ৯।১৯ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।২৬ গতে ১১।৫১ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১।২৭ গতে শেষরাত্রি ৬।১১ মধ্যে বৃশ্চিক ধনু মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও শাকাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১

ধর্মের কল

স্বাধীনতার পর থেকে অন্য রাজ্যে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম বা জাতপাত কখনও রাজনীতিতে তেমন অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। বরং এ রাজ্যে মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতির চর্চাই ছিল বেশিদিন। সে বামপন্থী বা অতিবামপন্থী, মধ্যপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী যাই মতাদর্শ হোক না কেন। ভোটাররাও তাতে প্রভাবিত হয়েছেন এবং মতাদর্শকে সমর্থনের ভিত্তিতে ভোট দিয়েছেন।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সবথেকে বেশি আলোচনায় থাকত। মতাদর্শ নির্ভর রাজনীতির পরিবেশ ও চর্চা ছিল বলেই বাঙালি ভোটারদের সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন শব্দবন্ধটি বহুল ব্যবহৃত হত। সেই বাঙালির রাজনৈতিক চর্চা যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে, তার যেন সদ্য স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়।

রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একের পর এক অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিজের হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ পরিচয়কে হাতিয়ার করেছেন, তাতে পরিষ্কার, ধর্মের কল বাংলাতেও নড়তে শুরু করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে গোবলয়ের ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণ আকছার হয়ে থাকে।

বিজেপি এবং আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলার নামে কংগ্রেস ও 'ইন্ডিয়া' জোটের কয়েকটি দলের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের তাস খেলা ইদানীং আকছার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মেরুকরণ মাথাচাড়া দিয়েছে গত এক দশক ধরে। কিন্তু কখনও তা মাত্রা ছাড়ায়নি। বিধানসভায় সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কিন্তু বাংলার আকাশেও মেরুকরণের কালো মেঘ ঘনীভূত হওয়ার বার্তা স্পষ্ট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার লক্ষ্যে বলেছেন, তিনি সব ধর্মকে সম্মান করেন। বিজেপি বরং রাজনীতির নামে ধর্মকে বিক্রি করছে বলে তিনি তোপ দেগেছেন। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে মৃত্যুকুম্ভ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। বিজেপির সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগের জবাবে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, তারাপীঠে সংস্কার, দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাটে স্কাইওয়াকের মতো হিন্দু ধর্মীয় স্থানে উন্নয়নের ফিরিস্তিতে তাঁরও হিন্দুত্বের বার্তা ফুটে উঠেছে।

তাঁর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নালিশ জানাবেন বলেছেন। বিরোধীরা অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারলে তিনি একদিনে মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। মমতার পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণের সিংহভাগ জুড়ে শুধুই ধর্ম। তাঁর অভিযোগ, তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে হিন্দুসমাজকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে হিন্দু ধর্মের কথার প্রাধান্যে তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন বলে বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে সেই মেরুকরণেরই প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পরিমণ্ডলে এই ধর্মীয় মেরুকরণে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি নাগরিক সমাজ সিঁদুরে মেঘ দেখছে। বিজেপি, আরএসএস বুক ঠুকে হিন্দুত্বের রাজনীতি করে। সারা দেশেই তাদের ফর্মুলাটা মোটের ওপর একরকম।

রাজ্যভেদে কিছু অদলবদল থাকলেও হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিজেপি ও আরএসএসের অবস্থান অভিন্ন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রায়ই বলেন, দেশে দুটি বিচারধারার লড়াই চলছে- একদিকে আরএসএসের মতাদর্শ, অন্যদিকে কংগ্রেসের মতাদর্শ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা ক্রমশ কমছে।

'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সংহত করার ঘোষণা নিয়ে। তৃণমূল সেই জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীও ধর্মের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিলেন। পারিবারিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা ও অনুশীলন প্রকৃত রাজধর্ম পালন হতে পারত। বদলে শুভেন্দুর দাবিমতো তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললে আখেরে ধর্মের রাজনীতির কারবারিদেরই লাভ।

বাঙালির কাছে ধর্ম বা জাতপাতের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল বাঙালি জাতিসত্তা। সেই জাত্যভিমানের বদলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ঠাঁই অনাকাঙ্ক্ষিত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

বাংলা ভাষা, বঙ্কিম এবং রাজনারায়ণ

ভাষা দিবসের মুখে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অনেকে। মিশ্র সংস্কৃতির জাতি বাঙালির আত্মমর্যাদা ফেরাতেই হবে

ইমানুল হক

১

একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার অর্থনীতিকে। অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার শিক্ষাকে। শিক্ষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার ভাষাকে। ভাষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আর জাতিকে জাগাতে হলে জাগাতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আত্মমর্যাদা জাগলে বিকশিত হয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি। আর এ সবের পরিণতি জাতির নব-উজ্জীবন।

একটা ধারণা বহুলপ্রচলিত, বাঙালি জাতি ভীতু। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে? বাঙালি কি সত্যিই ভীতু? বাঙালির কোনও গৌরবজনক ইতিহাস নেই? ইংরেজ না এলে কি তার উন্নতি হত না? উনিশ শতক কি বাঙালির সর্বস্ব, না সর্বনাশ? এমন বহু কথা উঠে আসে বহু আড্ডা আলোচনা তর্কে। বাংলা, বাঙালি, বাঙালির জাতিসত্তা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি। বাঙালি কি চিরকাল শুধু চিন্তা করেছে চাকরির?

বাঙালি চিরকালই ভেতো। কিন্তু শুধু ভাত সে খেত না। ১১৭৬-এর ইংরেজ সৃষ্ট মন্বন্তর, বাণিজ্য ও কারিগরি ব্যবস্থানির্ভর এবং ৬০টি পণ্য রপ্তানিকারক জাতিকে আমদানিকারক জাতিতে রূপান্তরিত করেছে শোষক ও লুণ্ঠক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়লে দেখা যায় বাঙালি প্রচুর মাছ-মাংস খেত। যে জাতি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জাতি, ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত যাদের জিডিপি ছয় শতাংশ, সমগ্র ইউরোপের দ্বিগুণ, তার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে ও তাকে গরিব বানিয়ে ভাত নির্ভর করল। লবণ পর্যন্ত কেড়ে নিল।

শরীর রক্ষার্থে প্রোটিনের অভাবে শুধু ভাত সম্বল হল। আর বাংলার এক লাখ পাঠশালাকে ধ্বংস করে, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিনষ্ট করে চাকর তৈরির জ্ঞান দিয়ে কিছু স্কুলে বানাল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। বাংলার পুরোনো জমিদারদের ধ্বংস করল। লাখেরাজ অর্থাৎ করহীন সম্পত্তি ছিল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। সেখান থেকে পাঠশালা মক্তব ইত্যাদি এক লাখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলত। তাকে ধ্বংস করল। কলকাতায় থিতু হওয়া বণিক ও শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যোগকে পেছন থেকে ছুরি মেরে জমিদারিতে টাকা ঢালতে বাধ্য করল।

কলকাতায় হাটখোলার দত্ত বাড়ি বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতো বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ছেলে মাসে লাখ লাখ টাকা আয়ের বাণিজ্য ছেড়ে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের আইসিএস হতে ছুটল। উদাহরণ- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্ত। এরপর আরও কম বেতনের চাকরিতে গেলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়ে উঠল বাঙালির মোক্ষলাভের ঠিকানা। ব্যবসা, শিল্প বাঙালির দ্বারা হবে না এই কথা আওড়াতে আওড়াতে একটা সমৃদ্ধ বণিক জাতি চাকরিলোভী অনুকম্পাপ্রত্যাশী ভীতু হয়ে দাঁড়াল।

২

বাঙালি কিন্তু কোনওকালে ভীতু ছিল না। বাঙালি বীর ও বণিক জাতি ছিল। শুধু কৃষি নয়, কুটির ও গ্রামীণ এবং স্বর্ণ ও বস্ত্র শিল্পে এক দক্ষ জাতি। পৃথিবীতে তুলোর পোশাকের অগ্রদূত প্রাচীন বঙ্গবাসী। সমুদ্রযাত্রায় অসামান্য পারদর্শী। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসে একথা বলা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, চাণক্য এবং ওভিদের রচনায়, গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি, মেগাস্থিনিসদের বিবরণে তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ পুরাণ 'মহাবংশ'-য় আছে বাংলার সিংহগড় (অধুনা সিঙ্গুর)-এর সন্তান বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী। শুশুনিয়া লিপিতে মেলে ইতিহাস। বঙ্গ সন্তান মহাপদ্মনন্দ-র ক্ষত্রিয় নিধন ও শৌর্য-র সাক্ষ্যবাহী ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং বাঙ্গালীর কলংকের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ২৯২)

বঙ্কিম আরও লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, (মেকলের) কথাটা কতকটা সত্য বলিয়া বোধহয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ- ২৯১)

৩

বাঙালি সম্পর্কে আরও একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে, বাঙালি খানার আগে, লড়াইয়ের পিছে। সেটাও সত্য নয়। তাই মধুসূদন বাঙালিকে জাগাতে 'মেঘনাদকাব্য' শুরুই করেন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু'-- এই পংক্তি দিয়ে। এবং ভগ্নদূত মকরাক্ষ বলে, ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি, রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা। 'এই পিঠে অস্ত্রলেখা বাঙালি ঐতিহ্য ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লাগাতার প্রচারণায় এই খারাপ জিনিস শিখেছে মধ্যবিত্ত বাঙালি।'

অবশ্য বাঙালি কোথায়? চারপাশে কাঙালির ভিড়।

৪

উনিশ শতকে বাঙালিকে ভাগ করা হয়েছে হিন্দু মুসলমানে। ইংরেজরা প্রদেশ দখলকারী। শোষক ও লুণ্ঠক। তা ভোলাতে এদেশে এসে এদেশের একজন হয়ে ওঠা এবং ভারতকে পৃথিবীর সমৃদ্ধির শিখরে তোলা মোগলদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গল্প উপন্যাস নাটক রচনার শুরু এই উনিশ শতকে। মোগল ভারতের জিডিপি ছিল ২৫-২৭ শতাংশ। গোটা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এবং সমগ্র ইউরোপের নয়গুণের বেশি। মোগল সম্রাট বাবর দিল্লি জয় করেছিলেন, একজন মুসলিম সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে। সেই ইতিহাস ভুলিয়ে সবাইকে এক বন্ধনীতে ফেলে দেওয়া হল। এবং বলা হতে লাগল- মুসলমান রাজত্ব ছিল অভিশাপ। ইংরেজরা তা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে, মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলেতেই ভেজাল, সকলেতেই খাদ, সকলই গিলটি। মানুষেতেও ভেজাল, মানুষেতেও খাদ, মানুষও গিলটি।'

(রাজনারায়ণ বসু, সে কাল আর এ কাল, পৃ ৩৮)

তিনি ভারতীয়দের কীভাবে মানসিকভাবে পঙ্গু ও দুর্বল করা হল তার কথাও লিখেছেন- 'এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ের প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' (রাজনারায়ণ বসু, সে কাল আর এ কাল, ১৪০৪, পৃ ৪১)

৫

স্বাধীনতা আনার জন্য সবচেয়ে বেশি লড়েছিল বাঙালি ও পঞ্জাবিরা। এই দুই প্রদেশেই ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লাগিয়ে দেশভাগের নামে বাংলা এবং পঞ্জাব ভাগ হল। এবং স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে বাঙালি এবং পঞ্জাবিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান বানানোর জন্য উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি জাতি। হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবেই। তাঁরা তো মিশ্র সংস্কৃতির সন্তান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই- পরিণতি পেল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র গড়ে। লাখ লাখ শহিদের রক্তে। আজ দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপাদাপি। নজরুলের কথা মনে পড়ে, আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?

মনে রাখতে হবে, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

এটাই এবারের একুশের ডাক। এবং একুশের প্রত্যয়ী আহ্বান।

(লেখক অধ্যাপক ও সমাজকর্মী)

আজ

১৯৫০

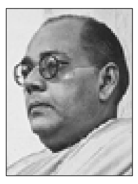

স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসু আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৮৬

বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্তর প্রয়াণ আজকের দিনে।

আলোচিত

ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে কখনোই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। আমি দেখছি, উনি রাশিয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কথা বলে যাচ্ছেন। ভাষণ দিচ্ছেন। আমরা চাই না, এসব মিথ্যে নিয়ে মোদি কিংবা ট্রাম্প আমাদের সাথে কথা বলুক।

- ভোলোদোমির জেলেনস্কি

ভাইরাল/১

বয়স হয়তো ৯০ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বিয়ের অনুষ্ঠানে ভাংরা নেচে সবার কাছ থেকে অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। পঞ্জাবি হিট গান ঢোল জাগিরো গেয়েই তিনি মাতিয়ে দেন। নেটিজেনদের অনেকেই মুগ্ধ।

ভাইরাল/২

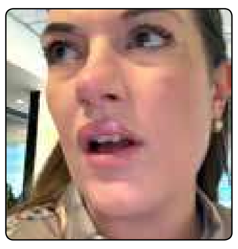

এক আমেরিকান মহিলা কোরিয়ান গান শুনতে শুনতেই ফেসবুকে বন্ধু পান এক কোরিয়ানকে। কোরিয়ান গান তাঁকে টানে সে দেশে। বিমানে আসার পথে এক কোরিয়ান তরুণের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। তার পর কিন্তু আসল বন্ধুকে খুঁজে পাননি।

জনমন

জনমত

মানুষ এখন আর অন্যের সুখে সুখী হয় না

'মানুষ বড় একলা, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' - কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার এই লাইন আজ বড় প্রাসঙ্গিক। বাইরে আমরা যতই সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য হয়ে হাজারখানেক, নিদেনপক্ষে শ-খানেক বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না কেন, অন্তরে মানুষ দিন-দিন আরও বেশি একা হয়ে যাচ্ছে।

তাই ইদানীং নানা মোটিভেশনাল ভিডিওয় বলা হচ্ছে, 'সবার আগে নিজেকে খুশি রাখো। তুমি নিজে ভালো থাকলে তারপর বাকি সবকিছু।' শব্দগুলিকে যার যেমন খুশি বিশ্লেষণ করে, যার যে পথে গতি সে সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে আত্মমগ্নতা, আত্মসুখের প্রবণতা বাড়ছে। অন্যের সুখে সুখী হওয়ার বা আরেকজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ থেকে লক্ষ্য যোজন দূরে চলে যাচ্ছে আজকের মানুষ। এক জীবনে সব পাওয়ার ইচ্ছায় সঙ্গী বদল তো বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। অন্তত সেলেব্রিটিদের একাংশের দয়ায় তো কে কার বৌ ছিল, আজ কে কার স্বামী বা সঙ্গী, রীতিমতো লিখে না রাখলে বলা মুশকিল। কিন্তু একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী থাকাটা জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি।

সম্প্রতি একটা বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে এক দম্পতিকে দেখলাম, যাঁরা তাঁদের সবটুকু দিয়ে সন্তানকে দামি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত স্বল্পশিক্ষিত দম্পতি অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে সবার পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দুজন দুজনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সামনে চেয়ার ফাঁকা আছে বসুন' বলাতে কেউ কাউকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে রাজি হলেন না। শেষে দুজনকে পাশাপাশি জায়গা করে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করলাম। শিলিগুড়ির রাস্তায় দৃষ্টিহীন লটারি টিকিট বিক্রেতা ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে দেখেননি এমন কেউ আছেন কি না সন্দেহ। জীবনযুদ্ধে একে অপরের সঙ্গী তাঁরা। সম্পর্কের ভাটার শোষণের কালে দৃষ্টান্ত হোক এই মানুষগুলিই। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়, 'আয় আরো হাতে হাত রেখে, আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'

শুভশ্রী ব্যানার্জি, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামও ঊর্ধ্বমুখী

আমি ও আমার স্ত্রী নিজেদের প্রয়োজনে বহু বছর আগে সরকারি ইনসুরেন্স সংস্থায় কম খরচে মেডিক্লেম পলিসি করিয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্যের বাইরে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ক্লেম পেতে সমস্যা হওয়ায় পরবর্তীতে পলিসি বেসরকারি সংস্থায় শিফট করে নিই। সমস্যা হল, যেখানে ২০২২ সালে দুজনের প্রিমিয়াম ছিল ৩৩,৫৪৩ টাকা, সেখানে ২০২৩ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬,৮৭৩ টাকায় এবং ২০২৪ সালে এসে প্রায় একই থাকে অর্থাৎ ৫৬,৮৭০ টাকা।

আমি বহু বছর বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলাম। আমার স্ত্রী গৃহবধূ। আমাদের কোনও পেনশন নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত টাকা প্রিমিয়াম বছরের পর বছর দেব কী করে? অনেক আশায় ছিলাম, এবারের বাজেটে এই বিষয়ে ইতিবাচক কিছু শুনব। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্তদের কথা ভেবে এর একটা বিহিত হোক সেই আর্জি রইল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা সাহিত্যে রূপকথার রাজ্যে উত্থানপতন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন মোড় এনেছিল।

তন্ময় দেব

'রাজার ঘরে যে ধন আছে / টুনির ঘরেও সে ধন আছে!' – আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে টুনটুনির বইতে লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শুধু তাই নয়, বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

উপেন্দ্রকিশোরের কথা থেকেই প্রমাণ হয়, বাংলার ঘরে ঘরে এককালে শিশুতোষ কল্পকাহিনী ও লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা রূপকথার কীরকম রমরমা ছিল। তাছাড়া সত্যিই তো বলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, 'বড় মজা, বড় মজা / রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!' শৈশবে এইরকম বাক্যবন্ধ একবার যে শুনেছে, সে কি আর সারাজীবনে তা ভুলতে পারে?

বাংলা-রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক ছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তিনি ১৮৭৫ সালে Folk Tales of Bengal নামে বাংলা রূপকথার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ডালিমকুমার, রাক্ষস-খোক্কস, ব্রহ্মদৈত্য - রূপকথার চিরায়ত চরিত্রগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই নিজের সংকলনে তাদের লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এরপর ১৮৯৬ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্ষীরের পুতুল' ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বিকাশের পথ আরও খানিকটা সুগম করেন। পাশাপাশি ১৮৯৬ সালেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ'। সুবিশাল মহাকাব্যকে সহজ সরল ভাষায় শিশুপাঠ্য হিসেবে পেশ করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন শিশুসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুকুমার রায়ের পিতা।

এদিকে, বাংলা-রূপকথার জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও একে একে প্রকাশ করতে শুরু করলেন বিভিন্ন কালজয়ী গ্রন্থ ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), ঠাকুরদার ঝুলি (১৯১০), ঠানদিদির থলে (১৯১১)। তাছাড়া পঞ্চতন্ত্র, জাতক ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ তো ছিলই। এককথায় বঙ্গদেশে আছড়ে পড়ে রূপকথার ঢেউ। রাতের বেলায় কুপিবাতির নীচে কিংবা জ্যোৎস্নায় ভরে থাকা বারান্দায় মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশুরা শুনত সোনারকাঠি-রূপোরকাঠি, লালকমল-নীলকমল, দৈত্য-দানব, রাজা-রানী, কথা বলা পশুপাখিদের গল্প।

সাধারণ দৃষ্টিতে রূপকথাকে ছেলেভোলানো কাহিনী মনে হলেও তাতে নিহিত থাকে জীবনদর্শন, ব্যবহারিক শিক্ষা ও নানারকমের নীতিকথা, কিন্তু বর্তমান যুগে সেই রূপকথার ভাণ্ডারে হঠাৎ করেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। রূপকথার চর্চা কিংবা রচনা, সবেতেই যেন ভাটার টান। ওয়েব পত্রিকা 'ম্যাজিক ল্যাম্প' বাদে পূজাবার্ষিকীগুলোতেও রূপকথার গল্পের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

পাশাপাশি বিভিন্ন বইমেলায় প্রকাশিত হাজারো বইয়ের ভিড়ে রূপকথা বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অনুষ্ঠিত জেলা বইমেলায় গিয়ে দেখেছি রূপকথা নিয়ে শিশুকিশোরদের মধ্যে আগ্রহ একেবারে প্রায় তলানিতে। এর কারণ কি ডিজিটাল যুগের পাঠকের কল্পনার জগতের প্রতি অনীহা? তাই যদি হয়, তবে গেম অফ থ্রোনস কিংবা হ্যারি পটার নিয়ে বঙ্গবাসীর এত উন্মাদনা কেন? রূপকথা মানেই শিশুসাহিত্য- বাংলার পাঠক কি এই যুক্তি আর মানতে চাইছেন না?

ভাষা দিবসের আগে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে বাংলা ভাষায় পুনরুজ্জীবিত করতে লেখক, পাঠক, প্রকাশক সকলকেই নতুন করে ভাবতে হবে। দেখতে হবে কোনওভাবেই যেন অবহেলার জাঁতাকলে রূপকথার প্রাণভোমরার মৃত্যু না ঘটে।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। যে অস্ত্রের টংকার ধ্বনি শোনা যায় ৩। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ৪। গগনে চরে বেড়ায় যে প্রাণী ৫। যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছে ৭। প্রাণের বন্ধু ১০। হাতে বাঁধা সুতো ১২। লিখে রাখা হিসেব ১৪। সুন্দর অখাদ্য ফল ১৫। বুলি আওড়ায় যে পাখি ১৬। দাবি করার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ২। ছন্দ মিলিয়ে লেখা স্তবক ৩। খারাপ সংসর্গ জনিত চরিত্রদোষ ৬। অন্যের বশবর্তিতা বা পরাধীনতা ৮। কোনও কারণ নেই ৯। অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ ১১। অল্প জায়গায় অনেকের স্থান সংকুলান ১৩। একটি টক ফলের নাম।

সমাধান ■ ৪০৬৯

পাশাপাশি : ২। ছাত্রাবাস ৫। পারদ ৬। হাড়হাভাতে ৮। হবু ৯। আম ১১। কালাপাহাড় ১৩। উলেমা ১৪। সমতল

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। ছাদ ৩। বাদাড় ৪। সলতে ৬। হাবু ৭। হারেম ৮। হড়পা ৯। আড় ১০। ঝকমারি ১১। কাঠিম ১২। হারাম ১৩। উল।

ভালো খবর

এক ভদ্রমহিলা এক কিশোরকে ডুবে যেতে দেখছিলেন। অনেক চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচান। ৬৪ বছর পর তাঁর সঙ্গে সেই ছেলেটির দেখা হল। সেই কিশোর এখন প্রৌঢ়। ভদ্রমহিলাও নব্বই পেরিয়ে গিয়েছেন। দেখা হওয়ার পর দুজনের কেউই আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। চোখের জলে ভেসে যান দুজনে।

‘সংগমের জল পানযোগ্য’

কেন্দ্রের রিপোর্টই খারিজ যোগীর

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল শুধু স্নানের নয়, পানেরও যোগ্য। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেছেন যোগী। কেন্দ্রের রিপোর্টে ত্রিবেণি সংগমে গঙ্গার জল পরীক্ষা

> কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে, সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভের বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।
>
> **যোগী আদিত্যনাথ**

করে দেখা গিয়েছে তাতে ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ হু হু করে বেড়েছে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, কোটি কোটি মানুষের স্নানের ফলে ওই জলে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিরোধী সপা ওই রিপোর্টকে সামনে রেখে যোগী সরকারকে নিশানা করে।

তার জবাবে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ‘কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।’ বিরোধীদের বিঁধে যোগীর তোপ, ‘এখনও পর্যন্ত ৫৬.২৫ কোটি মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন। মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ সেই ৫৬ কোটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা করা। সনাতন ধর্ম এবং হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত করা।’

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহাকুম্ভকে ফালতু বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই বক্তব্যের সমালোচনা করে যোগী বলেন, ‘সপা সভাপতি বলেছিলেন, মহাকুম্ভের জন্য টাকা খরচ করার কী দরকার আছে। লালুপ্রসাদ যাদব কুম্ভকে ফালতু বলেছিলেন। সপার অপর শরিক মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন। সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত কোনও আয়োজন করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাদের সরকার এই অপরাধ বারবার করবে।’

বিতর্ক যতই থাকুক, ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নানের জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। বুধবার প্রয়াগরাজে।

মহিলা মুখেই আস্থা রাখল বিজেপি

রাজধানীতে মুকুট রেখার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল আপ। বুধবার দীর্ঘ টালবাহানা শেষে সেই মহিলা মুখের ওপরই আস্থা রাখল পদ্মশিবির। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশীর উত্তরসূরি হিসেবে শালিমারবাগের প্রথমবারের বিধায়ক রেখা গুপ্তাকেই বেছে নিল বিজেপি। এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়া হয়। ওই বৈঠকের জন্য বিজেপি রবিশংকর প্রসাদ এবং ওমপ্রকাশ ধনকরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলে শেষমেশ রেখা গুপ্তাকে বেছে নেওয়া হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল দেশ। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লিতে এবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। ১৯৯৮ সালে শেষবার দিল্লিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজ।

রেখার উত্তরণে বিজেপি আরও একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। সাড়ে ১০ বছরের নরেন্দ্র মোদির জমানায় এতদিন কোনও বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি। মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবার ভোটপ্রচারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তার মধ্যে প্রতিমাসে গরিব পরিবারের মহিলাদের ২৫০০ টাকা, গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা এবং গরিব পরিবারের মহিলাদের ৫০০ টাকার এলপিজি গ্যাস এবং হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে গ্যাস বিনামূল্যে দেওয়ার কথা বলেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিজেপির এই প্রতিশ্রুতিগুলির ফলে মহিলাদের বিপুল ভোট গেরুয়া শিবিরের অনুকূলে এসেছে এবার। মহিলা মুখের পাশাপাশি দিল্লির প্রভাবশালী বানিয়া সম্প্রদায়কে কাছে টানতেও রেখা গুপ্তাকে বেছে নিয়েছে বিজেপি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর নাম ঘোষণার পর দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রেখা গুপ্তা। অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর উত্তরসূরিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘দিল্লি এবং দিল্লিবাসীর উন্নয়নে রেখা গুপ্তা যখনই চাইবেন তখনই আমাদের সাহায্য পাবেন। আমরা আশা করি, বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি তারা পালন করবে।’ নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ‘দিল্লির উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’ তবে যাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে উঠেছিল সেই নয়াদিল্লি আসনে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো পরবেশ সাহিব সিং ভার্মাকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি, শা প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রেখা গুপ্তা। সেই অনুষ্ঠানের জন্য এলাহি আয়োজনও সেরে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, শিল্পপতি, স্বঘোষিত ধর্মগুরু, সেলেব্রিটি সহ একাধিক ভিভিআইপির পাশাপাশি দিল্লির ঝুপড়িবাসী, রিকশাচালকদেরও অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

> **কে রেখা গুপ্তা**
>
> **বয়স :** ৫০
>
> **বিধানসভা কেন্দ্র**
> শালিমারবাগ
>
> **রাজনীতিতে যোগ**
> ১৯৯২-তে এবিভিপি সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯৯৬-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভানেত্রী। ২০০৭-এ পুরভোটে জয়। দিল্লি বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কাজেই পরিচয় স্লোগান ছিল তাঁর।

মাস্ককে পাশে নিয়ে দাবি ট্রাম্পের

পারস্পরিক কর থেকে রেহাই পাবে না ভারত

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা সফর শেষ করে সদ্য দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেনা-পাওনা, দরকষাকষির নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর সদ্যসমাপ্ত সফর যথেষ্ট সফল বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ এবং শাসক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক শিবির। তবে মঙ্গলবার ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে এক কথোপকথনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ইস্যুতে যে মন্তব্য করেছেন তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

মোদির ওয়াশিংটন সফরের ঠিক আগে পারস্পরিক কর আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এদিনের সাক্ষাৎকারে সেই প্রসঙ্গে ভারতের উল্লেখ করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানান, পারস্পরিক কর ব্যবস্থা থেকে ভারত কোনওভাবে রেহাই পাবে না। ভারতে আমেরিকার রপ্তানি করা জিনিসের ওপর যে হারে কর বসানো হয় আমেরিকায় আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপরেও একই হারে কর চাপাবে তাঁর সরকার। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে পারবে না জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘গতকাল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।’ ট্রাম্প জানান, তাঁর কথার জবাবে মোদি বলেছেন, ‘না, আমি এই ধরনের দোষারোপ পছন্দ করি না।’ ভারতে চড়া আমদানি করের কথা বলতে গিয়ে গাড়ি শিল্পের কথা বলেছেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারতে বিদেশি গাড়ির ওপর বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর চাপানো হয়। যা প্রায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।’ ট্রাম্পের কথার রেশ ধরে এলন মাস্ক বলেন, ‘হ্যাঁ। ওখানে বিদেশি গাড়ির ওপর করের হার ১০০ শতাংশ।’ ট্রাম্পের বক্তব্য, ভারতে আমদানি করের বর্তমান হার এতটাই বেশি যে ওখানে কারখানা তৈরি না করলে কোনও জিনিস বিক্রি করা লাভজনক হয় না। এটিকে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে ‘অন্যায়’ বলে মনে করেন তিনি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অবস্থান কী হবে তা জানতে চেয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পদক্ষেপ জিএসটির অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ট্রাম্পের ‘নয়াদিল্লির ভালো বন্ধু’ (মোদি) কি মার্কিন সরকারের নয়া কর নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন?’ কেন্দ্রকে জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

এদিকে ভারতে ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে আমেরিকার বরাদ্দ বন্ধ নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বলেন, ‘আমরা কেন ভারতকে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দেব? ওদের তো অনেক টাকা। আমাদের কাছ থেকে ওরা অনেক কর নেয়। ওখানে করের হার এত বেশি যে আমরা ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারি না।’

সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্ক।

> প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি, আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
> *প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা*

বাস থেকে নামিয়ে গুলি, হত ৭

ইসলামাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাস থেকে নামিয়ে যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে পরপর গুলি। পাকিস্তানের বালুচিস্তানে সাত বাসযাত্রীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল বন্দুকবাজের দল।

সরকারি আধিকারিক সাদাত হোসেন জানান, বাসটি বালুচিস্তানের ওপর দিয়ে পঞ্জাব প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই বন্দুকবাজের দল বাসটিকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করায়। এরপর যাত্রীদের এক এক করে বাস থেকে নামিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয়। তারপরেই গুলি করে খুন করা হয় সাতজনকে। হোসেন বলেন, ‘ওই সাতজন পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে।’

পঞ্জাব প্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকদের ওপরেও প্রায়ই হামলার ঘটনা ঘটে। যদিও সাত যাত্রীকে গুলি করে খুনের ঘটনার দায় এখনও কেউ নেয়নি। তবে ওই এলাকায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ‘বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি’ (বিএলএ)।

কাশ্মীরিকে র‍্যাগিং

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীরের এক ছাত্রকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। কর্ণাটকের বিজয়পুরার ঘটনা। নিগৃহীত ছাত্রের নাম হামিম। বিজয়পুরের একটি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএসের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াটি জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন সিনিয়ার ছাত্ররা তাঁকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিং করেছে। তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

পদপিষ্ট রেলকে তোপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অতিরিক্ত যাত্রীবহনের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রেল কেন অতিরিক্ত টিকিট বিক্রির ঝুঁকি নিল? নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় বুধবার কেন্দ্র ও ভারতীয় রেলকে কড়া ভাষায় এই প্রশ্নই করেছে শীর্ষ আদালত। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর এদিন সরকার ও রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেডেলার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রেলের কাছে জবাব চেয়ে বলেছে, ‘রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!’

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, ‘উৎসবের দিন বা ভিড়ের সময় কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ সময়ে অনুমোদিত আসনের চেয়ে বেশি যাত্রী নেওয়া রেলের অবহেলারই প্রমাণ।’

রেল পুলিশ ফোর্সের (আরপিএফ) প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিপুল সংখ্যক যাত্রী রাত ১০টার পর স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিবগঙ্গা ও মগধ এক্সপ্রেস ছাড়ার পর প্ল্যাটফর্ম ১৪ ও ১৫-তে হাজারো মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তখনই শোনা যায়, প্রয়াগরাজগামী একটি বিশেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ১৬ থেকে ছাড়বে। এই ঘোষণার পর হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে রেলমন্ত্রক এই ঘটনায় শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের দাবি উড়িয়ে প্রচারটিকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করেছে। রেল এও জানিয়েছে, পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব উচ্চপর্যায়ের কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। আরপিএফ কোনও তদন্ত করেনি বা করছেও না।

বুধবার আদালতে তীব্র সমালোচনার মুখে রেলের তরফে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতের নির্দেশ মেনে নেন এবং জানান, রেল বোর্ড পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী শুনানি ২৬ মার্চ হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

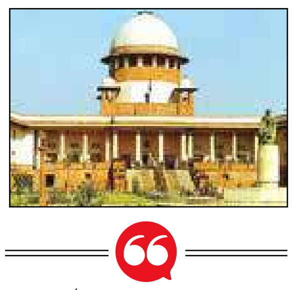

> রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!
>
> **ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও**
> *(সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি)*

বেকসুর সস্ত্রীক সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকে জমি বণ্টন দুর্নীতি মামলা থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর স্ত্রী সহ অন্য তিন অভিযুক্তকেও বুধবার ক্লিনচিট দিয়েছে সে রাজ্যের লোকায়ুক্ত। মাইসুরু নগরোন্নয়ন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল তাঁদের। তদন্তে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া এবং তাঁর সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন লঙ্ঘনের কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তদন্তে অপর্যাপ্ত প্রমাণের কথা উল্লেখ করে লোকায়ুক্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘অভিযোগগুলি মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির এবং ফৌজদারি মামলার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নেই।’

ক্ষতিপূরণ

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পঁচিশ মিনিট বিজ্ঞাপন দেখিয়ে সময় নষ্ট করানোর জন্য পিভিআর-আইনক্স-এর বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা ঠুকেছিলেন অভিষেক এমআর নামে বেঙ্গালুরুর এক দর্শক। সিনেমাহল কর্তৃপক্ষকে ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর ৫০ হাজার টাকা অভিযোগকারীর সময় নষ্ট করার জন্য, মানসিক যন্ত্রণাবাবদ পাঁচ হাজার টাকা ও অভিযোগ দায়ের করার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

মৃত আইনজীবী

হায়দরাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক আইনজীবীর। মৃত আইনজীবীর নাম পিভি রাও (৬৬)।

সিইসি নিয়োগ শুনানি পিছোল এক মাস

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার (ইসি) নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির মামলা পিছিয়ে গেল। বুধবার বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ওই মামলার শুনানি একমাস পিছিয়ে দিল। ১৯ মার্চ ওই শুনানি হবে। ২০২৩ সালে নতুন আইন তৈরি করে কেন্দ্র। তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে যে সিইসি, ইসি নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয় তাতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ রাখা হয়েছিল। সেই কমিটি গঠন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার রাজীব কুমার অবসর নেন। তাঁর জায়গায় নতুন সিইসি হিসেবে নিয়োগ করা হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ জ্ঞানেশ কুমারকে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই নতুন সিইসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জ্ঞানেশ কুমার। তিনি বলেন, ‘দেশ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হল ভোট দেওয়া। তাই ভারতের প্রত্যেক নাগরিক যাঁরা ১৮ বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের অবশ্যই ভোটার হওয়া উচিত এবং ভোট দেওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশন সবসময় ভোটারদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে।’ জ্ঞানেশ কুমারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নতুন ইসি হয়েছেন বিবেক যোশি। হরিয়ানা ক্যাডারের এই আইএএস-কে সোমবার নিয়োগ করা হয়।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, এই মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই মামলার শুনানিতে বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়। তাঁর সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারকে সিইসি পদে এবং বিবেক যোশিকে ইসি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

এই ইস্যুতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা বাতিল করা উচিত।’

দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের অফিসে হাসিমুখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

দায়িত্ব নিলেন জ্ঞানেশ কুমার

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন ভুবনেশ্বরের দুই অধ্যাপিকা

ক্যাম্পাসে ফিরতে ভয় নেপালি পড়ুয়াদের

ভুবনেশ্বর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নেপাল থেকে আসা ছাত্রী প্রকৃতি লামসালের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রবল চাপের মুখে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)। প্রাথমিকভাবে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকারী নেপালি পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করে কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওড়িশার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নেপাল ও ভারত সরকার বিষয়টিতে জড়িয়ে যাওয়ায় সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

নেপালি পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়া পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। এদিকে একই অভিযোগে কেআইআইটির ৫ কর্মী ও আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁরা হলেন মানবসম্পদ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শিবানন্দ মিশ্র, এইচআর প্রতাপকুমার চামুপতি, হস্টেলের পরিচালক সুধীরকুমার রথ, দুই নিরাপত্তারক্ষী রমাকান্ত নায়েক এবং যোগেন্দ্র বেহারা। তাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে। সকলের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে নেপালি পড়ুয়াদের হস্টেলে ফেরানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

নেপালি ছাত্রছাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, যেভাবে তাঁদের ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, সেখানে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। প্রীতি নামে এক নেপালি ছাত্রী বলেন, ‘কোনও দোষ ছাড়াই আমাদের হস্টেল খালি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। নেপালের ছাত্ররা প্রকৃতির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদনকে (তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ) উপেক্ষা করেছিল। হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সোমবার আমাদের জোর করে বাসে তুলে রেলস্টেশনের কাছে এমন এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে কোনও দোকান বা জল ছিল না। আমাদের দোষ কী? এখন ওঁরা (কেআইআইটির ডিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা) আমাদের ফিরে যেতে বলছেন। কেউ কি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন?’

এদিকে নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় লখনউয়ের এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই তরুণের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। তরুণীর বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি ছিল তরুণের কাছে। সেগুলি নিয়ে তরুণীকে ব্যাকমেল করত সে। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রকৃতির দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। নেপালে তাঁর শেষকৃত্য হওয়ার কথা।

সোমবার নেপালি পড়ুয়াদের বিক্ষোভের সময় কেআইআইটির ২ শিক্ষিকার মন্তব্যের জেরে সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এদিন ক্ষমা চেয়ে ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজন কেআইআইটির গার্লস হস্টেলের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপিকা জয়ন্তী নাথ বলেছেন, ‘আমি কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য কিছু বলিনি। কারও অনুভূতিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে থাকলে দুঃখিত।’ পাশাপাশি নেপালি পড়ুয়ারা সেদিন ভারতকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও দরিদ্র বলে কটাক্ষ করছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অপর অধ্যাপিকা মঞ্জুসা পান্ডে বলেন, ‘আমার মন্তব্য নেপালি পড়ুয়া বা নেপালের জনগণকে আঘাত দিয়ে থাকলে দুঃখিত। আমার মন্তব্যের সঙ্গে কেআইআইটির কোনও সম্পর্ক নেই।’

উচ্চমাধ্যমিক রসায়নে প্রস্তুতি

ডঃ আশুতোষ দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আমবাড়ি ধনীরাম উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

1. প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে বেছে নিয়ে উত্তরপত্রে লেখো : **প্রশ্নমান** 1

(i) অধিশোষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক?

(a) সর্বদাই তাপমোচী, (b) সর্বদাই তাপশোষী, (c) হয় তাপমোচী অথবা তাপশোষী, (d) তাপমোচী বা তাপশোষী কোনওটিই নয়।

(ii) প্রদত্ত কোন ক্ষারকটি DNA-তে থাকে না? (a) ইউরাসিল, (b) থাইমিন, (c) গুয়ানিন, (d) সাইটোসিন।

(iii) পলিএস্টার পলিমারের উদাহরণ হল (a) টেরিলিন, (b) নাইলন, (c) রবার, (d) ব্যাকেলাইট।

(iv) প্রদত্ত কোনটি অ্যান্টিবায়োটিক? (a) মরফিন, (b) বেনড্রিল, (c) অ্যামক্সিসিলিন, (d) অ্যাসপিরিন।

(v) ডিটারজেন্ট জামাকাপড় পরিষ্কার করে-

(a) আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে, (b) মাইসেল গঠন করে, (c) লবণ উৎপন্ন করে, (d) অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

(vi) আলোক সক্রিয়তা দেখায় না (a) আসপারটিক অ্যাসিড (b) লাইসিন (c) সিসটিন (d) গ্লাইসিন

(vii) প্রোটিনের আর্দ্র বিশ্লেষণে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হল – (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 35

(viii) ইনসুলিন হল – (a) একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (b) একটি প্রোটিন (c) একটি কার্বোহাইড্রেট (d) একটি লিপিড

(IX) আম্লিক মাধ্যমে অ্যানিলিন ক্লোরোফর্মের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করে -

(a) ফিনাইল সায়ানাইড (b) ফিনাইল সায়ানেট (c) ফিনাইল আইসোসায়ানাইড, (d) ফিনাইল আইসোসায়ানেট

(x) নাইলনের উদাহরণ - (a) পলিস্যাকারাইড (b) পলিএমাইড (c) পলিথিন (d) পলিস্টার

(XI) হীরের কেলাসের প্রতি একক কোষে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা - (a) 1 (b) 4 (c) 8 (d) 6

(XII) নীচের কোন কোনটি কৃত্রিম মিষ্টিকারক পদার্থ --(a) সুক্রোজ (b) ল্যাকটোজ (c) সুক্রালোজ (d) সেলুলোজ

(XIII) সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট নিম্নলিখিত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

(a) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (b) বেদনানাশক (c) প্রশান্তিকারক (d) খাদ্য সংরক্ষক

(XIV) নীচের কোন যৌগগুলি KCN-এর সঙ্গে সহজেই বিক্রিয়া করে- (a) ইথাইল ক্লোরাইড (b) ক্লোরোবেঞ্জিন (c) ফিনাইল ক্লোরাইড (d) বেঞ্জালডিহাইড

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান** 2

(i) উদাহরণ সহ দ্রাবক-বিদ্বেষী কোলয়েড কাকে বলে লেখো।

অথবা, টিন্ডাল ক্রিয়ার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো।

(ii) প্রথম সন্ধিগত শ্রেণির মৌলগুলির পারমাণবিক আকার পর্যায় বরাবর কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

অথবা, ল্যান্থানাইড মৌলগুলির সাধারণ ইলেক্ট্রন-বিন্যাস লেখো।

(iii) একটি প্রশান্তক (tranquilizer)-এর উদাহরণ দাও।

(iv) 1 মোল ইলেক্ট্রনের আধানের মান কত কুলম্ব?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান** 2

(i) সংরক্ষক কোলয়েড কী? একটি উদাহরণ দাও।

(ii) দ্বিলবন ও জটিল লবণের দুটি পার্থক্য লেখো।

(iii) আন্তঃহ্যালোজেন ব্যবহারের সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো।

(iv) ফ্লুরিনকে সুপার হ্যালোজেন বলা হয় কেন?

(v) DNA ও RNA-এর দুটি পার্থক্য লেখো।

(vi) হিমাঙ্ক রোধক দ্রবণ কাকে বলে? অভিস্রবণের একটি প্রয়োগ লেখো।

(vii) আদর্শ দ্রবণ ও অনাদর্শ দ্রবণের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(viii) সূক্ষ্মভাবে চূর্ণীকৃত নিকেল (Ni) অধিশোষকরূপে বেশি কার্যকরী কেন – কারণ ব্যাখ্যা করো।

(ix) উৎসেচক অনুঘটনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(x) নাইলন -6, 6-এ 6, 6-এর তাৎপর্য কী ?

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান** 3

(xi) জৈববিয়োজনক্ষম (Biodegradable) পলিমার কী? একটি উদাহরণ দাও।

(xii) তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহৃত তড়িৎবিশ্লেষ্যের সংযুক্তি লেখো। দুটি তড়িৎদ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো।

(xiii) হিমাটাইট থেকে আয়রন নিষ্কাশনে বিগালক হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়? আয়রন নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আয়রন পাইরাইটস উপযুক্ত আকরিক নয়- কারণ ব্যাখ্যা করো।

(xiv) d-ব্লক মৌলগুলি অনেকগুলি জারণ অবস্থা দেখালেও f-ব্লক মৌলগুলির ক্ষেত্রে এমন হয় না কেন? 3d- সন্ধিগত শ্রেণিতে কেন্দ্রকের আধান বাড়ার সঙ্গে আবরণী প্রভাব কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

(xv) একটি উদাহরণ সহযোগে দেখাও, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কীভাবে ফ্রেয়ন ওজনকে বিয়োজিত করে?

(xvi) ফেনলের জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী হলেও ইথানলের জলীয় দ্রবণ প্রশম কেন ব্যাখ্যা করো। ফেনলকে কীভাবে অ্যানিসোলে রূপান্তরিত করা যায়?

(xvii) গ্লাইকোজেন কী? হরমোন কী? একটি উদাহরণ দাও।

5. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **প্রশ্নমান** 3

(i) হার সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে দেখাও যে, একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। কোনও বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির তাৎপর্য কী? কোনও বিক্রিয়ার গড় ও তাৎক্ষণিক হারের পার্থক্য বিবৃত করো।

(ii) একটি রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পার্থক্য নিরূপণ করো :

(a) ফর্মিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

(b) ফেনল ও বেঞ্জাইল অ্যালকোহল।

(c) টলুইন থেকে বেঞ্জোয়িক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করো।

(iii) কোনও প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার, হার ধ্রুবক ও অর্ধায়ুর সংজ্ঞা দাও। এদের এককগুলোর উল্লেখ করো।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

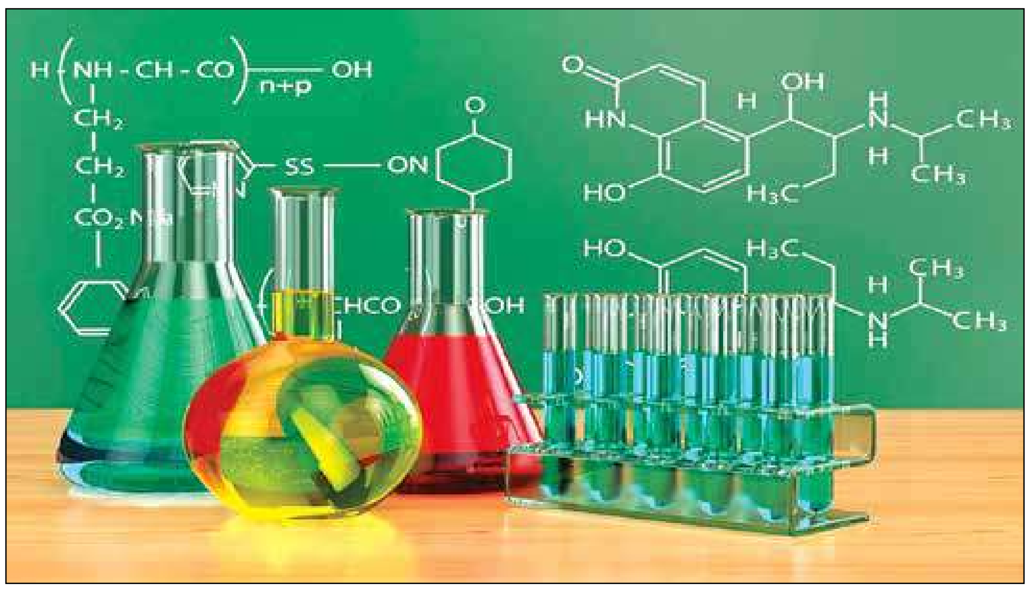

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

Unit 8: পরমাণু ও নিউক্লিয়াস

১. হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত বোরের স্বীকার্যগুলি লেখো। বোরের তত্ত্বের দুটি ত্রুটি লেখো।

২. ডি-ব্রগলি প্রকল্পের সাহায্যে বোরের কোয়ান্টাম শর্তটি প্রতিষ্ঠা করো।

বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য প্রয়োগ করে n-তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৩. হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনও একটি শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের মোট শক্তি -3.4 eV। ওই শক্তিস্তরের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত?

বামার শ্রেণির দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করো।

৪. নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও বন্ধনশক্তি কাকে বলে? নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি ও ভরত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক কী?

৫. মোজলের সূত্রটি বিবৃত করো। রশ্মি বর্ণালির চূড়ার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো।

৬. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ X-রশ্মি ও নিরবচ্ছিন্ন X-রশ্মি বর্ণালির ক্ষেত্রে তীব্রতার সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. বৈশিষ্ট্যমূলক X-রশ্মি বর্ণালি গঠিত হয় কীভাবে?

৮. তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু ও বিঘটন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

৯. তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1590 বছর। যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 1 g হয়,তবে কত বছর পরে মৌলটির ভর 0.01 g হ্রাস পাবে?

১০. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্রটি বিবৃত করো।

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 2 h । যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 32 g হয়,তবে 10 h পরে কতটা মৌল অবশিষ্ট থাকবে ?

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

Unit 9: বৈদ্যুতিন যন্ত্রসমূহ

১. p-টাইপ ও n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে সংখ্যাগুরু আধান বাহক কারা ?

২. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সম্মুখ বায়াস ও বিপরীত বায়াসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৩. একটি p-n সংযোগ ডায়োডযুক্ত পূর্ণতরঙ্গ (অথবা অর্ধতরঙ্গ) একমুখীকারকের বর্তনী চিত্র অঙ্কন করো। এর ইনপুট ও আউটপুট তরঙ্গরূপ চিত্র এঁকে দেখাও।

৪. ফটোডায়োড কী? এর কার্যনীতি বৈশিষ্ট্য লেখসহ আলোচনা করো। ফোটোডায়োড বিপরীত বায়াসে কাজ করে কেন?

৫. জেনার ডায়োড কী ? এই ডায়োডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করো। জেনার ডায়োড কীভাবে রোধের প্রান্তে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে বর্তনী চিত্রসহ তা ব্যাখ্যা করো।

৬. সাধারণ নিঃসারক বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. একটি ট্রানজিস্টারকে কীভাবে সুইচ হিসাবে ব্যবহার করবে?

৮. NOT গেট কী? এর প্রতীক চিহ্ন ও ট্রুথ টেবিল দেখাও।

৯. AND গেটের লজিক চিহ্ন আঁকো। এর ট্রুথ টেবিল লেখো। p-n সংযোগ ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে AND গেট তৈরি করা হয় তার চিত্র দাও।

১০. NOR গেট ও NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন?

Unit 10: সঞ্চার ব্যবস্থা

১. মডিউলেশন গুণাঙ্ক কী? একে মডিউলেটেড তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোল্টেজ দ্বারা প্রকাশ করো।

২. বেশি দূরবর্তী স্থানে TV সম্প্রচারে উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় কেন?

৩. 100 MHz কম্পাঙ্কে অর্ধ তরঙ্গ দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য বের করো।

৪. অ্যান্টেনার ন্যূনতম দৈর্ঘ্য কত হলে 10 MHz কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গের সম্প্রচার সম্ভব?

৫. বাহক তরঙ্গের পটিবেধ বলতে কী বোঝো?

৬. কোনও বার্তা সরাসরি সম্প্রচার না করে একটি বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় কেন?

৭. সঞ্চার ব্যবস্থার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।

৮. মোডেম কী? এটি কীভাবে কাজ করে ?

৯. বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক $3x10^8$ Hz হলে দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য কত হবে?

১০. ডিমডিউলেশন বলতে কী বোঝায়? ব্লক চিত্রের মাধ্যমে ডিমডিউলেশন পদ্ধতিটি দেখাও।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো।

তিতলি সাহা
দ্বিতীয় বর্ষ, মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমাদের দেশ নদীমাতৃক। এখানে আছে অনেক ছোট, বড় নদী। এই নদীর জল পানের জন্য, কৃষিকাজের জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং আরও বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি এই নদীপথ ধরে জলযানের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াও যায়।

বইপত্রে আমরা নদীকে কত সুন্দর বর্ণিত দেখি 'দু'দিক সবুজে ভরা, মাঝে স্বচ্ছ জলে বয়ে চলেছে নদী। তাতে দিনে দেখা যায় মাছের আনাগোনা, আর রাতে আকাশের ছায়াছবি।' তবে আসলেই কি তা দেখতে পাই?

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মহানন্দা নদীতে ভেসে যাচ্ছে শত শত প্লাস্টিক, জলের বোতল, থার্মোকলের টুকরো, ব্যাগ, বস্তা আরও কত কী! সেদিন সবাই বন্ধুরা মিলে পিকনিকে গেলাম নাম না জানা ছোট এক নদীর পাড়ে। শুনেছিলাম নদী পেরোলেই দেখতে পাব ছোট্ট পাহাড়। নদী পার হতে গিয়ে দেখলাম জলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজছে না। আশপাশের লোকালয় থেকে জানলাম গত ৩-৪ বছর এই নদীতে জলই নেই। সেদিন নিজে চোখে দেখলাম বাড়ি তৈরির জন্য এত বালি কোথা থেকে আসে! ট্রাকের পর ট্রাক আসছে আর সেখান থেকেই বোঝাই করে বালি নিয়ে যাচ্ছে। জল নেই তাতে কী? নদীতে বালি তো আছে! হারিয়ে যাচ্ছে নদী সভ্যতার গ্রাসে!

আমার বাড়ির পাশে একসময় একটি নদী ছিল, যেটিকে এখন আমরা বড় ড্রেন বলে চিনি। ঠাকুরদার কাছে শুনেছিলাম একসময় আমাদের এই বাড়ি নাকি ছিল এই নদীর পাড়ে। নদীমাতৃক দেশে কত শত নদী এভাবেই হয়ে যাচ্ছে নর্দমা। আমরা কি এর খোঁজ রাখছি?

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে আরও একটি নদী আছে। নাম সাহু নদী। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সেখানে বড়দের কোমর অবধি জল, কখনও সাহস পাইনি সেই নদীতে নামার। কিন্তু এখন সেটাও যেন ভবিষ্যতের নর্দমা হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল! কারা যেন নদীর বুকে চাষ করতে চায়, নদীর পাড় বিক্রি করতে চায়!

তবে সত্যি কি আমরা সব নদী হারিয়ে মরুভূমিকে স্বাগত জানাতে চলেছি? ভাবতে হবে আমাদেরই। নদীকে দূষণের বিষবাষ্প থেকে বাঁচিয়ে নর্দমার তকমা ঘোচাতে আমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব না? নদীর বুকে চাষ বা নদীর পাড় বিক্রি প্রতিরোধে আমাদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গাছ উষ্ণায়ন রোধ করে, বৃষ্টি ডেকে আনে। আর এই বৃষ্টির জলই নদীকে বাঁচাতে পারে। তাই দরকার অনেক বেশি করে সবুজায়নের। নদী বাঁচলেই বাঁচবে আমাদের সভ্যতা। নদীমাতৃক সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের গর্ব। নদীকে হারাতে দেব না, এই প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলুক এই প্রজন্ম।

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই জন্য ভারতকে মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলা হয়।

ডঃ সঞ্জিত কুমার শীল শর্মা
সহকারী অধ্যাপক
মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবগুলি নিম্নরূপ-

১) বৃষ্টিপাত : সারা ভারতে বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ হয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে।

২) শুষ্কতা : উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু সাধারণত শীতকালে প্রবাহিত হয় এবং এটি স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় বলে শীতকালে সারা ভারতবর্ষের জলবায়ু শুষ্ক থাকে।

৩) খরা ও বন্যা : যে বছর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ঘটে সেই বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার সৃষ্টি হয়। আবার যে বছর কোথাও খুব কম বৃষ্টি হয় সে বছর কোথাও কোথাও খরা দেখা দেয়।

৪) ঋতু বৈচিত্র্য : মৌসুমি বায়ুর দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। ভারতের সর্বত্র প্রায় চারটি ঋতু দেখা যায়। যথা - গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল এবং শীতকাল।

৫) অসম বৃষ্টিপাত : মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে ভারতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হলেও, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। কেরালা উপকূল এবং হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

৬) উষ্ণতার তীব্রতা : মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা অনেকটা কমে যায়।

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব :- ভারতের অর্থনীতি ও জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যথা-

১) কৃষিতে প্রভাব : ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় মৌসুমি বায়ুর বিশাল প্রভাব রয়েছে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, পাট, আখ, তুলো এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, চা, কফি,উৎপন্ন হয়।

২) অরণ্য সৃষ্টি : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ভারতে হিমালয়ের পর্বত সহ বিভিন্ন অংশে চিরহরিৎ বনভূমি এবং সরলবর্গীয় বৃক্ষের গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩) শিল্পে প্রভাব : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা হয় । এর ফলে ওইসব কৃষিজ ফসলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ শিল্প যেমন চা শিল্প, পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

৪) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন চা, পাট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করে ভারত প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৫) জীবনযাত্রা : ভারতের বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা, পোশাক ও বাসস্থান মৌসুমি বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬) মৃত্তিকার উপর প্রভাব : ভারতের যেসব জায়গায় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, সেসব স্থানে অত্যধিক জলসেচ করার জন্য লবণতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- পঞ্জাবে। আবার দেশের মধ্য ও পূর্ব ভাগের কোনও কোনও অংশে বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ধৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও বক্সাইটের সৃষ্টি হয়েছে।

৭) অন্যান্য প্রভাব : খনিজ সম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ও পর্যটন ব্যবস্থাতেও মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জীববিদ্যায় জানার বিষয়

● **হে ফিভার কী?**

উঃ বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন দূষক এবং এলার্জি সৃষ্টিকারী অণু যখন মানবদেহের অনাক্রম্য তন্ত্রের সাম্যতাকে নষ্ট করে এবং রোগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তাকে এলার্জিক রায়নাইটিস বা হে ফিভার বলে। এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি হল জ্বর, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, চোখ-নাক চুলকানো, হাঁচি, নাক দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে জল পড়া ইত্যাদি।

● **ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু ধারণ ক্ষমতা কাকে বলে?**

উঃ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে তাকে ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু পরিমাণ বলে। এর পরিমাণ ২৩০০ মিঃলিঃ।

● **বাইসিনোসিস কী?**

উঃ বয়ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে শ্বাস গ্রহণের সময় পশম বা তন্তু জাতীয় উপাদান শ্বাসনালিতে বা শ্বাস অঙ্গে প্রবেশ করার ফলে ক্রনিক ব্রংকাইটিস বা এমফাইসিমারের মতো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়, একে বাইসিনোসিস বলে। এই রোগের ফলে হৃদযন্ত্র বিকল হতে পারে।

আলোচনায় ইংরেজি কবিতা

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়,
ইংলিশ বাজার, মালদা

Still I Rise

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অন্যতম Maya Angelou-র যুগান্তকারী কবিতা 'Still I Rise' যা অন্যায়, ঘৃণা, নিপীড়ন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়ার চেতনাকে উদযাপন করে। কবিতায় বক্তা যিনি নিজেই আঁধারের মধ্যে আলোর স্বরূপ তিনি তার প্রশ্নগুলি নিক্ষেপ করেন নিপীড়ক সমাজের দিকে। Still I Rise -এই শব্দ তিনটি একটি সাহসী ঘোষণা, বক্তার নিরলস প্রচেষ্টা ও অনমনীয় দৃঢ় চেতনাকে নির্দেশ করে যা কঠিন প্রতিবন্ধকতা ও বিরাট বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে আত্মমর্যাদার সঙ্গে। শিরোনামটি আশা, প্রতিবাদ এবং ক্ষমতায়নের শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। বক্তা নিশ্চিত করে বলেন যে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। কোনও কিছুই তাকে দমাতে পারবে না। তিনি 'কৃষ্ণ সাগর , উত্তাল ও বিশাল', তিনি যৌন আবেদনময়ী ও উদ্ধত, তিনি 'ক্রীতদাসের স্বপ্ন ও আশা'। কবিতাটি একজন কৃষ্ণাঙ্গী হিসাবে Maya Angelou-র নিজের কষ্ট ও তার অদম্য সাহসকে প্রকাশ করে। এটি কৃষ্ণাঙ্গদের অদম্য অন্তরশক্তিকেও বোঝায় যারা বর্ণবাদ এবং প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। কবিতাটি আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের সাহস ও সহনশীলতাকে সম্মান করে। Maya Angelou-র ভাষা, কাব্যিক প্রকরণের চমকপ্রদ ব্যবহার, পুরো কবিতাজুড়ে 'I Rise' কথাটির ছন্দময় পুনরাবৃত্তি উদ্দীপনা ও সংকল্পের অনুভূতি তৈরি করে এবং আশা ও সহনশীলতার বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল -

1) 'Does my sassiness upset you?'- Why does the speaker's 'sassiness' upset others? (Marks 2)

2) How does the speaker describe her wealth in the poem? (Marks 2)

একাদশ শ্রেণি

3) What does the repetition of the expression 'I rise' throughout the poem emphasise? (Marks 2)

4) Who are the speaker's ancestors? What does she say about them?

5) How does Maya Angelou's representative in her poem 'Still I Rise' show her resilience in the face of torture and discrimination? (Marks 6)

6) What does the speaker's 'rise' in the poem 'Still I Rise' symbolise and how does the speaker achieve that rise? (Marks 6)

7) How does the speaker in Maya Angelou's poem 'Still I Rise' employ symbols to convey her resilience in oppression? (Marks 6)

8) What are the features of the narrator reflected in her words in the poem 'Still I Rise'? (Marks 6)

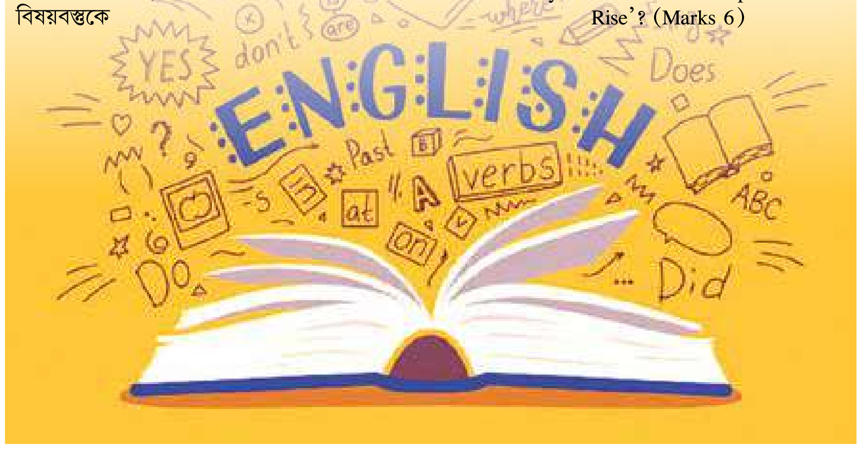

আবর্জনা সংগ্রহে তৈরি হচ্ছে ম্যাপ

বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ পুরসভার

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গৃহস্থের দৈনন্দিন আবর্জনা সঠিক সময়ে পুরকর্মীরা তুলে নিচ্ছেন কি না তার নজরদারি চলবে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। তারই প্রথম পর্যায়ের বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ বুধবার থেকে শুরু হল। পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডকে এই কাজের জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছে।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আবর্জনা সাফাইয়ে নজরদারির বিষয়টি ইতিমধ্যে বসিরহাট পুরসভায় সফলতা পেয়েছে। তারপরই রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাতেও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।'

তিনি আরও বলেন, 'রান্নাঘর পিছু একটি করে কিউআর কোড থাকবে। সেক্ষেত্রে এক বাড়িতে দুটি পরিবারের জন্য দুটি রান্নাঘর থাকতে পারে। পুরসভার যে গাড়ি আবর্জনা তুলতে যাবে তাতেও আমরা জিপিএস সিস্টেম লাগাব, যাতে নজরদারিতে কোনও খামতি না থাকে। সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে আমরা দ্রুত কিউআর কোড লাগানোর ব্যবস্থা করছি। সেইসঙ্গে প্রতি মাসে আবর্জনা সাফাইয়ে বিশেষ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ২৪ তারিখ থেকে সপ্তাহব্যাপী শহরজুড়ে বিশেষ সাফাই অভিযান হবে।'

তথ্য সংগ্রহের সময়ে। বুধবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

এদিন সকাল থেকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাড়ির মালিকের নাম, ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ওই বাড়িতে দ্বিতীয় কোনও রান্নাঘর বা ভাড়াটে রয়েছে কি না সেটাও নথিভুক্ত করছেন পুরকর্মীরা। এছাড়া এই কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন একটি ম্যাপ। কিন্তু গুগল ম্যাপ তো রয়েছে? নতুন করে কেন ম্যাপ তৈরি হচ্ছে? পুরকর্মীদের কথায়, একটি পাড়ার ভেতর অনেক অলিগলি সবসময় গুগল ম্যাপে ঠিকঠাক আসে না। এছাড়া নতুন এই ম্যাপে প্রতিটি রান্নাঘরের জন্য যে ইউনিক আইডি এবং কিউআর কোড তৈরি হবে তার উল্লেখ থাকবে।

আবর্জনা সাফাইয়ে যখন একদিকে শুরু হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমীক্ষা, তখন শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেলা পর্যন্ত আবর্জনা পড়ে থাকা নিয়ে ক্ষোভ শোনা গেল শহরবাসীর মুখে। বাসিন্দা দেবব্রত বিশ্বাসের কথায়, 'নতুন কিছু করার উদ্যোগ পুরসভা নিচ্ছে তাতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু আবর্জনা সাফাইয়ে যথেষ্ট খামতি রয়েছে পুরসভার। শহর ঘুরলে নজরে আসে বেলা পর্যন্ত আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকছে। অধিকাংশ ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। সবার আগে পুরসভার সেদিকে নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করি।'

ছাত্রদের কড়া শাসন ওসি'র

খবরের জেরে হেলমেট পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাইকে বেপরোয়া পরীক্ষার্থীদের বাগে আনতে তৎপরতা দেখা গেল পুলিশের। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই নাবালক মোটর সাইকেলচালকদের সচেতন করতে পথে নামলেন মালবাজার থানার ট্রাফিক ওসি। পরীক্ষার শেষে যে ছাত্ররা মোটর সাইকেল ও স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিল, তাদের দাঁড় করিয়ে খানিকটা কড়া ভাষায় শাসন করল পুলিশ। তাদের হেলমেট ব্যবহার করার উপদেশ দেন ট্রাফিক ওসি। ওসি দেবজিৎ বসুর কথায়, 'আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে নাবালক বাইকচালকদের সতর্ক করলাম, পরীক্ষার দিন ছাড়াও আমাদের এই সচেতনতা চলতে থাকবে।'

সাধারণত ট্রাফিক আইন ভাঙার কারণে জরিমানা করা হয়। কিন্তু নাবালকরা যখন বাইক চালিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসছে, তখন পুলিশের কাছে সেটা একরকম ধর্মসংকটের পরিস্থিতি। ফলে পুলিশের সামনেই হেলমেট ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে আসা-যাওয়া করছে তারা। তবে মঙ্গলবারের তুলনায় একটু বিপরীত ছবি দেখা গেল বুধবার দুপুরে।

এদিন ছিল মাধ্যমিকের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে অনেকেই অন্যান্য দিনের মতো বাইক অথবা স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তবে এদিন বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর মাথায় হেলমেট দেখা গেল। তাদের প্রশ্ন করতেই এক পরীক্ষার্থী বলে, 'সংবাদপত্রে খবর দেখে মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই আজ বাবার হেলমেট পরে এসেছি পরীক্ষাকেন্দ্রে।' এই সময় সেখানে হাজির ছিলেন ট্রাফিক ওসি। পরীক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের ট্রাফিক আইনের বিষয়ে সচেতন করেন তিনি। মাধ্যমিকের সময় যতজন পরীক্ষার্থী বাইকে পরীক্ষা দিতে এসেছে, সেই সংখ্যা বাড়তে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়, এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মাধ্যমিকের সেন্টার সেক্রেটারি উৎপলকুমার পাল। যদিও মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল বললেন, 'উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা নিজেরা যাতে বাইক চালিয়ে না আসে, সেটা প্রতিটি স্কুলকে দায়িত্ব নিয়ে তাদের পড়ুয়াদের বলতে হবে।

এ ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'আমি ট্রাফিক পুলিশের ওসিকে বলেছি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের এই বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'সমাজের পরিবর্তনে সংবাদমাধ্যমের একটি বড় ভূমিকা থাকে, আজ সেটা আবার প্রমাণিত হল। সেইসঙ্গে মাল থানার ট্রাফিক বিভাগকে ধন্যবাদ।'

পরীক্ষা শেষে নাবালক বাইকচালকদের সতর্ক করছে পুলিশ। বুধবার মালবাজারে। -সংবাদচিত্র

ন্যাক পরিদর্শনের প্রস্তুতি তুঙ্গে

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মার্চে আসার কথা রয়েছে ন্যাক প্রতিনিধি দলের। সেকারণে নতুনভাবে সাজতে শুরু করেছে জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ। দেওয়ালে রংয়ের প্রলেপ, কলেজ চত্বর পরিষ্কার, জিমনাসিয়াম সংস্কার সহ বিভিন্ন কাজ শুরু হয়েছে। তবে বয়েজ হস্টেল ও সায়েন্স বিল্ডিংয়ে যাওয়ার অ্যাপ্রোচ রাস্তাটি নিয়ে সমস্যায় রয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

শীতের মরশুমে ওই রাস্তাটিতে কোনও সমস্যা না হলেও বর্ষাকালে রাস্তাটিতে জল জমে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয়। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আশা করছেন তাড়াতাড়ি ওই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে কলেজের ফান্ড থেকে যতটা সম্ভব কিছু বালি, পাথর ফেলে আপাতত রোলিং করা হচ্ছে। এতে সাময়িক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

এসি কলেজের সায়েন্স বিভাগের রাস্তায় রোলিংয়ের কাজ। বুধবার।

শেষবার আনন্দ চন্দ্র কলেজে ন্যাক পরিদর্শন হয়েছিল ২০১৬ সালে। আট বছর পর ফের ন্যাক ভিজিট হতে চলেছে কলেজে। গতানুগতিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি নিয়ে পরিকল্পনা করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ঔষুধি গাছ সহ বিভিন্ন ধরনের ফল, ফুলের গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা চলছে। এছাড়াও নতুনভাবে ট্যুরিজম বিভাগ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ন্যাক ভিজিট বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাস বলেন, 'ন্যাকের প্রতিনিধি দল কবে আসবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে আমরা প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি। অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, পড়ুয়া সহ কলেজের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করেছি।' এদিকে কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজের জিমখানাটি এতটাই বড় যে, তা সংস্কারের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করাটা আর্থিক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কলেজের পড়ুয়াদের কথায়, অনেকদিন বাদে কলেজে ন্যাক পরিদর্শন হবে শুনে খুব ভালো লাগছে। আশা করছি আগেরবারের থেকে এবার কলেজের র‍্যাংক আরও ভালো হবে। সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক সহ সকলেই ন্যাক পরিদর্শন নিয়ে মুখিয়ে রয়েছেন।

এশিয়ান হাইওয়ের ডিভাইডারে ব্যারিকেড।

পারাপার রুখতে ব্যারিকেড

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মিলপাড়া থেকে পুর বাস টার্মিনাস পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের মাঝের ডিভাইডারে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ লোহার ব্যারিকেড দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ব্যস্ত সড়কের ওপর যখন-তখন পারাপার রুখতে এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে এই কাজ শুরু হয়েছে। পরে ওই ব্যারিকেডে বোর্ড লাগিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। ধূপগুড়ির এসডিপিও গেইলসন লেপচা বলেন, 'মারাত্মক ব্যস্ত ওই সড়কের ওপর দিয়ে অসচেতনভাবে পারাপারের প্রবণতা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এজন্য ডিভাইডারের মাঝে ব্যারিকেড দেওয়ার ভাবনা। এতে নির্দিষ্ট এলাকা দিয়ে সিগন্যাল মেনে যাতায়াত হবে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক কমবে।'

ধূপগুড়ি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র বরাবর ভুটান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশগামী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ আড়াআড়িভাবে শহরকে ভাগ করেছে। কলেজ রোড ও নাথুয়া রোডের মাঝে এই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সড়কে দিনরাত গাড়ি চলাচল করে। এর সঙ্গে শহরের ভিড় যুক্ত হওয়ায় প্রতিনিয়ত এই সড়ক বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে। এজন্য এশিয়ান হাইওয়ের পাশে সার্ভিস রোড তৈরি হয়েছে। তারপরও প্রায়ই দুর্ঘটনা লেগে থাকে। এর পেছনের বড় কারণ, হেঁটে রাস্তা পারাপার। এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা পুরসভা কোনও দিন উদ্যোগ নেয়নি। অবশেষে মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে সিগন্যাল ও জেব্রা ক্রসিংয়ের বাইরে এশিয়ান হাইওয়ে পারাপারে ছেদ পড়তে চলেছে। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংয়ের বক্তব্য, 'মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পুরসভার তরফ থেকে এজন্য সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।'

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

অলিগলিতে ডাম্পিং

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ধূপগুড়ি শহরে আবর্জনার সমস্যা নতুন কিছু নয়। তবে সাফাইয়ের ব্যাপারে যতটুকু উদ্যোগ, তার বেশিরভাগই বাণিজ্যিক এলাকাগুলোয়। সেই তুলনায় আবাসিক এলাকাগুলো বরাবরই অবহেলিত। পুরবোর্ড থাকাকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের নজরদারিতে যেটুকু নিয়মিত সাফাই হত, বর্তমানে তার সিকিভাগও চোখে পড়ে না। ফলে সবথেকে বেশি সমস্যায় অলিগলির পথে গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী ডাম্পিং এলাকাগুলো।

গলিপথে কোনও ফাঁকা জায়গা, মোড়ে একটু খোলা এলাকা থাকলেই সেখানে নিয়মিত জঞ্জাল ফেলে যান অনেকেই। শহুরে এলাকায় আবর্জনা ফেলার ভ্যাট বা পুরসভার সাফাইকর্মীদের আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকায় আবর্জনার স্তূপ গড়ে উঠছে। সম্প্রতি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে শহরে আবর্জনা সংগ্রহ শুরু হলেও সেটা বাণিজ্যিক এলাকার বাইরে শুরু হয়নি। ডাম্পিং গ্রাউন্ডহীন শহরের গলিপথে যত্রতত্র 'ডাম্পিং মোড়' গড়ে উঠেছে। মধ্যপাড়ার বাসিন্দা স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'সব শহরেই কিছু দূর পর পর ভ্যাট থাকে। একমাত্র ধূপগুড়ি শহরেই ভ্যাট নেই। ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে। দ্রুত এর সমাধান দরকার।'

মালবাজার

শিশু উদ্যানে জঞ্জাল

মালবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এখনও আবর্জনার স্তূপে পরিপূর্ণ দক্ষিণ কলোনির বন্ধ শিশু উদ্যান। ফলে এলাকায় আবর্জনার গন্ধের সঙ্গে পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে। শহরের একমাত্র প্রতিবন্ধী স্কুলটিও এই অঞ্চলে অবস্থিত। এর আগেও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকার অজুহাতে এখানে আবর্জনা ফেলা চলত। ওয়ার্ড কমিটির অভিযোগ, বারবার বলা সত্ত্বেও পুরসভা অন্য ওয়ার্ডের ময়লা এখানেই ফেলে। ওয়ার্ড সুপারভাইজার দীপঙ্কর ঘটক বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা বলেছি। মানুষ আমাদের কাঠগড়ায় তুলছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দরকার হলে চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি জানাব।'

প্রতিবন্ধী স্কুলের তরফে অমিত দাস বলেন, 'এই আবর্জনার দুর্গন্ধ ও মশা, মাছির উপদ্রবে আমাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি দৃষ্টিকটুও বটে।' ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন শিকদার জানান, ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকার অজুহাত দিলে জনপ্রতিনিধিদের উচিত আবর্জনা উদ্যান বা স্কুলের সামনে না ফেলে নিজেদের বাড়ির সামনে ফেলা। এর চেয়ে লজ্জাজনক বিষয় আর নেই। যদিও পুরসভা জানিয়েছে, রথখোলা ময়দানের এক কোনায় প্রতিটা ওয়ার্ডেরই আবর্জনা জমা করা হত। তবে সেখানে বর্তমানে আবর্জনা রাখা বারণ। তাই একটি দ্বিতীয় পয়েন্ট খোঁজা চলছে। তাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তথ্য : সপ্তর্ষি সরকার এবং সুশান্ত ঘোষ।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বুধবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

শিরীষ গাছ রক্ষায় পোস্টার

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আসায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে জোরকদমে স্টেশন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সেই স্টেশন এলাকায় একটি বহু প্রাচীন শিরীষ গাছ রয়েছে। উন্নয়নের কারণে যাতে এই প্রাচীন গাছটি রেলের তরফে কেটে না ফেলা হয়, সেই দাবি তুলল জলপাইগুড়ির এক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। বুধবার সেই মর্মে সংস্থার তরফে শিরীষ গাছটির গায়ে ব্ল্যাকটেপ দিয়ে একটি পোস্টারও সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা ছিল, উন্নয়ন হোক। গাছকে রক্ষা করে। এই বিষয়ে সংগঠনের তরফে গণেশ ঘোষ বলেছেন, 'আমরা উন্নয়নের বিপক্ষে নই। আমাদের দাবি শুধু গাছটা না কেটে যেন উন্নয়নের কাজ এগিয়ে যায়। আমরা শুনতে পাচ্ছি, হয়তো গাছটি কেটে ফেলা হবে। তাই পোস্টার আটকে দিয়ে আমাদের দাবি তুলে ধরলাম।'

এছাড়াও বৃহস্পতিবার ওই পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে গাছটিকে রক্ষার স্বার্থে স্টেশনমাস্টারের কাছে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোনও অবস্থাতেই গাছ কাটতে দিতে তাঁরা রাজি নন। এনিয়ে শহরের এক প্রবীণ বাসিন্দা সুবোধ ঘোষ বলেন, 'আমাদের গাছ রক্ষা যে কতটা প্রয়োজন তা কারও অজানা নয়। তাই আমার মনে হয় রেল কর্তৃপক্ষের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' অন্যদিকে, অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলায় স্টেশন বাজারের ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকান সরিয়ে নিয়েছেন। পাশেই অন্য ফাঁকা জায়গা পেয়ে ফের বসতে শুরু করেছেন তাঁরা।

চৈতালির চায়ের জাদুতে মজেছে মালবাজার

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

মালবাজারের শহরবাসীকে চায়ের স্বাদে বিভোর করার দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছেন শহরেরই মেয়ে। চাকরি, সোশ্যাল মিডিয়া, খেলার মাঠ পেরিয়ে শহরের চৈতালি সরকার এখন সফল ব্যবসায়ী। জীবনের নানা ওঠাপড়া সামলে তাঁর আজকের এই সাফল্যের উৎস পরিবারের ভালোবাসা এবং নিজে কিছু করে দেখানোর অদম্য জেদ। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরকন্না সামলেও চৈতালি খুঁজে পেয়েছেন নিজের স্বপ্ন। লিখেছেন **সুশান্ত ঘোষ**।

মালবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চা-এ না করেন এমন বাঙালি সহজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আড্ডা দিতে দিতে বাঙালির চিরপরিচিত এই নেশাকেই সঙ্গী করে নিজের পেশা খুঁজে নিয়েছেন মালবাজার শহরের এক মেয়ে। মধ্যবিত্ত জীবনেও নিজে কিছু করে দেখানোর ইচ্ছেয় ভর করে সফলতার স্বপ্ন দেখছেন চৈতালি সরকার। শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ মিশনের পিছনে পরিবারের সঙ্গে থাকেন বছর তিরিশের চৈতালি। দু'বছর আগে বাবা মারা যাওয়ার পর বাড়ির প্রায় সমস্ত দায়িত্বই তাঁকে সামলাতে হয়। সব কাজের ফাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লড়াই চৈতালির পক্ষে সহজ ছিল না। জীবনের যাবতীয় ওঠাপড়ার মধ্যে বান্ধবী বনি পালের উৎসাহে দেখা একটি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা তাঁর জীবন আমূল বদলে দেয়।

একটি মেয়ে চায়ের দোকান করে নিজের জীবিকা অতিবাহিত করেছে, এই ছিল ছবির গল্প। সেই সিনেমা দেখে সাহস করে ২০২৩ সালে মাল নদী যাওয়ার বাঁকে একটি চায়ের স্টল খোলেন চৈতালি। ধীরে ধীরে পরিবারের সাহায্যে ও মানুষের সঙ্গে মিষ্টি সম্পর্কের খাতিরে তাঁর স্বপ্নের চায়ের স্টল এখন বেশ জনপ্রিয়। কেবল লাল চা ও দুধ চা থেকে শুরু করলেও চাহিদা অনুযায়ী এখন তাঁর দোকানে বিভিন্ন খাবারও মেলে। তাই নবীন, প্রবীণ বা প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়ে চৈতালির চায়ের স্টল এখন জমজমাট থাকে। ২০১২ সালে পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছিলেন তিনি। তারপর নানা বেসরকারি সংস্থার ইন্টারভিউয়ে পাশ করলেও পরিবার তাঁকে চাকরির জন্য দূরে পাঠাতে

রাজি হয়নি। শহরের বুকে নানা জায়গায় চাকরির সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মজার কনটেন্ট বানিয়ে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যু ও মায়ের অসুস্থতা তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বাস্তবে এনে ফেলে। ছোট থেকে খেলাধুলো বা দৌড়ের প্রতি ভালোবাসাও ছিল তাঁর। শহর ও রাজ্যের নানা প্রতিযোগিতা বা ম্যারাথনে অংশ নিয়ে সম্মানিতও হয়েছেন। চৈতালির বান্ধবী বনি বলেন, 'ছোট থেকেই যে কোনও কাজে ওর নিষ্ঠা ছিল। আমাদেরও ওর প্রতি ভরসা আছে। তাই ওকে সবসময়ই উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি।' একই কথা বলেন আরেক বন্ধু পিংকিও। চাকরি থেকে দৌড় এবং এখন চায়ের স্টল, সব মিলিয়ে তাঁর কাজে মুগ্ধ হন সকলেই। ম্যারাথনের প্রতি চৈতালির আগ্রহ বাড়িয়েছিল একটি সংস্থা। তার কর্ণধার কাজলকুমার দত্ত বলেন, 'ওর যে ইচ্ছাশক্তি আমরা রাজপথে দেখেছি, সেই শক্তিতেই তার এখনকার উদ্যোগ। আমরা চাই ও যেন ধৈর্য রেখে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।'

নিজের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন চৈতালি। তাঁর কথায়, 'স্বপ্ন ছিল অনেক, কিন্তু যতটুকু পেরেছি সব পরিবারের জন্যই। এছাড়া রাজা দত্ত ও রানা দত্তর মতো বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং সুদেব, সুভাষ, নিধির মতো ছেলেমেয়েরাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। রক্তের সম্পর্কের না হলেও ওঁরা আমার আত্মীয়ই। শহরের জন্য আরও কিছু করে যেতে চাই।' তাই সবমিলিয়ে চৈতালির চায়ের কাপে গল্প, খুনশুটি, গানবাজনা ও আড্ডা, খাওয়াদাওয়ায় হইচইয়ে মেতে থাকে শহর।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

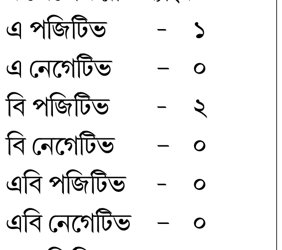

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	০

উত্তরের উন্নয়নে সবার মত চান মুখ্যমন্ত্রী

প্রস্তাব দেবেন সব জনপ্রতিনিধি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দলমত নির্বিশেষে ৮ জেলায় সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর সদ্য বাজেটে পাওয়া সাড়ে আটশো কোটির বেশি টাকা কাজে লাগাতে চায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই জন্য জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ ও প্রস্তাব চলতি মাসের মধ্যে হাতে পেতে চাইছে দপ্তর। সবার সব প্রস্তাব হাতে পাওয়ার পরই তার ওপর ঝাড়াই-বাছাই করেই আগামী দিনের প্রকল্প ও অগ্রাধিকারে বিষয়টি চূড়ান্ত করে কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, 'সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।' বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, আরও বেশি বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। এজন্যই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উত্তরবঙ্গের আট জেলায় সব দলের জনপ্রতিনিধিকে জনস্বার্থবাহী প্রকল্পের প্রস্তাব জানতে চায়। আগামী আর্থিক বছরে (২০২৫-২০২৬) দপ্তরের বাজেট বেড়ে ৮৬৬.২৬ কোটি টাকা। ভোট বছর ২০২৫-এর উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার অল্প সময়ের মধ্যেই। কারণ ২০২৬-এর শুরুতে ভোট হলে ৯ মাসের বেশি সময় পাওয়া যাবে না।'

> সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উদয়নবাবু জানিয়েছেন, বড় বড় প্রকল্পের ওপর জোর দিতে চায় না তাঁর দপ্তর। প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছোনোটাই উদ্দেশ্য। একেবারে নতুন ছকে এবার আগামী বছরের বাজেটের টাকা খরচ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

এর পিছনে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর ভাবনা, পরিকল্পনা ও কৌশল আছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বারবার উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে গিয়ে তাঁর দল তৃণমূলের প্রতি উত্তরবঙ্গবাসীর মুখ ফেরাতে পারেনি। এবার ভোটের আগে আবার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের প্রতি বিশেষ ভাবনা ও প্রয়াস শুরু করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চান, উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার স্বার্থে সরকারের সব দপ্তরের কাজের পরিপূরক হিসেবে কাজ করুক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী থেকে বিধায়ক ও সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের এই কাজে শামিল করতে চান তিনি।

ভাড়ায় 'সরকারি' অ্যাম্বুল্যান্স

প্রথম পাতার পর

এরপর রাজগঞ্জ থানার পুলিশ অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ে আদিত্যকে থানায় হাজির হতে বলে। সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ে আদিত্য এসে এলাকার মানুষের পরিষেবা দেবে বলে পুলিশের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এলাকার মানুষের প্রশ্ন, সরকারি অনুদানে প্রাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্সটি ভাড়া দেওয়া হয় কীভাবে? বিজেপির রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের বর্তমান সরকারের আমলে সমস্ত কিছুই বৈধ। এই সরকার নিয়মকানুন, আইনের তোয়াক্কা করে না। মানুষের এটা বোঝা উচিত। শুনতে পেয়েছি সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিএডিপি-র টাকায় দেওয়া হয়েছিল।'

যে সময় অ্যাম্বুল্যান্সটি কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে দেওয়া হয় সেই সময় রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন অহিদার রহমান। তিনি বলেন, 'মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হয়েছিল। ভাড়া খাটানোর জন্য নয়। প্রশাসনের উচিত এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।' রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি রুপালি দে সরকার বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সটি করে গাঁজা পাচার হচ্ছে, একথা শোনাও পাপ মনে করি। দুঃস্থ মানুষের পরিষেবা না দিয়ে যারা জঘন্য কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

ঘটনা প্রসঙ্গে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল বলেন, 'সরকারি অনুদানের টাকায় অ্যাম্বুল্যান্সটি দেওয়া হলেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী চুক্তি ছিল সেটা না দেখে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। ঘটনার কথা জানতে পেরেছি। সমস্ত তথ্য জেলায় পাঠানো হয়েছে। জেলার নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

নয়াদিল্লির ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেয়নি রেল। ভিড় এড়াতে নেই আগাম ব্যবস্থা। কুম্ভগামী ট্রেন ধরতে কার্যত লাইনে নেমে পড়েছেন যাত্রীরা। বুধবার পাটনা স্টেশনে। -পিটিআই

চা পর্যটনের পরিকল্পনা রুখতে আন্দোলনের ডাক

মমতার ঘোষণায় বিরোধিতা

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের চা পর্যটনের কাজে লাগানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রুখে দিতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আন্দোলনে নামছে চা বাগানের ডান, বাম শ্রমিক সংগঠন ও বিজেপি। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মঘট ডাকার কথাও প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সিটু প্রভাবিত ৩২টি শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের উদ্যোগে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। যদিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে এই দাবিতেই পৃথক সভা করতে চলেছে বিজেপি। সেই সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত থাকবেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়ে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে টি ট্যুরিজম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর কলকাতায় ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের অব্যাবহৃত ৩০ শতাংশ জমি নিয়ে চা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের মতে, চা বাগান ও চা শ্রমিকদের বাঁচাতে বিকল্প এই উদ্যোগে চা শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত

অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি।

বাগানের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি বেঁকে বসে। বিরোধিতা শুরু করে বিজেপি। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘোষণা যাতে কার্যকর করা না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লেখেন। বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবি জানালেও স্পিকার তা খারিজ করায় প্রতিবাদে শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির মুখ্য সচেতন শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, কুমার গ্রামের মনোজ ওরাও, দার্জিলিংয়ের নীরজ তামাং জিম্বা, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বর্ম, নাগরাকাটার পুনা ভেংরা সহ উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের বিধায়করা। পরে শংকরবাবু জানান, চা বাগান ও উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে ধ্বংস করতেই রাজ্য সরকারের এই চক্রান্ত। অবিলম্বে চা পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হবে। এই লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গে গিয়ে সুভাষিনী চা বাগানেই এই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি ও জমির পাট্টা বাগান শ্রমিকদের দেওয়ার দাবিতেও সরব হবে বিজেপি। একই দাবিতে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তরাই ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠন জয়েন্ট ফোরামও। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে তৃণমূলের প্রভাব বেড়েছিল।

আগামী বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে, বিজেপি সহ বাম, কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্দোলনের মাধ্যমে চা বলয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। জয়েন্ট ফোরাম এব টি ইনডাস্ট্রিজের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, এতে বিজেপির সভারয় কোনও প্রভাব পড়বে না।'

জাল নোট ছড়াচ্ছে মহিলা ক্যারিয়াররা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে সক্রিয় জাল নোট পাচারের সিন্ডিকেট। তারা জাল নোট ছড়াতে এপারের গ্রামীণ দোকানের হালখাতা, মেলা, হাট আর বাজারকে টার্গেট করেছে। যেখানে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দাদের সন্দেহ, সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংস্রব রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর' এবং মালদহে কিছু হাট, বাজার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম রয়েছে। হাটবাজারের ব্যবসায়ীরা সহজ সরল। তাঁদের সঙ্গে লেনদেন করা সহজ। সম্ভবত এজন্যই জাল নোট ছড়াতে হাট ও গ্রামীণ বাজারকে টার্গেট করেছে সিন্ডিকেট। আর ওই কাজে লাগানো হচ্ছে মহিলাদের।

গোয়েন্দাদের দাবি, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে মালদহ, মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জাল নোট ঢোকানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বারবার অভিযান চালালেও কাঁটাতারের ওপারে জঙ্গিগোষ্ঠীর একাংশের মদতে এই কারবার উত্তরের মাটিতে স্থায়ী করতে কিছু এজেন্ট মরিয়া চেষ্টা চলাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে সাফল্যও পেয়েছে। তবে তা পুরোপুরি রুখতে পারছে না।

গোয়েন্দাদের দাবি, একটু ভালো করে লক্ষ করলে নকল নোট সহজেই চিহ্নিত করা যায়। গ্রামগঞ্জের হাটেবাজার এই নোট চালিয়ে দিচ্ছে জাল নোটের কারবারিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজারেও এমন নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মালদহ থেকে এই নোটের কারবারিরা তাদের চক্রের সদস্যদের শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকার নির্দেশও দিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জাল নোট কারবারিদের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে এসটিএফ ও গোয়েন্দা পুলিশ।

১৫ ফেব্রুয়ারি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এইচডিএফির আধিকারিক উত্তম শর্মার নেতৃত্বে পানিশালা এলাকা থেকে এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার আব্দুলপুর সংলগ্ন মোহনপুর গ্রামে। তবে কীভাবে ওই জাল নোটগুলি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল নোটের কারবার রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে জেলা পুলিশ।

আন্দোলনের প্রস্তুতি

ওদলাবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বাগ্রাকোটে বৈঠকে বসলেন আদিবাসী গোর্খা যৌথ কমিটির (আগোসাস) সাগন মোক্তান, আদিবাসী সমাজের পরিচিত মুখ রাজেশ লাকড়া, চন্দন লোহার প্রমুখ। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান, দাবি আদায় সহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতিতে এই বৈঠক।

বৈঠকে চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টা প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ জমির মালিকানার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি ফ্রি হোল্ড করে পর্যটনের প্রসারে ব্যবহারের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। আগামীদিনে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে চা বাগান ও বাগানবাসীদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সাগন জানিয়েছেন।

স্বামীকে খুনে যাবজ্জীবন

কিশনগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনের দায়ে স্ত্রী ও প্রেমিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল জেলা আদালত। মঙ্গলবার বিকেলে অতিরিক্ত জেলা জজ কুমার গুঞ্জন এই রায় ঘোষণা করেছেন। সরকারি আইনজীবী সুরেনপ্রসাদ সাহা জানান, বাহাদুরগঞ্জ থানায় ২০২১ সালে একটি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ ওঠে, দেশিয়াটোলি গ্রামের বাসিন্দা সুনীতা দেবী ও তার প্রেমিক মহেন্দ্র লাল মিলে সুনীতার স্বামী লালচাঁদ হরিজনকে খুন করেছে। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে, সুনীতা ও মহেন্দ্রর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরকীয়ার পথে কাঁটা হয়ে উঠেছিল লালচাঁদ। সেকারণে দুজনে মিলে তাঁকে খুন করে। চার বছর ধরে মামলা চলেছে। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মঙ্গলবার আদালত দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে।

মৃত্যু পরীক্ষার্থীর

প্রথম পাতার পর

অভিজিতের মৃত্যুর খবর পৌঁছানোর পর এদিন চ্যাংমারি হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে শোকসভা করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি দিগেন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।'

ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসত অভিজিৎ। কাকা গদরু রায় বাড়ির সামনে জমিতে মাঠ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেখানেই পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে ক্রিকেট খেলত সে। কাকার বাড়ি পাশেই। শান্ত স্বভাবের অভিজিতের জনপ্রিয়তা ছিল পাড়ায়। অভিজিৎকে শেষবার দেখতে এদিন তার বন্ধুরাও ভিড় জমিয়েছিল। নবম শ্রেণির ছাত্র তমিনেশ রায় বলে, 'অভিজিৎদা নেই। আর জমিয়ে ক্রিকেট খেলা হবে না।' দশম শ্রেণির ছাত্র জয়রনি রায় বলে, 'স্কুলে গিয়েই দুঃসংবাদ পাই। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অভিজিৎদা বলেছিল পরীক্ষা শেষ হলে আলাদা টিম বানিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হবে। আর ক্রিকেট ম্যাচ হবে না।' আমগুড়ি রামমোহন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপসকুমার রায় বলেন, অভিজিৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার শেষ ইতিহাস পরীক্ষা দিয়েছে। আজ এই দুঃসংবাদ পেয়ে খুবই খারাপ লাগছে।' প্রতিবেশী রতিকান্ত রায় ও চান্দিয়া রায় দুজনেই শোকস্তব্ধ। তাঁরা বলেন, শান্তশিষ্ট ছেলেটাকে সকলেই ভালোবাসত। কিছু বলার ভাষা নেই।

মন্তব্যের নিন্দা

প্রথম পাতার পর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোট আপনার রাজনৈতিক কেরিয়ারের মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হবে।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মমতার চ্যালেঞ্জের পালটা বুধবার শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনি আমার বুকের পাটা দেখতে চেয়েছেন। দিঘায় রাজ্য সরকারের তৈরি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্রের নাম বদলে জগন্নাথ মন্দির লিখুন। আর পুরীর মতো দিঘার মন্দিরে হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করুন।'

বাসে উঠে ভোগান্তি যাত্রীদের

সরকারি কাউন্টারে বেসরকারি টিকিট

গৌরহরি দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টার থেকে দু'রকম বাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। অথচ কাউন্টারে তা নিয়ে আলাদা করে কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই। ফলে কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে এনবিএসটিসির বাসে উঠে মাঝেমধ্যেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। অনেক সময় যাত্রীদের আবার নতুন করে টিকিট কাটতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি উদাসীন। এনবিএসটিসি'র লিজ দেওয়া বাসগুলিতেই এই সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'টিকিট কাউন্টারে টিএসএ-র যখন টিকিট দেওয়া হয় তখন নির্দিষ্ট করে সেই গাড়ির জন্যই টিকিট দেওয়া হয়। অন্য গাড়ির তো টিকিট দেওয়া হবে না। তাহলে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে সেটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য কোচবিহারের এনবিএসটিসির বাস টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠেছিলেন এক যাত্রী। স্ট্যান্ড থেকে গাড়িটি রওনা হওয়ার কিছু সময় বাদে কনডাক্টর আসেন টিকিট পরীক্ষা করতে। ওই যাত্রীর টিকিট দেখে কনডাক্টর তা বাতিল করে দেন। তিনি জানান এটা তাঁদের বাসের টিকিট নয়। এটা প্রাইভেট টিকিট। সরকারি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে গাড়িতে ওঠার পরেও কনডাক্টরের এমন কথা শুনে যাত্রী রূপাঞ্জন চক্রবর্তী আকাশ থেকে পড়েন। অগত্যা রূপাঞ্জনকে আবার নতুন করে টিকিট কেটে শিলিগুড়ি যেতে হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এনবিএসটিসির টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে ওঠার পরেও একজন যাত্রীকে কেন এভাবে হেনস্তা হতে হল?

এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে এনবিএসটিসির চারটি বাস টিকিট সেলিং এজেন্সির (টিএসএ) মাধ্যমে চলে। অর্থাৎ ওই বাসগুলিকে এনবিএসটিসি কোনও সংস্থাকে লিজে দিয়েছে। প্রাইভেট সংস্থা ওই বাসগুলি চালায়। এর মধ্যে তিনটি বাস কোচবিহার থেকে ও একটি দিনহাটা থেকে চলাচল করে। টিকিট কাউন্টার সম্পূর্ণ আলাদা হলেও টিকিট কাউন্টারের সামনে সেই বিষয়ে কোনও কিছু লেখা নেই। যাত্রীদের বোঝার উপায় নেই যে ওই কাউন্টারটি বেসরকারি।

জল্পেশে ভিড় সামলাতে পদক্ষেপ

প্রথম পাতার পর

মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। জল্পেশ মন্দিরের অফিস ঘরের পাশে সিসি ক্যামেরায় নজরদারির জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। পুকুর সন্নিহিত এলাকায় মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। শিবরাত্রির দিন সূর্য ওঠার আগেই পুণ্যার্থীরা স্নান করার জন্য পুকুরে চলে আসতে পারেন। সেজন্য আগের রাত থেকেই বাড়তি পুলিশকর্মী, সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মোতায়েন করা হবে ঘাটে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব জানান, 'গতবছর শিবরাত্রির দিন মন্দির ও মেলা মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। এবার সেই সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি হবে বলে আমাদের ধারণা। প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

এদিন পরিদর্শনে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু সহ ময়নাগুড়ি দমকলকর্মীরা।

পুলিশ সুপার বলেন, 'অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না। ভিড় মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ব্যারিকেড ও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।' বিডিও বলেন, 'শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্যে প্রশাসনের তরফে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

বাড়তি সতর্কতা

কিশনগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনে প্রয়াগরাজগামী ট্রেনে যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়ছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি দিল্লি রেলস্টেশনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখেই যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্ক হল প্রশাসন। বুধবার সন্ধ্যায় জেলা শাসক অমিত রাজ, পুলিশ সুপার সাগর কুমার, মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান স্টেশন চত্বর পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনের পর স্টেশনের সুপার দীপক কুমারকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়।

হুজুরের মেলার

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রপূত তাবিজও বিক্রি করছিলেন তিনি। তাঁর পাশেই গেরুয়া বসন পরে ভক্তদের কপালে তিলক কাটছিলেন নবদ্বীপের গোপাল বৈরাগ্য। একহাতে ছোট্ট পিতলের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণর মূর্তি এবং অন্য হাতে তিলকের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণ-হরেকৃষ্ণ করে গুনগুন করছিলেন। চাঁদ হুসেনের কথা, 'সব ধর্মই তো এক। আমাদের ডাকার পদ্ধতি আলাদা। অন্য ধর্মকে অসম্মান করার অর্থ নিজের ধর্মকে অসম্মান করা। আমিও তো রাম মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ খেয়েছি।' গোপালের বক্তব্য, 'ধর্ম মানে তো ভালোবাসা, হিংসা নয়। সবাই প্রকৃত ধর্ম মেনে চললে শুধুই ভালোবাসা থাকত। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে।'

পান্ডুয়া শরিফের মোস্তাক ফকির, ইসলামপুরের ফকির হজরত আলির সঙ্গে মেলায় ঘুরে ঘুরে নিজেদের ধর্মাচরণ করছেন শিলিগুড়ির প্রফুল্ল মহন্ত, কালিয়াগঞ্জের নমিতা দাসীরা। কোথাও কোনও প্রতিযোগিতা নেই, হিংসা নেই। হুজুরের মেলার এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমানের কথা, 'ফকির আর বৈরাগীর এই সহাবস্থানের কথাই তো যুগে যুগে মহাপুরুষরা বলেছেন। ভেদাভেদ নয়, শুধুই ভালোবাসা ছড়াক। আমরা সেই বার্তাই দিতে চাই। তাই মোমবাতির সঙ্গে মাজারে ভালোবাসার প্রতীক লাল গোলাপ দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রূপ বদল করে চলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঁধন হয়তো কখনোই পুরোপুরি আলগা হবে না। কিন্তু চারপাশের ধর্মীয় অনৈক্যের মাঝে হুজুরের মেলা মনুষ্যত্ব ও বিবেককে সজাগ রাখার বার্তা বহন করে চলছে।

এনবিইউয়ে চর্চায় কর্মক্ষেত্রে নারীর বাধা

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাক্ষেত্র- সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমানতালে কাজ করছেন নারী। অন্দরমহলের ঘেরাটোপ থেকে এই বেরোনোটা কত কঠিন ছিল- উঠে এল বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাচক্রে। স্বাগত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা বহু প্রতিবন্ধকতা ঠেলে উনিশ শতকের মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর ভাষণে ছিল বেথুন স্কুল, বারাসাত স্কুলের উল্লেখ, দেশভাগের পরবর্তী সময়ে নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার লড়াই।

বাঁচার তাগিদে এই এগিয়ে আসায় পরিবার, সমাজের বাধার উল্লেখ করে মঞ্জুলা বলেন, 'বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা ছেড়ে র‍্যাশনের লাইনে এসে দাঁড়ালেন।' আজকের দিনে মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত, আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অনুষদ মহেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করলেন, শিক্ষিত সমাজে আজকের দিনেও নারী নিগ্রহ কম নয়। অনেক সময় রক্ষকেরই ভক্ষক হয়ে ওঠার ছবি দেখা যায়।

'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য : নারী পরিসর' শীর্ষক দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বুধবার শুরু হয়েছে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মৃগাঙ্ক মণ্ডল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে নারীর যোগদানের পথে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী চরিত্রের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, 'নারীর প্রগতিশীল চিন্তাকে আমাদের সমাজ কী চোখে দেখে, তার নিদর্শন এই উপন্যাস।'

ছবি : এআই

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক নূপুর দাস বিষয়টির ওপর আলোচনায় নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, ''আমি প্রথম যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন আমাকে অফিস স্টাফদের অনেকে 'ম্যাডাম' না বলে 'স্যর ম্যাডাম' ডাকতেন। বুঝতে পারছেন বিষয়টা! একজন মহিলাকে মানতে কতটা সমস্যা। একদিন নিবন্ধকের গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে দুজন বলাবলি করছিল 'মহিলা রেজিস্ট্রার'। এই তো আমাদের সমাজ।''

সভার অন্যতম আলোচক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপা দত্ত উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকদের নারীদের হিতে দীর্ঘ লড়াই করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের ক্ষোভের মুখে পড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'মেয়েরা এখন বাইরে কাজে যাচ্ছে। তারা আর স্বামীর মুখাপেক্ষী না থাকলেও কী এমন যায়-আসে। নারী চিকিৎসক, নারী আইনজীবীরা পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আজও অনেকের শঙ্কা কাটেনি।'

গোপার বক্তব্য, 'জাতের বাইরে ছেলে বা মেয়ের বিয়েকে এখনও সমাজ ভালো চোখে দেখে না। অনেক সময় এজন্য হত্যাকাণ্ডও ঘটছে।' নারীদের কর্মক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে উঠে আসে মহানগর, মেঘে ঢাকা তারা ইত্যাদি সিনেমার কথা। উত্তরবঙ্গের নারীসমাজের বিবর্তনের প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় স্থান পায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনোদিনী ও মাকচক উপন্যাসের প্রসঙ্গ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মহেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বেকারত্ব থেকে নারী সুরক্ষার জন্য শুভবুদ্ধির মানুষকে এগিয়ে আসার বার্তা দেন। অনুষ্ঠানটিতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল, প্লাবন সিংহ, উর্বী মুখোপাধ্যায়, হাসনারা খাতুন, শর্মিষ্ঠা পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিন স্পিনারে বাংলাদেশ দখলের ছক ভারতের

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রশ্ন অনেক। জল্পনারও শেষ নেই। সঙ্গে সময়ও থেমে নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইশ গজে নয়া শুরুর লক্ষ্যে রোহিত শর্মার ভারত। আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

এমন একটা পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতে দুই প্রতিবেশী পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে, যখন তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে 'আশ্রয়ে' দেওয়ার পর এই প্রথম বাইশ গজে দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। ফলে কাল দুবাই ক্রিকেট মাঠের গ্যালারিতে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গ্যালারি উত্তাল হয় কিনা, তা নিয়ে চলছে আলোচনা।

মাঠের বাইরের এমন পরিস্থিতি টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে তেমন প্রভাব ফেলেছে বলে খবর নেই। বরং সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে নয়া শুরুর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর রোহিতরা। আজ সন্ধ্যায় দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে পুরো দলকেই দারুণ চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে। গতকাল বিশ্রামের পর আজ প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন রোহিত-বিরাট-কোহলিরা। নেটে আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে প্রবল চাপে থাকা রো-কো জুটিকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকেও রয়েছে দুনিয়ার নজর। সন্ধ্যার অনুশীলনের সময় বারবার রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে কোচ গম্ভীরকে। টিম ইন্ডিয়ার দুই সেরা ব্যাটার রোহিত, কোহলির পাশে কোচ গম্ভীরের জন্যও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর অগ্নিপরীক্ষা।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে চরম ধোঁয়াশা। আজই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসে শুভমান গিল ভারত অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন। তিন নম্বরে কোহলি। চারে শ্রেয়স আইয়ার। পাঁচে লোকেশ রাহুল। ছয়ে হার্দিক পান্ডিয়া। সাতে রবীন্দ্র জাদেজা। আটে অক্ষর প্যাটেল। এই পর্যন্ত ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নিয়ে তেমন ধোঁয়াশা নেই। খটকা এরপরই। মহম্মদ সামির সঙ্গে জোরে

কুলদীপ নাকি বরুণ, বজায় ধোঁয়াশা

বোলার কে হবেন? অর্শদীপ সিং নাকি হর্ষিত রানা। ভারতীয় দলের একটি অংশের দাবি, সামির সঙ্গে অর্শদীপই নতুন বলে বোলিং শুরু করবেন। অন্যদিকে, কোচ গম্ভীরের আশীর্বাদধন্য হর্ষিতকেও প্রথম একাদশের লড়াই থেকে ছেঁটে ফেলা সহজ নয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের তিন স্পিনারে খেলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। জাদেজা-অক্ষরের পাশে দলের তিন নম্বর স্পিনার কে হবেন, সেটা আপাতত রহস্য।

আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী, দুইজনকেই তৈরি রাখা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে খেলবেন দলের তিন নম্বর স্পিনার হিসেবে, সেটা স্পষ্ট হয়নি। এমনিতেই ঋষভ পন্থকে বসিয়ে রেখে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ গম্ভীর, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্কও। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলের তিন নম্বর স্পিনার নিয়ে রহস্য। রোহিতদের উপর চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আজ আবার সাংবাদিক সম্মেলনে হুংকার দিয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ যে কোনও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারে। সাকিব আল হাসান, লিটন দাসদের মতো অভিজ্ঞ তথা সিনিয়ারদের ছাড়াই বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য নিয়ে সমাজমাধ্যমে হাসাহাসি চলছে।

বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন মন্তব্য ভারতীয় শিবিরে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যতটা দলের কম্বিনেশন নিয়ে ঘেঁটে রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গতকাল সন্ধ্যার দিকে দুবাইয়ে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ বৃষ্টির দেখা মেলেনি। কাল ম্যাচের মঞ্চে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কিন্তু দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রয়েছে ক্রিকেটীয় উত্তাপ। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই দেখার।

ব্যাটিং অনুশীলনের আগে ফুটবলে মজে বিরাট কোহলি। বুধবার।

শুরুটা ভালো করতে মরিয়া বিরাট

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। টানা সমালোচনায় জর্জরিত। তার মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়া। নয়া চ্যালেঞ্জের সামনে বিরাট কোহলিও।

ক্রিকেটমহলে বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ আইসিসি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন কোহলি। তার আগে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন বিরাট। জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতায় শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি। শুধু তাই নয়, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে কোহলি স্মৃতির সরণিতেও পা ফেলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়াকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। শুরুর সেই দুটি ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ভারত। অতীতের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে কোহলি আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি বড় প্রতিযোগিতা। দুনিয়ার সেরা আটটা দল খেলছে এখানে। ফলে প্রতিযোগিতার মান চ্যালেঞ্জিং হবেই। দল হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি।'

রাত পোহালেই আগামীকাল ভারত বনাম বাংলাদেশের লড়াই। রোহিত শর্মার ভারত কীভাবে বাংলাদেশ ম্যাচের চ্যালেঞ্জ সামলাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কোহলির ভাবনায় টিম ইন্ডিয়ার সোনালি অতীত। বিরাটের কথায়, 'অতীতে মোট দু'বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলেছি আমরা। ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সেই প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা। পরে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নও হই। এবারও তেমন পজিটিভ ভাবনা নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই। আবারও বলছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতার আসরে শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি।'

২০১৭ সালের পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। মাঝের সময়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট নিজে সেই বদলের সাক্ষীও। সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাশার বিশাল চাপ। বাস্তব সম্পর্কে সচেতন বিরাট। তাঁর কথায়, '২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে আমরা যেমন চাপ নিয়ে খেলেছিলাম, এখানেও সেটাই করতে চাই। মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতার আয়তন ছোট। ফলে শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেটের মাধ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একটা বা দুটি ম্যাচে খারাপ পারফরমেন্স মানেই ছিটকে যেতে হবে প্রতিযোগিতা থেকে।'

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN | চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

ভারত বনাম বাংলাদেশ

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** দুবাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

একনজরে পরিসংখ্যান

সর্বাধিক রান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির রান ৫২৯। রোহিত শর্মার ৪৮১। শীর্ষে থাকা ক্রিস গেইলের (৭৯১) রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষায় থাকবেন বিরাট ও রোহিত।

সর্বাধিক ৫০ প্লাস স্কোর

রোহিত ও বিরাটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্ধশতরানের সংখ্যা ৫। শিখর ধাওয়ান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাহুল দ্রাবিড়ের (প্রত্যেকের ৬টি করে) পাশে বসতে রোহিত ও বিরাটের দরকার একটি অর্ধশতরান।

সর্বাধিক জয়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ১৮টি জয় নিয়ে শীর্ষে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এবার দুইটি ম্যাচে জিতলে প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টে ২০টি জয় হবে ভারতের।

ওডিআইয়ে ভারত-বাংলাদেশ

ম্যাচ : ৪১
ভারতের জয় : ৩২
বাংলাদেশের জয় : ৮
নো রেজাল্ট : ১

বাবরকে সরিয়ে সিংহাসনে শুভমান

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামার আগে বাড়তি অক্সিজেন শুভমান গিলের। বাবর আজমকে সরিয়ে আইসিসি'র ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর স্থান দখল করলেন ভারতীয় সহ অধিনায়ক।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের তিন ম্যাচেই পঞ্চাশ প্লাস রান করেন। এরমধ্যে একটা সেঞ্চুরি। সিরিজ সেরাও হন। যার প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও। শুভমানের রেটিং পয়েন্ট ৭৯৬। ২৩ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন বাবর (৭৭৩)।

র‍্যাংকিংয়ে সেরা দশে রোহিত-বিরাটও

দ্বিতীয়বার এই কৃতিত্ব দেখালেন শুভমান। শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলির পর শুভমানই চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার, যে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই কৃতিত্ব দেখান শচীন। তারপর ধোনি, বিরাট। স্বপ্নের ফর্মের হাত ধরে সেই এলিট তালিকায় দ্বিতীয়বার নিজের নাম তুললেন রোহিতের ডেপুটি শুভমান।

ব্যাটারদের সেরা দশে ভারতীয়দেরই দাপট। শুভমান ছাড়াও রয়েছেন রোহিত (তৃতীয়), বিরাট কোহলি (৬), শ্রেয়স আইয়ারও (৯)। রোহিত-বিরাটের স্থান পরিবর্তন হয়নি। শ্রেয়স অপরদিকে একধাপ উন্নতি করেছেন। এছাড়া প্রথম দশে উল্লেখযোগ্য নাম দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন (৪), নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (৫)।

বোলারদের মধ্যে এক নম্বরে শ্রীলঙ্কার মহেশ থিকশানা। আট দেশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পায়নি দ্বীপরাষ্ট্র। তবে, ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে দেশকে গর্বিত করলেন থিকসানা। গত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সাফল্যের পুরস্কার আফগানিস্তানের রশিদ খানকে (৬৬৯ পয়েন্ট) সরিয়ে নয়া মাইলস্টোনে থিকশানা (৬৮০)।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ চতুর্থ স্থানে রয়েছেন কুলদীপ যাদব। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতীয় দলের আর কোনও বোলার সেরা দশে জায়গা পাননি। 'রিজার্ভ' তালিকায় থাকা মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন দশ নম্বরে। অলরাউন্ডার বিভাগে দশম স্থানে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অনেকটা পিছিয়ে হার্দিক পান্ডিয়া ২৮ নম্বরে। শীর্ষে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি শুরুর আগে মাঠেই নমাজ মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, নাজমুল হোসেন শান্তদের।

সাকিবকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষোভ নাজমুলের

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পরিবর্তনের ঝড়ে দোদুল্যমান বাংলাদেশ।

পদ্মাপাড়ের পালাবদলের রেশ ভারতেও। প্রতিদিনই ভারতের বিরুদ্ধে পালা করে আক্রমণ শানাচ্ছে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এহেন আবহে আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত-বাংলাদেশ।

ক্রিকেটীয় যে দ্বৈরথে ভারত-বধের হুংকার। দুবাইয়ে ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেও দিলেন, যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে তাঁর দল। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আর যাইহোক, ভারতকে হারাতেই হবে। বাংলাদেশের দাবিটাও বোধহয় এই মুহূর্তে এক। লক্ষ্যপূরণে ভারতের সঙ্গে খাতায়-কলমে বিস্তর পার্থক্যকেও গুরুত্ব দিচ্ছে না বাংলাদেশ শিবির।

ভারত-বধের স্বপ্ন উসকে দিচ্ছে বরং দীর্ঘকায় নাহিদ রানার এক্সপ্রেস গতি। গত দ্বিপাক্ষিক লাল বলের সিরিজে নাহিদ ছাপ রেখেছিলেন। সেই নাহিদকেই ভরসা। পাশাপাশি নাজমুল পাত্তা দিচ্ছেন না ভারতের স্পিন-সম্ভারকে। দুই হোক তিন স্পিনার, গৌতম গম্ভীরদের যে কোনও পরিকল্পনা উলটে দিয়ে কিস্তিমাতের মেজাজ। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিয়েও তুরীয় মেজাজ-প্রতিপক্ষ দলেকে আছে, কে নেই ভাবতে নারাজ।

দুই দেশ এখনও পর্যন্ত ৪১টি ওডিআই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ৩২-৮। আগামীকালও পাল্লা ভারী মেন ইন ব্লু-র। তাছাড়া পাকিস্তানের তুলনায়

নাহিদের গতিতে ভারত-বধের স্বপ্ন

দুবাইয়ের উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। আর ব্যাটিংই বাংলাদেশের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা।

বাইশ গজ হোক বা গ্যালারি ভারতকে ফাকা ময়দান দিতে নারাজ নাজমুল। বিশ্বাস, বিশ্বের বাকি প্রান্তের মতো দুবাইয়ে সমর্থনের অভাব হবে না। প্রবাসী বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীরা ভিড় জমাবে দলের হয়ে গলা ফাটাতে। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ মানে, সবসময় উত্তেজনার ঊর্ধ্বমুখী পারদ। বৃহস্পতিবার দুবাইয়েও ব্যতিক্রম হবে না।

রিশাদ হোসেনের লেগস্পিনও এক্স ফ্যাক্টর। গত টি২০ বিশ্বকাপে দল ব্যর্থ হলেও রিশাদ নজর কাড়েন। দুই তরুণকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে প্রশ্নে সুর কাটে নাজমুলের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে সাকিবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কয়েকদিন আগেও নাজমুল স্বীকার করেন, সাকিবভাইকে মিস করবেন। আজ যদিও উলটো সুর। একরাশ বিরক্তি নিয়ে জবাব, সাকিবের অভাব বোধ করবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। যাঁরা আছেন তাদের নিয়েই ভাবছেন।

২০১৭ সালে শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল বাংলাদেশ। ভারতের কাছে হেরেই শেষপর্যন্ত স্বপ্ন ভেঙে যায়। সেদিক থেকে আগামীকাল বদলার ম্যাচও। বদলা হোক বা বদল-টাইগারদের জন্য ভারত যে কঠিন গাঁট একবাক্যে মানছে ক্রিকেট বিশ্ব। হিসেব উলটে দিতে নিজেদের ছাপিয়ে যেতে হবে, বলছেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, মাশরাফি মোর্তাজাও।

পাঁচ স্পিনার নিয়ে সমালোচকদের পালটা

স্পিনার মাত্র দুই, বাকিরা অলরাউন্ডার : রোহিত

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কখনও আগ্রাসন। আবার কখনও শান্ত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরুর প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা অনেকটা কলেজ শিক্ষকের মতো। যিনি তাঁর আগামীর পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন। এবার মাঠে নেমে কাজটা করে দেখানোর পালা। তার জন্য সতীর্থদের নিয়মিত পরামর্শও দিচ্ছেন।

কিন্তু সেটা কীভাবে? দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারতীয় স্কোয়াডে মোট পাঁচজন স্পিনার। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। কিন্তু রোহিতের টিম ইন্ডিয়া সেটা করে দেখিয়েছে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে এই পাঁচ স্পিনারকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ব্যবহার করে, সেদিকে নজর রয়েছে ক্রিকেট মহলের। ভারত অধিনায়ক রোহিত আবার তাঁর স্কোয়াডে থাকা পাঁচ স্পিনার নিয়ে উলটো ভাবনার কথা শুনিয়েছেন আজ। টিম ইন্ডিয়া আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিন স্পিনার নিয়ে খেলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও হিটম্যান তাঁর সমালোচকদের পালটা দিয়ে জানিয়েছেন, ভারতীয় স্কোয়াডে স্পিনার মাত্র দুজন। বাকিরা অলরাউন্ডার। রোহিতের কথায়, 'আমাদের স্কোয়াডে স্পিনার বলতে মূলত দুজন। বাকি যারা রয়েছে, তারা অলরাউন্ডার। ব্যাটিং, বোলিং- দুটিই করতে জানে। ওদের অলরাউন্ড দক্ষতা ভারতীয় দলের ভারসাম্য বাড়ানোর পাশে সাফল্যের দিশা দেবে।'

আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। তার আগে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতীয় দলের বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, 'আমরা আমাদের শক্তি অনুযায়ী দল নির্বাচন করেছি। সেই শক্তি অনুযায়ী প্রথম একাদশও হবে। আমরা সবসময় এমন ক্রিকেটারদেরই দলে চাই, যাদের অলরাউন্ড স্কিল থাকবে। আমাদের স্কোয়াডে যে তিনজন অলরাউন্ডার রয়েছে, ওরা সবসময়ই দলের ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।' হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল- ভারত অধিনায়ক তাঁর দলের সেরা অস্ত্র হিসেবে এই তিন অলরাউন্ডারের কথাই তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রতিযোগিতার আসরে অলরাউন্ডারদের সবসময় বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমরা সেই লক্ষ্যেই সামনে তাকাতে চাই।'

ঘরের মাঠে দিনকয়েক আগে শেষ হওয়া সিরিজে শতরান করে ফর্মে ফিরেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত। যদিও তাঁর বাকি সতীর্থদের মধ্যে বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা রানে নেই। এসব নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'গিল, বিরাটদের নতুনভাবে কিছু প্রমাণ করার নেই। ওরা জানে কীভাবে রান করতে হয়। ওরা জানে দল ওদের থেকে কী চায়। হতে পারে সম্প্রতি রান পায়নি। তবে একটা ম্যাচেই ছবিটা বদলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' মহম্মদ সামি বল হাতে ক্রমশ ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইংল্যান্ড সিরিজে। কুলদীপ যাদবও এখন ফিট এবং ছন্দে। উপরি হিসেবে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতের তিন স্পিনার প্রভাব বিস্তার করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অধিনায়ক রোহিত বলছেন, 'নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আমরা সচেতন। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরেও সেভাবেই সামনে তাকাতে চাই আমরা।'

অর্শদীপের হয়ে ব্যাট ধরলেন পন্টিং

রিজওয়ানদের নিয়ে সতর্ক করছেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আগামীকাল বাংলাদেশ ম্যাচ। যদিও সবার নজর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান টক্করে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবশ্য বাস্তববাদী। হুংকার নয়, পাকিস্তানের শক্তি নিয়ে ভারতীয় দলকে সতর্ক করলেন।

অশ্বীনের মতে, ভারত-পাক সাম্প্রতিক অতীতের টক্করে তুলনামূলকভাবে চাপ কম থাকে টিম ইন্ডিয়ার ওপর। অনেক বেশি ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। বিপরীত ছবি পাকিস্তানের। দেখে মনে হয় মাথার ওপর পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে খেলছে। তবে রোহিত শর্মাদের আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। মহম্মদ রিজওয়ানের এই দলটা বেশ দক্ষ। আলাদা কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। নিজেদের দিনে বেলাইন করে দিতে পারে ভারতকেও।

পাক-হার্ডল নিয়ে সতর্ক করলেও অশ্বীনের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উঠতে চলেছে রোহিত শর্মার হাতে। ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনারের যৌক্তিকতাটুকু ছাড়া মেন ইন ব্লু-কে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তন তারকা। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ রয়েছে রোহিতের দলে। নিশ্চিতভাবেই টানা দ্বিতীয় আইসিসি টুর্নামেন্ট (টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) জেতার সুযোগ।'

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর শূন্যস্থান পূরণে হর্ষিত রানা নয়, রিকি পন্টিংয়ের বাজি অর্শদীপ সিং। পাঞ্জাব কিংসের সুবাদে আইপিএলে অর্শদীপের নতুন হেড কোচ পন্টিং। মেগা লিগের আগেই হবু ছাত্রর হয়ে ব্যাট ধরলেন। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিংয়ের সাফ কথা, 'আমার পছন্দ বাঁহাতি পেসার। বুমরাহর বিকল্প হিসেবে অর্শদীপের পক্ষেই যাব।'

নিজের দাবির স্বপক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছেন। পন্টিংয়ের দাবি, টি২০ ফর্ম্যাটে ইতিমধ্যেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অর্শদীপ। নতুন বল হোক বা ডেথ ওভারে বুমরাহ যেভাবে কার্যকর ভূমিকা নেয়, তা মিস করবে ভারত। তবে অর্শদীপের মধ্যেও এই ক্ষমতা ভীষণভাবে রয়েছে। হর্ষিত প্রতিভাবান। নতুন বল বা মাঝের ওভারে যথেষ্ট কার্যকর। তবে বোলিং স্কিলের নিরিখে ডেথ ওভারে অর্শদীপের থেকে পিছিয়ে।

শিখর ধাওয়ানের 'ঘোড়া' আবার শুভমান গিলের ক্রমশও চওড়া হওয়া ব্যাট। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর সফল ধাওয়ান বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলকে নিয়ে আশাবাদী হওয়ার একঝাঁক কারণ রয়েছে। ব্যাটিংয়ে তারুণ্য-অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটেছে। দারুণ ভারসাম্য আলাদা করে শুভমানের কথা বলতে হয়। অত্যন্ত ধারাবাহিক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বড় ভূমিকা নেবে।'

দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করে উচ্ছ্বাস বায়ার্ন মিউনিখের আলফনসো ডেভিসের। ধাক্কা সামলাতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন সেল্টিক গোলকিপার ক্যাসপার স্কেমিশেল।

মিলানের বিদায়-রাতে শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ ও মিলান, ১৯ ফেব্রুয়ারি: অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল বায়ার্ন মিউনিখ। অন্যদিকে, এবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসি মিলানের অভিযান শেষ হয়ে গেল। সেল্টিক পার্কে প্লে-অফের প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। ফলে মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে ম্যাচ ড্র করতেই হত জার্মান জায়েন্টদের। তবে প্লে অফ ফিরতি লেগ ১-১ গোলে ড্র করতেও যথেষ্ট ঘাম ঝরল বায়ার্ন ফুটবলারদের। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৬৩ মিনিটে বায়ার্ন সেন্টারব্যাক কিম মিন-জাইয়ের ভুল করে বসেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সেল্টিককে এগিয়ে দেন নিকোলাস কুন। তার আগে অন্তত্পক্ষে আরও তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছিল স্কটিশ ক্লাবটি। উলটোদিকে বায়ার্নের হ্যারি কেনও একটি শট পোস্টে মারেন। মনে হচ্ছিল নির্ধারিত সময়ে হয়তো ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে না। তবে ৯৪ মিনিটে সব হিসাব বদলে আলফনসো ডেভিসের গোলে সমতায় ফেরে জার্মান ক্লাবটি। ম্যাচটি শেষপর্যন্ত ১-১ গোল ড্র হওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলে জিতে শেষ ষোলোয় উঠল বায়ার্ন।

এদিকে, ঘরের মাঠ সান সিরোতে শুরুটা ভালোই করেছিল এসি মিলান। ফেনুর্দের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই স্যান্টিয়াগো জিমেনেজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই থিয়ো হার্নান্ডেজ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় মিলানকে। সেই সুযোগেই ৭৩ মিনিটে ফেনুর্দ গোল শোধ করে। ম্যাচ ড্র হয় ১-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করল ফেনুর্দ। সেই সঙ্গে সাতবারের ইউরোপ সেরাদের বিদায় নিতে হল প্লে-অফ পর্ব থেকেই। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে মিলান কোচ সের্জিও কনসেসাও বলেন, 'এটা বড় হার। আমি অনেক ভুল করেছি। এই হারের জন্য আমি দায়ী। থিও কিংবা অন্য কেউ নয়।' অন্য ম্যাচে মোনাকোর সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত করেছে বেনফিকা।

ফলাফল

বায়ার্ন মিউনিখ	১-১	সেল্টিক
এসি মিলান	১-১	ফেনুর্দ
বেনফিকা	৩-৩	মোনাকো
আটালান্টা	১-৩	ক্লাব ব্রাগ

'আমরাই শুধু বিরাটদের নিয়ে লাফাই'

ভারতকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে : সাকলিন

লাহোর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বুধবার করাচিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়েছে। ২৩ তারিখ ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তার আগে ভারতকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুংকার সাকলিন মুস্তাকের গলায়। ক্ষোভের কারণ, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব। সাকলিনের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে ভারত যে নেতিবাচক মানসিকতা দেখিয়েছি, তার যোগ্য জবাব দিতে হবে। ২৩ তারিখ বাইশ গজের পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবেও পিসিবি-র উচিত কড়া পদক্ষেপ করা ভারতকে নিয়ে।

পাক টিভি চ্যানেলে সাকলিনের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কড়া অবস্থান নিক পাকিস্তানও। ভারতকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত এবার।'

> জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।
>
> **সাকলিন মুস্তাক**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল ভারত-পাকিস্তান কাজিয়া পারদ চড়িয়েছে। প্রচুর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। হুমকি-পালটা হুমকি, চাপানউতোরেও বদলায়নি ভারতের অবস্থান। সাকলিনের দাবি, ভারতের বায়নাক্কা, অভিযোগের শেষ নেই। অথচ, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে পাক ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ বরাবরই চোখে পড়ার মতো। সাকলিন বলেছেন, 'পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছে বিরাট কোহলি আসুক, জসপ্রীত বুমরাহ আসুক, ওদের খেলা দেখতে চায়। বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত তাদের অবস্থান থেকে এতটুকু নড়েনি!'

ভারতকে নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই সাকলিনেরও। তুলে আনলেন নিউজিল্যান্ড দলের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে ভারত সফরে ভিসা নিয়ে অভিজ্ঞতার কথাও। দাবি করেছেন, 'নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের (নভেম্বর, ২০২৪) আগে আমি কিউয়িদের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছিলাম। সিরিজের মাস পাঁচেক আগে ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। লেস্টার (ইংল্যান্ড) থেকে আবেদন করি। কারণ লেস্টারেই আমি থাকি। সপ্তাহ দুয়েক পর ডাক পড়ে। তারপর থেকে অজানা কারণে ভিসা নিয়ে গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। মাস তিনেক ভিসা স্ট্যাটাস একই জায়গায় পড়ে ছিল! এতটুকু অগ্রগতি হয়নি। শেষপর্যন্ত ওই সময় পাক বোর্ডের প্রস্তাব পাই এবং নিউজিল্যান্ডের দায়িত্ব ছাড়ি। ফলে আর ভারতীয় ভিসার দরকার পড়েনি।'

কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার ওপর স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ১৯ মার্চ পর্যন্ত ঘোষণা করা যাবে না কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের নাম। বুধবার জানিয়েছে আলিপুর আদালত। এরফলে কলকাতা লিগ নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল। কলকাতা লিগ নিয়ে আগেই আইনি পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। বুধবার তারা আলিপুর আদালতে আইএফএ-র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ জানায়। আদালত ১৯ মার্চ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ডায়মন্ড হারবারের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠক করে লিগের বাকি দুইটি ম্যাচের দিন ঠিক করবে বলেছিল। সেটা ওরা করেনি। তাই আমরা আদালতে গিয়েছি।'

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনেই চলব। যদিও এখনও রায়ের কপি পাইনি। আমরা লিগ্যাল টিমের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করব।' যদিও এরপরেও পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবারই আইএফএ-র লিগ সাব-কমিটি বৈঠকে বসছে।

ওডিশা-বধের ছকে বাড়তি সময় মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফুটবলাররা মাঠ ছেড়েছেন বহুক্ষণ। কিন্তু কোচ এবং তাঁর সহকারীরা কোথায়!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন যেমন হয় প্রতিদিনের মতো এদিনও তেমনই হল বিকেলের দিকে। গরমের বিকেল বলে সন্ধ্যা নামার আগেই তাই বিদেশিরা হোটেল এবং ভারতীয় ফুটবলাররা বাড়ির পথ ধরলেন। কিন্তু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কোথায়? আর কোথায়ই বা তাঁর সহকারীরা? যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সাজঘর ছেড়ে তাঁরা বেরোলেন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর। আগামী রবিবার সম্ভবত ঘরের মাঠে এই মরশুমের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা খেলতে নামছে মোহনবাগান। এহেন ম্যাচের আগে তাই হয়তো সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে এদিনই ওডিশা এফসি-বধের যাবতীয় পরিকল্পনা ছকে ফেলতেই এত দেরি হল মোলিনার। তাঁর চিন্তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর বাকি তিন ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন হতে পয়েন্টও

দরকার তিন। কিন্তু এই শেষের রাস্তাই হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি পিচ্ছিল। ওডিশা শেষ চেষ্টা করবে প্লে-অফে যাওয়ার। তারপর ১ মার্চ মুম্বই সিটি এফসি-ও শেষ ছয়ে থেকে যাওয়া নিশ্চিত করতে চাইবে। আর এফসি গোয়া তো চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়েই আছে। তাই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে দোলাচলে না থেকে তাই ওডিশাকে নিজেদের ঘরের মাঠে দর্শক-সমর্থকদের শব্দব্রহ্ম দিয়েই ঘায়েল করতে চায় মোহনবাগান। হয়তো এদিনই ওই ম্যাচে মাঠে কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, তারই ছক কষে রাখলেন। যদিও বেরনোর সময়ে হালকা হেসে জানিয়ে গেলেন, 'এমনিই বসে ছিলাম। অত ভাবনার কিছু নেই।'

মনবীর সিং এদিনও বেশিরভাগ সময়টাই কাটালেন রিহ্যাবে। আশিস রাই ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট অবশ্য খানিকক্ষণ ফিজিকাল ট্রেনারের সঙ্গে সময় কাটিয়েই দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে চলে যান। কেউই মুখে স্বীকার না করলেও ওডিশার মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মনবীর অনিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও শেষপর্যন্ত খেলেন তাহলেও সেটা যে পুরো সময়ের জন্য হবে না, সেটা নিশ্চিত। তবু যত সমস্যাই থাক না কেন, ওডিশা ম্যাচেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করতে এখন ফুটছে সবুজ-মেরুন শিবির।

লড়ছে গুজরাট

রনজি সেমিতে পিছিয়ে মুম্বই

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে চাপে মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় রানের পথে এগোচ্ছে বিদর্ভ। অন্যদিকে, গুজরাট লড়ে যাচ্ছে কেরলের বিরুদ্ধে।

বিদর্ভের ৩৮৩ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৭০ রানে। ১১৩ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে করুণ নায়ারদের শুরুটা ভালো হয়নি। ৫৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় তারা। যদিও যশ রাঠোরকে (অপরাজিত ৫৯) সঙ্গে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান বিদর্ভের অধিনায়ক অক্ষয় ওয়াদকার (অপরাজিত ৩১)। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৪৭/৪। বিদর্ভ এগিয়ে ২৬০ রানে।

অন্য সেমিফাইনালে কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে লড়ছে গুজরাট। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১ উইকেটে ২২২। আর্য দেশাই ৭৩ রানে ফিরলেও শতরান করেছেন প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল (অপরাজিত ১১৭)। যদিও এখনও কেরলের থেকে ২৩৫ রানে পিছিয়ে গুজরাট।

কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের

মন্থর বাবর, হেরে শুরু রিজওয়ানদের

শতরানের পর উইল ইয়ং। করাচিতে বুধবার।

করাচি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। মাঠে নামার জন্য তৈরি পাকিস্তান দল এবং নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। কিন্তু হঠাৎই কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের!

২৯ বছর পর কোনও আইসিসি ট্রফি হচ্ছে পাকিস্তানে। মুহূর্তকে ঝলমলে করতে বিমানের মাধ্যমে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের উপরে বিমানের প্রদর্শনীতে এতটাই আওয়াজ হয় যে, রীতিমতো ভয় পেয়ে যান কনওয়েরা। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

মাঠে অবশ্য ইয়ং, টম ল্যাথামদের দাপটে ৬০ রানে হার পাকিস্তানের। কনওয়ে (১০), কেন উইলিয়ামসন (১) ব্যর্থ হলেও একটা দিক ধরে রাখেন ইয়ং (১০৭)। পাশে পেয়ে যান টম ল্যাথামকে (অপরাজিত ১১৮)। তাঁদের ১১৮ রানের জুটিতে কিউয়িদের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে গ্লেন ফিলিপসের (৩৯ বলে ৬১) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে কিউয়িরা ৩২০/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়। ১০ ওভারে ৬৮ রান দিলেও উইকেটহীন থাকতে হয় শাহিন শা আফ্রিদিকে।

শিশির পড়ার আশায় টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু পাক শিবিরের হতাশা বাড়িয়ে সেভাবে শিশির পড়েনি। সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত মন্থর ব্যাটিংয়ে দলকে চাপে ফেলে দেন বাবর আজম (৯০ বলে ৬৪)। মূলত তাঁর জন্যই খুশদিল শা (৪৯ বলে ৬৯), সলমন আলি আঘা (২৮ বলে ৪২) চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। ব্যর্থ হন রিজওয়ান (৩), ফখর জামানও (২৪)। পাকিস্তান ৪৭.২ ওভারে ২৬০ রানে অল আউট হয়। উইল ও' রৌরকে ও মিচেল স্যান্টনার ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

এফএসডিএল-কে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শনিবার পাঞ্জাব এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। সেই প্রস্তুতির মাঝেও এএফসি-র ভাবনা লাল-হলুদ শিবিরে। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আর চার ম্যাচ। শেষ দুইটি ম্যাচ মার্চের ২ ও ৮ তারিখ। এর মাঝেই খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। যদিও লাল-হলুদ কর্তারা আগেই ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতে আইএসএলে তাদের ৮ তারিখের ম্যাচটির দিন পরিবর্তনের আর্জি জানিয়েছিলেন। এবার সেই একই মর্মে আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল-কেও চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচের আগেও চোট-আঘাতের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না অস্কার ব্রুজোঁর দল। বুধবারও শুধু রিহ্যাব সারলেন রিচার্ড সেলিস। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর চোটের অবস্থা জানতে চাইলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে গেলেন, 'এখনই ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই।' এদিকে এদিন টিম মিটিংয়ের পরই মাঠ ছাড়েন নন্দকুমার শেখর। তাঁকে হালকা খোঁড়াতেও দেখা গেল।

হার জলপাইগুড়ির

কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে বুধবার কোচবিহার ৪ রানে জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে। চন্দননগরে টসে জিতে কোচবিহার ৪৭.১ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়। শুভ্রদীপ পাল ৩৯ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ৩৭.৪ ওভারে ১২৯ রানে গুটিয়ে যায়। দেবব্রত ধর ৩৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা সাগ্নিক কর ২৭ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট।

৬ উইকেট অরিত্রর

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বুধবার উত্তর দিনাজপুর ৯ উইকেটে নদিয়ার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। টসে জিতে উত্তর দিনাজপুর ৪২ ওভারে ১১৬ রানে অলআউট হয়। শুভম সরকার ২১ রান করেন। অরিত্র দেবনাথ ২৬ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

জবাবে নদিয়া ৩০ ওভারে ১ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরিত্র দেবনাথ ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

উত্তরের খেলা

জিতল বিএমসি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে বিএমসি ক্লাব ৫৮ রানে হারিয়েছে মাদার ইন্ডিয়া ক্লাবকে। প্রথমে বিএমসি ৭ উইকেটে ১৩৫ রান করে। জবাবে মাদার ইন্ডিয়া ৭ উইকেটে ৭৭ রানে আটকে যায়। ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পিন্টু সাহা।

আজ জামশেদপুরের সামনে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ টেবিলের সবচেয়ে তলায় থাকা সাদা-কালো শিবিরের একটাই লক্ষ্য বাকি সব ম্যাচ জিতে মরশুম শেষ করা। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দল।

এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মহমেডানকে হারাতে পারলে তাদের সুপার সিক্স খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে মাঠে নামবে খালিদ জামিলের দল। ম্যাচ যে কঠিন হতে চলেছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের জন্য ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না। এই মরশুমে জামশেদপুর খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। তবে আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'শেষ ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিশেষ করে রক্ষণভাগ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে জিততে গেলে রক্ষণভাগের ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নামতে হবে।'

আইএসএল আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

অনুশীলনে অ্যালেক্সিস গোমেজ।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দলে পরিবর্তন আনতে পারেন মেহরাজ। গৌরব বোরাকে বসিয়ে জো জোহেরলিয়ানাকে ডিফেন্সে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের সঙ্গে খেলাতে পারেন তিনি। দলের দুই গোলরক্ষক পদম ছেত্রী ও ভাস্কর রায় প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। তাই কলকাতা লিগে ভালো খেলা শুভজিৎ ভট্টাচার্যকে সুযোগ দিতে পারেন মেহরাজ। আপফ্রন্টে মনবীর সিংকে বসিয়ে রবি হাঁসদাকে দলে রাখতে পারেন তিনি।

প্রয়াত মিলিন্দ, শোকস্তব্ধ শচীন

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন মিলিন্দ রেগে। সুনীল গাভাসকারের সতীর্থ ও ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। একই স্কুল, কলেজ। ক্রিকেট শেখাও একইসঙ্গে দাদার ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবে। জাতীয় দলের দরজা খুলতে না পারলেও মুম্বই, পশ্চিমাঞ্চল দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। নেতৃত্ব দেন মুম্বইকে। খেলেছেন ৫২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। শচীন তেন্ডুলকার, আজিঙ্কা রাহানের মতো তারকার মেন্টরও ছিলেন। বদলে দিয়েছিলেন শচীনের কেরিয়ার। সামলেছেন নির্বাচক কমিটির দায়িত্বও। গত রবিবারই ৭৬তম জন্মদিন পালন করেন। তিনদিনের মধ্যেই না ফেরার দেশে। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ম্যাচের সেরা হ্যাপি সরকার।

জয়ী আরএসএ, দাদাভাই

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে বুধবার জলপাইগুড়ি আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারর ৮৩ রানে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে আরএসএ টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তোলে। হ্যাপি সরকার ৪৬ রান করেন। হিমাবতী রায় ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেইনবো ৯ উইকেটে ৬৩ রানে আটকে যায়। শিখা সরকার ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা হ্যাপি ৪ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৬৫ রানে কোকরাঝাড় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। দাদাভাই টসে জিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। মমতা কিস্কু ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। মীরজুপা বেগম ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কোকরাঝাড় ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রানে থামে। হীরামণি সইকিয়া ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা বর্ষা দাস ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।